কোরিয়ান এজেণ্ট

চিরঞ্জীব সেন

অভয় পাবলিকেশন
কলিকাতা

KORIAN AGENT

Written by Chiranjib Sen

A Bengali Spying Novel

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬০ ॥ আগষ্ট

প্রচ্ছদ : পূর্ণজ্যোতি ভটাচার্য্য

অভয় পাবলিকেশন-এর পক্ষ হইতে শ্রীঅভয় ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত এবং
প্রিন্টিং ইনডিকেটরস্, ২৩/১/১এ ডিকসন লেন, কলিকাতা-১৪ হইতে মুদ্রিত

কোরিয়ান এজেন্ট

হেনরি পিয়ার্স একজন স্পেশাল মার্কিন এজেন্ট।

অ্যামেরিকায় সি আই এ ছাড়া একটা স্পেশাল সিকিউরিটি সারভিস বা 'থ্রি এস' নামে একটা গুপ্তচর সংস্থা আছে। যেখানে সি আই এ এজেন্ট ব্যর্থ হয় বা বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে থ্রি-এস এজেন্ট পাঠান হয়।

মার্কিন গুপ্তচরদের মধ্যে থ্রি-এস এজেন্টদের কদর খুব বেশি। বেছে বেছে লোক নেওয়া হয়, শরীর ও মনের দিক থেকে তাদের মজবুত হতে হয়, জানতে হয় সবকিছু, সর্বোপরি তাদের সম্পূর্ণ নির্ভীক হতে হয়। কোনো কাজ পারব না বলার তাদের অধিকার নেই।

হেনরি পিয়ার্স একজন থ্রি-এস এজেন্ট। সে ছুটি কাটাতে জাপানে এসেছে। আগেও কয়েকবার জাপানে এসেছে কর্মসূত্রে কিন্তু তখন দেশটা ভাল করে দেখা হয় নি। এবার এসেছে দেশ দেখতে।

তার কিছু ডলারের দরকার হয়েছে, বেশি নয় পাঁচশ ডলার তার অগ্রিম চাই। টোকিয়োতে 'থ্রি-এস'-এর একটা অফিস আছে। অফিসের কর্তা হল রিচার্ড নরিস।

রিচার্ডের অফিসে ঢুকে দেখল তার ঘরে একটি অতি সুন্দরী যুবতী, একজন ছোকরা আর একজন আধাবয়সী ভদ্রলোক বসে রয়েছেন।

হেনরিকে দেখে রিচার্ড নরিস সোল্লাসে বলে উঠল, এই যে হেনরি তুমি ঠিক সময়ে এসেছ। ঐ চেয়ারটায় বোসো, পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি হলেন ডোনাল্ড জ্যাকসন আমাদের টোকিয়ো সি আই এ অফিসের স্টাফ, ইনি মিসেস মেরি কুক, ডোনাল্ডের সেক্রেটারি আর ঐ ছোকরা হল চার্লি বিভান, চার্লি আমাদের স্টাফ নয় তবে আমাদের একজন এজেন্ট বলতে পার। সিগারেট...

সবাই সিগারেট ধরাল, যুবতীও। রিচার্ড নরিস বলতে আরম্ভ করল: মিসেস মেরি খুব বিপদে পড়েছে। প্রথমেই বলে রাখি ওর স্বামী পিটার এখন দিল্লিতে, ভারত সরকারকে কৃষি সম্বন্ধে পরামর্শ দিচ্ছে। মেরি একা থাকে। সময় কাটাবার জন্যে মাঝে মাঝে অ্যামেরিকান ক্লাবে যায়, ড্রিংক করে, ফ্ল্যাশ বা বিলিয়ার্ড খেলে, নাচে।

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে রিচার্ড আবার আরম্ভ করল: কয়েক দিন আগে, চার্লি বলল, মেরির চলাফেরা সন্দেহজনক, জাপানের কোনো এজেন্ট যাকে আমরা এনিমি মনে করি তার সঙ্গে মেরিকে ঘুরতে দেখা গেছে। মেরিকে ডোনাল্ড কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই মেরি নিজেই বলেছে যে তাকে একজন জাপানী ব্ল্যাকমেল করছে। সে যে কাজ করেছে বা করতে যাচ্ছে তাতে দেশের ক্ষতি হবে, যা হয় হবে সে ঐ জাপানীকে আর কিছু বলবে না। ডোনাল্ড বলছে যে মেরির চেহারাটা যদিও নজর-ধরা এবং সেকসি, মেয়েটি কিন্তু খুব ভাল, তাকে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ কখনও ঘটে নি।

তারপর? হেনরি জিজ্ঞাসা করে?

ঘটনাটা কি জানবার জন্য আমিই ডোনাল্ড ও মেরিকে ডেকে পাঠিয়েছি। মেরি এখনও তার কাহিনী আরম্ভ করে নি, তুমি ঠিক সময়েই এসেছ, কিছু পরামর্শ দিতে পারবে।

হেনরি ভাল করে মেরির দিকে চেয়ে দেখল। দারুণ, যাকে বলে নক-আউট ফিগার, পরণে এক চিলতে একটা মিনি ফ্রক। ফ্রক ভেদ

করে সুপুষ্ট আর সুডৌল দুই স্তন বুঝি বেরিয়ে আসবে। ফ্রকের ঝুল হাঁটুর অনেক ওপরে। চেয়ারে হেলান দিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে মেরি বসে আছে যেন মেরিলিন মনরো।

রিচার্ড বলল: মেরি তোমার নারভাস হবার কিছু নেই। হেনরি আমাদেরই একজন, তুমি সব খুলে বল, লজ্জা কোরো না.।

চার্লি হেসে উঠল, বলল, মেরি বেচারি পরে ত আছে ছোট্ট একটা ফ্রক। সেটাও তুমি খুলে ফেলতে বলছ রিচার্ড?

মেরিও হাসল তারপর হেনরিকে একবার চেয়ে দেখল। দারুণ চেহারা, হি-ম্যান, এমন নইলে পুরুষ, পিটারকে যদি এরকম দেখতে হত!

মেরি তুমি আরম্ভ কর। রিচার্ড টেপ রেকর্ডার চালু করে বলল,

আমি ধরিয়ে দিচ্ছি, একদিন একজন সুবেশ জাপানী যুবক তোমার ফ্ল্যাটের দরজায় নক করল, কবে বল ত?

মেরি বলল, মাসখানেক আগে, আমরা তখন ম্যানিলার সেই কিউ এম ব্যাপারটা নিয়ে খুবই ব্যস্ত, একজন জাপানি যুবক সেই ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িত ছিল, আমি ভাবলুম এ বুঝি সেই যুবক আমি তাকে ঘরে বসতে বললুম।

মেরির সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছিল। হোল্ডার থেকে সিগারেটটা বার করে অ্যাশট্রেতে ফেলে দিয়ে আর একটা সিগারেট হোল্ডারে লাগাল, হেনরি লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে দিল। ধোঁয়া ছেড়ে মেরি বলল:

সেই জাপানী যুবক নিজের কোনো পরিচয় দিল না এবং কোনো ভূমিকা না করে পকেট থেকে একখানা ফটো বার করে আমার হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, দেখ ত চিনতে পার কি না। কোনো সন্দেহ নেই আমারই ফটো, আমি খাটের উপর শুয়ে আছি, আমার বুকের

ওপর অচেনা এক পুরুষ, সেক্স-অ্যাক্টের স্পষ্ট ছবি, ইউ জাস্ট ইমাজিন কি সাংঘাতিক। পিটার ছাড়া আমি কখনও কোনো পুরুষের সঙ্গে শুইনি অথচ এই ছবি ? আমি স্তম্ভিত, অবিশ্বাস করবার কোনো উপা নেই!

রিচার্ড জিজ্ঞাসা করল, তাহলে এই ছবি উঠল কি করে ?

সেই কথাই বলছি। ক্লাবে একদিন একজনের সঙ্গে আলাপ হল, লোকটি জাপানী, কোরিয়ান অথবা ফিলিপিনো হতে পারে কিন্ত বিশুদ্ধ মার্কিন টানে ইংরেজি বলছিল। চমৎকার ব্যবহার। বারে বসে তার সঙ্গে হুইস্কি পান করেছিলুম। মাত্রা নিশ্চয় বেশি হয়ে গিয়েছিল অথবা লোকটি কোনো ফাঁকে হুইস্কির সঙ্গে কিছু মিশিয়ে দিয়ে থাকবে। রীতিমতো মাতাল হয়ে পড়েছিলুম।

ইন্টারেস্টিং, হেনরি বলল

তোমার কাছে ত ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে, আমার ত সর্বনাশ তারপর শোনো, সেই লোকটাই আমাকে একটা হোটেলে তুলেছিল অবিশ্যি ক্লাব থেকে কখন আমাকে বার করে নিয়ে গিয়েছিল এব হোটেলে তুলেছিল, আমার কিছুই মনে নেই।

মেরি বলতে লা , সকালে ঘুম ভাঙল, ঘুমের জড়তা ভাঙতে বুঝলুম জায়গাটা আমার অপরিচিত এবং আমি নগ্ন হয়ে শুয়ে আ যা আমার অভ্যাস নয় এবং আমি ভয় পেয়ে গেলুম যখন দেখলু আমার পাশে একজন নগ্ন যুবক ঘুমোচ্ছে। কোনোরকমে ড্রেস ক একটা ট্যাকসি নিয়ে আমার ফ্ল্যাটে ফিরে এলুম। ফটোখানা সে রাত্রে সেই হোটেলেই তোলা হয়েছিল কিন্তু আমি কিছুই জানতে পারি নি।

বাঃ পাকা কাজ, হেনরি মন্তব্য করল, জাপানীটা তোমাকে কি বলল মেরি ?

লোকটা বলল, ছবিখানা সে নিউ-দিল্লীতে পিটার কুককে অর্থা আমার স্বামীকে পাঠিয়ে দেবে। মারাত্মক ব্ল্যাকমেল। পিটার ব

কড়া লোক, সে কিছুই বিশ্বাস করবে না, আমাকে ডিভোর্স করবে খবরের কাগজে আমার ছবি উঠবে। আমি ভয় পেয়ে গেলুম।

রিচার্ড বলল, মেরি তুমি ত সি-আই-এ স্টাফ তবুও তুমি ভুল করলে ? লোকটা চলে যাবার পরই আমাকে ফোন করলে না কেন ?

আমি খুবই নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলুম রিচার্ড, কি করব বুঝতে পারি নি, তারপর শোনো, লোকটা বলল যে তাদের কয়েকটা খবর দিলে সে এই ছবি ও নেগেটিভ আমাকে ফিরিয়ে দেবে।

কি খবর ? রিচার্ড জিজ্ঞাসা করল।

লোকটা আমার কাছে যা জানতে চেয়েছিল তা আমার কাছে গোপন মিলিটারি খবর মনে হয় নি, আমি সরল বিশ্বাসে তাকে খবর সরবরাহ করেছিলুম, সে জানতে চেয়েছিল ওকিনওয়া আইল্যাণ্ডে যে অ্যামেরিকান মিলিটারি বেস আছে সেখানে প্রতি সপ্তাহে মোট কি পরিমাণ রেশন সাপ্লাই হয়।

হেনরি বলল, লোকটা নিশ্চয় নর্থ কোরিয়ান এবং সোভিয়েট রাশিয়ার কে জি বি এজেন্ট, রেশনের পরিমাণ জানতে পারলে জানা যাবে আইল্যাণ্ডে কত সোলজার আছে।

আমি সেটা অনুমান করতে পারি নি, মেরি বলল, আমি এজন্যে সত্যিই দুঃখিত।

রিচার্ড বলল, সে ত ঠিকই, জানতে পারলে বলবে কেন, কিন্তু ওরা কি তোমাকে ছবি আর নেগেটিভ ফেরত দিয়েছে ?

হ্যাঁ, একটা নেগেটিভ আর একটা ছবি ফেরত দিয়েছে কিন্তু ওরা ক'খানা ছবি তুলেছে কে জানে ? আরও নেগেটিভ ও ছবি থাকা সম্ভব।

ছবিখানা কি তোমার কাছে আছে ?

আছে কিন্তু সেই অশ্লীল ছবি দেখে কি করবে ?

অশ্লীল ছবি আমরা অনেক দেখেছি, ছবি দেখা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমাদের উদ্দেশ্য ছবিতে তোমাকে এবং সেই লোককে চেনা যায় কি না।

বেশ তাহলে দেখুন।

হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে মেরি একখানা খাম বের করে রিচার্ডের হাতে দিল। খাম খুলে রিচার্ড, হেনরি, ডোনাল্ড ও চার্লি সকলেই ছবি দেখল। কোনো ভুল নেই, মেরিকে স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে, শুধু তাই নয়, মনে হচ্ছে মেরি যেন স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছে এবং উপভোগ করছে। মেরি দু'হাত দিয়ে লোকটির গলা জড়িয়ে ধরেছে, লোকটিকে চেনা যাচ্ছে না কারণ তার মুখ মেরির গলার পাশে, ছবি খুব ভাল উঠেছে যেন স্টুডিওতে তোলা।

মেরি যেন চুপসে গেছে, তার চোখে জল টল টল করছে। সে খুব ভয় পেয়েছে।

এবার হেনরি জিজ্ঞাসা করল, সে নর্থ কোরিয়ান কি তোমার কাছে আবার ফিরে এসেছিল? আর কিছু জানতে চেয়েছিল?

হ্যাঁ আবার ত এসেছিল, এই ছবি আর নেগেটিভ ফেরত দিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করল টোকিওতে কোনো অ্যামেরিকান জেনারেল থাকে কি না, মানে বরাবরের জন্যে।

তুমি কি উত্তর দিয়েছিলে?

আমি বলেছিলুম কোনো জেনারেল থাকে না, মাঝে মাঝে কেউ ইনস্পেকশনে আসে তবে দু'জন মেজর-জেনারেল বরাবরের জন্যে থাকে।

তারপর আবার কবে এল? আর ছবি আর নেগেটিভ তোমাকে যদি ফিরিয়ে দিয়ে থাকে তাহলে তুমি তাকে প্রশ্রয় দিলে কেন?

এবার সঙ্গে আর একখানা ছবি এনে আমাকে দেখিয়েছে, এ ছবিখানা মারাত্মক তবে প্লিজ ছবিখানায় কি ছিল আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো না, আমি বলতে পারব না। আমি যে কি করে··· প্লিজ···

বুঝেছি খুবই অশ্লীল আর কি। তা এবার কি বলল?

এবার বলল জাপানে যত অ্যামেরিকান সিক্রেট এজেন্ট আছে

তাদের নাম ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর সমেত লিস্ট চাইল এবং এইবারই সন্দেহ হল, তখনই আমি মনে মনে স্থির করলুম আমার যা হয় হবে, আমি তোমাদের কাছে সব স্বীকার করব।

রিচার্ড জিজ্ঞাসা করল, লিস্ট কবে দেবার কথা আছে?

কাল রাত্রে।

তুমি কি লিস্ট টাইপ করেছ?

টাইপ ত করাই থাকে, অনেকগুলো কপি আছে।

ডোনাল্ড বলল সাংঘাতিক ব্যাপার, মেরি যদি ওদের হাতে সেই লিস্ট দিত তাহলে ত ওরা আমাদের সিক্রেট সারভিসের অনেককে কিডন্যাপ করবে। তাদের ওপর অত্যাচার করবে। কাউকে হয়ত মেরেও ফেলবে। লোকটা নিশ্চয় কে জি বি এজেন্ট।

হেনরি জিজ্ঞাসা করল, কাল রাত্রে তোমাকে কোথায় দেখা করতে বলেছে?

ও বলেছে আমি যেন কিওবাসি স্টেশনে সাবওয়েতে উঠে ঐ লাইনের লাস্ট স্টেশন আসাকুসাতে নেমে বাইরে এসে আর-অ্যাভিনিউ ধরে হাঁটতে আরম্ভ করি। ও আমাকে নিজের মোটরে তুলে নেবে।

হেনরি বলল, লোকটা পাকা এজেন্ট, সংবাদদাতার বাড়ি থেকে যত দূরে সম্ভব খবর সংগ্রহ করা নিরাপদ এবং তাই নিয়ম।

আচ্ছা মেরি তুমি লোকটার কোনো বর্ণনা দিতে পার?

বিশেষত্ব কিছু নেই, পাঁচ ফুট ছ সাত ইঞ্চি লম্বা হবে, নিভাঁজ দামী স্যুট, চোখে সোনার চশমা, অ্যামেরিকান অ্যাকসেন্টে ইংরেজি বলে, সনাক্ত করবার মতো কোনো চিহ্ন নেই।

রিচার্ড নরিস চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরে পায়চারি করতে লাগল। তারপর পাইপ ধরিয়ে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে কি চিন্তা করতে লাগল। ঘরের সকলে তখন চুপ করে বসে আছে। হেনরি একদৃষ্টে মেরির দিকে চেয়ে তার মনে অন্য চিন্তা। রিচার্ড নরিস বোধহয়

কিছু বলবে, সেজন্যে সকলে অপেক্ষা করছে। হ্যাঁ ঠিকই, রিচার্ড নরিস হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে মেরিকে বলল ঃ

মেরি তোমার জন্যে আমার চিন্তা হচ্ছে। তুমি যা করে ফেলেছ সেজন্যে তোমাকে সাজা পেতেই হবে কিন্তু তুমি যদি সেই লোকটাকে ধরবার জন্যে আমাদের সব রকমে সাহায্য কর এবং আমরা যদি তাকে ধরতে পারি তাহলে তোমার শাস্তি যাতে মাপ হয় সেজন্যে আমরা চেষ্টা করব।

সহযোগিতা করব বলেই ত আমি এসেছি নইলে ত আমি কিছুই বলতুম না তোমাদের। এখন তোমরা যা বলবে তাই করব কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে।

কি শর্ত ?

ছবিখানা আমাকে ফিরিয়ে দাও এই ছবির বিষয় আমার স্বামী বা আর কারও কানে কিছু যেন না ওঠে।

তাই হবে কিন্তু ছবি এখন ফেরত দিতে পারছি না কারণ তোমার সেই রাত্রির সঙ্গীকে সনাক্ত করবার চেষ্টা করতে হবে, অপর ছবিখানা তোমার কাছে থাকলে সেখানা আমাকে দাও তবে ছবি তুমি যথাসময়ে ফেরত পাবে।

অপর ছবিখানা বার করে মেরি যখন রিচার্ডের হাতে তুলে দিচ্ছিল তখন তার সারা মুখ টকটকে লাল। এই ছবিখানাও সকলে দেখল, রীতিমতো অশ্লীল। এই ছবি দেখলে অবিবাহিত যুবক যুবতীদের পক্ষে নিজেদের সংযত করা কঠিন।

ছবি দুখানা একটা খামে ভরে ড্রয়ারে তুলে রাখতে রাখতে রিচার্ড বলল, হেনরি তুমি ত সব শুনলে। মেরিকে কয়েকটা প্রশ্নও করলে, কেসটা যদি তোমাকে দেওয়া হয় তাহলে তুমি কিভাবে কাজ করবে, কিছু ভাবছ ?

হ্যাঁ ভাবছি। আমার পরামর্শ যে, কথামতো মেরি সেই কোরি-য়ানের সঙ্গে কাল দেখা করে বলুক যে লিস্টখানা সে কমপ্লিট করতে

পারে নি কারণ দিল্লী থেকে হঠাৎ তার স্বামী এসে গেছে। তাকে নিয়ে দু'দিন একটু ব্যস্ত আছে, অফিস যেতে পারে নি।

বেশ বললে, হঠাৎ মেরির স্বামীকে কোথায় পাব?

মেরির আপত্তি না থাকলে আমি মেরির স্বামী পিটারের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারি। মেরি তোমার আপত্তি আছে?

আপত্তি কিসের? যা করে ফেলেছি তারপর আমি আর কি করে আপত্তি করব, তবে মিঃ পিয়ার্স তুমি যেন কোনো অ্যাডভানটেজ নেবার চেষ্টা কোরো না।

বাধা দিয়ে রিচার্ড নরিস বলল, মেরি তুমি বরঞ্চ নিজেকে সাবধানে রেখো, যাকগে হেনরি তুমি কাজে লেগে যাও, তুমি পাঁচশ ডলার চেয়েছিলে না? সেটাও আমাদের ক্যাশ থেকে নিয়ে নাও প্লাস এই কাজটার জন্যে আপাততঃ আরও পাঁচশ ডলার কাছে রাখ, আমি ক্যাশে তোমার ভাউচার পাঠিয়ে দিচ্ছি।

যে ফ্ল্যাট বাড়িতে মেরি বাস করে সেখানা তার অফিস থেকে কাছে এবং বেশ বড় বাড়ি। অনেক ফ্ল্যাট আছে, অনেক রকম ভাড়াটে যেমন চাইনিজ, ফিলিপিনো, কোরিয়ান, ইণ্ডিয়ান, এশিয়ান, ইউরোপিয়ান ও অ্যামেরিকান, জাপানীও কয়েক ঘর আছে।

পরদিন নির্ধারিত সময়ে হেনরি মেরির ফ্ল্যাটে হাজির। মেরি দরজা খুলে দিল, হেনরি ভেতরে গিয়ে বসল। হেনরি সঙ্গে একটা প্যাকেট এনেছে। মেরি ভাবে তার জন্যে হেনরি বুঝি একটা উপহার এনেছে কিন্তু তা নয়!

হেনরি বলল, বেশি সময় নেই। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিতে হবে।

আমি তৈরি আছি, খালি ওপরে একটা কোট চাপিয়ে নোব।

না, একটু বাকি আছে।

কথা বলতে বলতে হেনরি প্যাকেট খুলে একটা ব্রেসিয়ার বার করল। পুরুষের হাতে মেয়েলি বক্ষাবরণ দেখে মেরি মনে মনে বিরক্ত হল।

হেনরি বলল, মেরি তোমাকে এখন এই ব্রেসিয়ারটা পরতে হবে।

কেন? আমি ত ব্রেসিয়ার পরেই আছি তাছাড়া আমি প্যাডেড ব্রা পরি না, আমার সাইজ ছত্রিশ।

আরে না না, এটা প্যাডেড ব্রা নয়। এর একটা বিশেষত্ব আছে, এর একটা কাপে একটা ট্রান্সমিটার আর অপর একটা কাপে ব্যাটারি লুকনো আছে আর সামনে এই দেখ, এই ফুলটার মধ্যে মাইক লুকনো আছে।

ও, মিনিয়েচার ট্রান্সমিটার? কিন্তু দেখ ওটা পরলে আমার ব্রেস্ট বিরাট বড় দেখাবে, কি বিশ্রী, ওটা পরব কেন?

পরে দেখ, বড় দেখাবে না তাছাড়া আমার নিশ্চয় কোনো মতলব আছে। তুমি ত সেই কোরিয়ান-এর সঙ্গে কথা বলবে, হয়ত ঘুরে বেড়াবে, যদি কোনো বিপদে পড় তুমি এই সুইচটা টিপে কথা বললেই আমি টের পাব কারণ আমার কাছে পকেটে রিসিভার আছে, লোকটা এলেই তুমি নিজের বুকে হাত দেবার ছল করে সুইচটা টিপে দেবে।

তার মানে তোমরা আমাকে বিশ্বাস করছ না। আমার ওপর স্পাইং করতে চাইছ? কিন্তু আমি ত তোমাদের কাছে কিছুই লুকোই নি।

হেনরি বলল, যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর? তুমি বুঝছ না মেরি তুমি খুব শক্ত লোকের পাল্লায় পড়েছ। রাশিয়ান কে জি বি সম্বন্ধে তোমার কোনো ধারণা নেই। ওরা তোমাকে খুন পর্যন্ত করতে পারে।

কিন্তু হেনরি লোকটা ত আমার সঙ্গে জাপানী ভাষায় কথা বলে, তুমি ত বুঝতে পারবে না।

তা পারব না ঠিকই কিন্তু তুমি যদি কোনো বিপদে পড় সেটা ত জানতে পারব।

ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ তখন এটাই পরছি।

হেনরির হাত থেকে ব্রেসিয়ারটা নিয়ে মেরি তার বেডরুমে ঢুকল এবং একটু পরে যখন বেরিয়ে এল তখন পরণে শুধু স্কার্ট ও বুকে সেই ব্রেসিয়ার। ব্রেসিয়ারের দুই প্রান্ত পিঠের দিকে এক হাত দিয়ে ধরে আছে। হেনরিকে বলল ঃ

আমি এটা ঠিক লাগাতে পারছি না।

হেনরি হুকটা লাগিয়ে বলল ঃ বুঝলে মেরি, তোমাকে ভয় দেখানো আমার মতলব নয়। ওরা খুব নিষ্ঠুর। আমাকে তোমায় পুরো বিশ্বাস করতে হবে। তোমার ত এতক্ষণ জেলে থাকবার কথা, তোমাকে বাঁচাবার জন্যেই আমি একটা পথ বার করেছি।

ব্রেসিয়ারের কাঁধের স্ট্র্যাপ ঠিক করে বসিয়ে এবং টেনেটুনে বুকের শেপ সুগোল করে আবার বেডরুমে ফিরে গেল। একটু পরে কোট গায়ে দিয়ে রেডি হয়ে বেরিয়ে এল। কোটের বোতাম লাগাতে লাগাতে হেনরিকে বলল ঃ

মশাই আমার স্বামীর ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্যে কতটা এগোবেন ?

হেনরি বলল, আমাকে কিন্তু এখন থেকে তোমার ফ্ল্যাটে থাকতে হবে তবে স্বামীর ভূমিকায় অভিনয় আমি এই ফ্ল্যাটের বাইরেই করব, ফ্ল্যাটের ভেতরে নয় এবং তুমিও তাই করবে নিশ্চয়, বাইরে কেউ যেন ধরতে না পারে যে তুমি আমার স্ত্রী নও।

মেরি কোনো জবাব দিল না।

হেনরি পকেট থেকে একখানা পাসপোর্ট বার করে মেরিকে দেখিয়ে বলল, এই দেখ আমরা সত্যিই স্বামী-স্ত্রী অন্ততঃ এই পাসপোর্ট তাই বলে। তোমার স্বামী পিটার কুকের নামে পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ইনসিওরেন্স প্রিমিয়ামের রসিদ এবং

আরও কিছু কাগজপত্র আমার পকেটে আছে, সবই পিটার কুকের নামে।

তাহলে ত তোমাকে আমি আর হেনরি বলে ডাকতে পারব না, পিটার বলে ডাকতে হবে তবে পিটারকে আমি পিট বলে ডাকি।

তাই ডেকো কিন্তু খবরদার হেনরি কখনই নয়।

দরজা বন্ধ করে ওরা দু'জনে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এল। হেনরিকে একখানা বিউইক গাড়ি দেওয়া হয়েছে। গাড়িটা এখন রয়েছে কে-অ্যাভিনিউতে। ওরা একটু হেঁটে কে-অ্যাভিনিউতে গিয়ে গাড়িতে উঠল।

গাড়িতে বসে হেনরি বলল, এবারে আমাদের মিনি ট্রান্সমিটারটা একবার পরীক্ষা করে নেওয়া যাক। হিয়ারিং-এড-এর বাক্সর মতো একটা চ্যাপ্টা বাক্স হেনরির পকেটে ছিল। সেই বাক্স থেকে ও তার-যুক্ত একটা প্লাগ বার করে একটা কানে গুঁজে মেরিকে বলল :

তুমি স্যুইচটা টিপে কিছু কথা বল ত

স্যুইচটা লুকনো আছে একটা প্রজাপতির মতো ব্রুচের মধ্যে। ব্রুচটা শুধু একবার টিপে দিতে হবে। কথা শেষ হলে আবার ব্রুচ টিপে দিলে কিছু শোনা যাবে না। ট্রান্সমিটারটা এতই সুক্ষ যে ব্রুচের ওপর জোরে ফুঁ দিলেও ট্রান্সমিটার চালু হবে।

মেরি স্যুইচ টিপে খুব আস্তে বলল, এখন কোথায় যাবে পিট, আমাকে একটা গোলাপ ফুল কিনে দেবে।

বাঃ চমৎকার, ঠিক আছে, স্যুইচ বন্ধ কর, চল এবার যাওয়া যাক, তুমি রাস্তা চেন ত? আমার কাছে অবিশ্যি টোকিয়োর একটা খুব ভাল ম্যাপ আছে।

মোটামুটি চিনি, চল তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি, এখন ত মিকাডো প্যালেস পর্যন্ত সোজা চল, তারপর ডান দিকে বেঁকবে।

রাস্তায় এখন গাড়ির ভিড় নেই। তবুও হেনরি সতর্ক ভাবে গাড়ি

চালাচ্ছে কারণ তার মতে জাপানীদের তুল্য এমন বেপরোয়াভাবে আর কেউ গাড়ি চালায় না।

নীরবতা ভঙ্গ করে হেনরি বলল : মেরি তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব, যে হোটেলে তোমাকে ওরা নিয়ে যেয়ে ছবি তুলেছিল সেই হোটেলের ঠিকানা তুমি জান ত? কারণ হোটেলে ঢোকবার সময় তোমার জ্ঞান না থাকলেও সকালে হোটেল থেকে বেরিয়ে এসেছিলে ত?

না পিটার বলতে পারব না, কারণ সেই পাড়ায় আমি কখনও যাইনি তারপর তখন আমার যা মনের অবস্থা, তখন কোনো রকমে ফ্রকটা মাথা দিয়ে গলিয়ে নিয়ে আমি পালাতে ব্যস্ত, হোটেলের বাইরে এসেই ট্যাকসিতে উঠে পড়েছিলুম, হোটেলের নামটাও লক্ষ্য করি নি, এইটুকু মনে আছে যে হোটেল থেকে আমার বাড়ি পৌঁছতে মিনিট পঁচিশ লেগেছিল।

লোকটার নাম বা বর্ণনা দিতে পার নিশ্চয়

ঠিক মনে পড়ছে না নাম বোধ হয় বব, বর্ণনা দিতে পারি কারণ সকালে ত দেখলুম আমার পাশে সোজা উলঙ্গ হয়ে শুয়ে আছে। ভাবলেও গা রি রি করে, বয়স প্রায় চল্লিশ হবে, বোধ হয়, অ্যামেরিকান সোলজার, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, মোটা ভুরু, নীল চোখ, পুরু ঠোঁট, ছ'ফুটের ওপর লম্বা হবে, চৌকো মুখ, দেখতে মোটে ভাল নয়, ক্লাবে ড্রিংকের সঙ্গে কিছু মিশিয়ে দিয়েছিল নিশ্চয়, নইলে আমি বেহুঁশ হব কি করে?

হেনরি আর কিছু বলল না। গাড়ি যাচ্ছে। হিবিয়া পার্ক পার হল, পার হল ইমপিরিয়াল হোটেল। আলো ঝলমল গিনজা এল। চোখ ধাঁধিয়ে যায়। একসময়ে ওরা কিওবাসি স্টেশনে এসে গাড়ি থামাল।

মেরি নিজেকে খুব নারভাস মনে করছে। হেনরি বলল, তোমার ভয়ের কিছু নেই, কোনো ক্ষতি ওরা করবে না, তাহলে ওদের সংবাদ সংগ্রহের সূত্র ছিঁড়ে যাবে, লিস্ট চাইলে স্রেফ বলবে…

মনে আছে, বলব হঠাৎ পিটার এসে গেল, অফিস যাই নি, কাল লিস্ট দেব।

বেশ, তুমি এখন সাবওয়েতে ওঠগে যাও, আমিও চললুম আসাকুসা স্টেশনে। আমি তোমাদের ফলো করব, মাইক্রোফোনের রেঞ্জের মধ্যেই থাকব। তোমরা ত আর-অ্যাভিনিউ দিয়ে হাঁটবে, যদি বাঁ দিকে ঘোরো তাহলে একবার কাশবে আর ডান দিকে ঘুরলে দু'বার কাশবে, কোনো বাড়িতে ঢুকলে তিনবার কাশবে। মনে থাকবে ত ?

হেনরি গাড়ির দরজা খুলে দিল। মেরি নামবার আগে হঠাৎ হেনরির ওষ্ঠে চুম্বন করল। গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল :

কে জানে কোথায় কে দাঁড়িয়ে আমার ওপর নজর রাখছে তাই তোমাকে কিস করলুম, তুমি ত এখন থেকে আমার বর গো !

গাড়ি থেকে নেমে মেরি সাবওয়ে স্টেশনের দিকে চলে গেল, আর পিছন ফিরে দেখল না। কিন্তু মেরি যেন ভয় পাচ্ছে, সে কি আরও কিছু লুকোচ্ছে ? হেনরি ভাবতে ভাবতে আসাকুসা স্টেশনের দিকে গাড়ি ছেড়ে দিল।

শেষ সাবওয়ে স্টেশন আসাকুসা। তার পাশে যে আর একটা স্টেশন আছে তা হেনরির জানা ছিল না। আসাকুসা স্টেশনে পৌঁছে হেনরির মাথায় দুশ্চিন্তা ঢুকল। মেরিকে যদি ওরা পাশের স্টেশনে অন্য ট্রেনে তুলে অন্য কোথাও নিয়ে যায় ?

কিওবাসি থেকে ট্রেন এসে পৌঁছয় নি। ট্রেন আসুক, মেরি নামে কি না দেখা যাক, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হবে। হেনরি যেখানে তার গাড়ি দাঁড় করিয়েছে তার পাশে একটা নামহীন রাস্তা চলে গেছে ওজুমা ব্রিজের দিকে।

হেনরি গাড়িতে চুপ করে বসে রইল। স্টেশন ও গেট স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হেনরির পকেটে রেডিও রিসিভার রয়েছে তা থেকে ইয়ার

প্লাগটা বার করে নিয়ে কানে লাগিয়ে সে জাপান টাইমসের সান্ধ্য সংস্করণ পড়তে লাগল। মেরি স্টেশনে পৌঁছে যখন গেটের দিকে আসবে তখন সে যদি তার মিনি ট্রান্সমিটার চালু করতে ভুলে না যায় তাহলে তার কথা, নিঃশ্বাস ও পায়ের শব্দ শোনা যাবে।

হেনরি ভাবছে, মেরি যাদের খপ্পরে পড়েছে তারা নিশ্চয় কে জি বি, তা নাও যদি হয় তাহলেও তারা বেশ শক্তিশালী এবং ধূর্ত। মেরিকে কব্জা করবার জন্যে তারা কি চালাকিটাই না করেছে! তাদের উদ্দেশ্য জাপানে অ্যামেরিকার মিলিটারি খবর ও চরচক্র কি করছে তা জানা। এ উদ্দেশ্য একমাত্র রাশিয়ার কে জি বি ছাড়া আর কার থাকতে পারে?

হেনরি জাপানে এসেছিল ছুটি কাটাতে এবং এই কাজটার সে ভার নিত না কিন্তু ফেঁসে গেল মেরিকে দেখে। দারুণ চেহারা। মেরির সেই দু'খানা ছবি দেখে তার মাথা খারাপ হয়ে আছে।

তার গাড়ির পাশ দিয়ে একজন মানুষ দু'বার হেঁটে গেল না? মেরি এখনও আসছে না কেন? আসাকুসা পৌঁছবার আগেই কি ট্রেন পৌঁছে গিয়েছিল নাকি? তাহলেই ত সর্বনাশ!

এদিকে ট্রেন স্টেশনে পৌঁছে গেছে। মিনিট দুই পরে হেনরির ইয়ার প্লাগ সরব হয়ে উঠল। যন্ত্রটা দারুণ পাওয়ার ফুল। পায়ের শব্দ, হাসি, জাপানি ভাষায় দু' একটা টুকরো কথা শোনা যেতে লাগল।

হেনরি তার গাড়ির রিয়ার-ভিউ মিররটা এমনভাবে বসিয়ে দিল যে তাকে আর ঘাড় বেঁকিয়ে কিছু দেখতে হবে না।

স্টেশনের গেট দিয়ে লোকজন বেরিয়ে আসছে। আলো কম। কারও মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। তবুও মেরিকে চেনা গেল, কয়েক জনের সঙ্গে সে বেরিয়ে এল।

স্টেশন থেকে মেরি বেরিয়ে আর-অ্যাভিনিউ ধরে হাঁটতে লাগল।

হেনরি কানে মেরির হাঁটার শব্দ শুনছে। দু'শো শব্দ শুনে সে গাড়ি থেকে নেমে হাঁটতে আরম্ভ করল।

একটা সিগারেটের স্টল থেকে হাসিমুখে একজন ছোকরা হেনরির কাছে এগিয়ে এসে বলল, আসুন স্যার আমার সঙ্গে, এমন ফুর্তি আর এমন সুন্দরী আর কোথাও পাবেন না...

হেনরি তাকে ভাগিয়ে দিল, এখন নয়, আর একটু রাত্রি হোক।

রাস্তা নির্জন। ঠাণ্ডা হাওয়া। মেরির পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, খুট খুট খুট। অভ্যাসমতো হেনরি নিজের বাঁ দিকের পাঁজর টিপে ধরল। রিভলভারটা সঙ্গে আনে নি। দরকার কি? সঙ্গে রিভলভার রাখা বর্তমানে জাপানে নিরাপদ নয়। অনেক মার্কিন সৈনিক মিলিটারি থেকে পালিয়ে এসে শহরে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেছে। মার্কিন টুরিস্ট দেখলে অ্যামেরিকান মিলিটারি পুলিস তাদের সার্চ করে। সঙ্গে রিভলভার থাকলে থানায় নিয়ে যেয়ে আটকে রাখে। অনেক ঝামেলা পোয়াতে হয়।

হেনরি হাঁটছে। পাশে নদী। নদীর ধারে গাছের সারি। মেরিকে আবছা অন্ধকারে আর দেখা যাচ্ছে না কিন্তু পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। মেরির সঙ্গে দূরত্ব কমিয়ে আনবার জন্যে হেনরি জোরে হাঁটতে লাগল।

ইয়ার প্লাগ হঠাৎ নীরব হয়ে গেল। মেরির পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে না। দাঁড়িয়ে পড়ল নাকি? বোধ হয় তাই। জাপানী ভাষায় পুরুষ কণ্ঠ শোনা গেল। মেরি উত্তর দিল জাপানীতে। এইরকম কথা হতে হতে ইয়ারপ্লাগ আচমকা একেবারেই নিস্তব্ধ হয়ে গেল যাকে বলে ডেড। কি হল?

মেরির ট্রান্সমিটার কি খারাপ হয়ে গেল? নাকি সে ওটা বন্ধ করে দিয়েছে? হেনরি নিজের যন্ত্রটা এখানে ওখানে টেপাটেপি করল। কোন সাড়া শব্দ নেই। মেরির সঙ্গে তার সংযোগ বিচ্ছিন্ন।

হেনরি ভাবনায় পড়ল। এখন সে কি করবে? এগিয়ে যেয়ে দেখা যাক।

হেনরি জোরে হাঁটতে লাগল কিন্তু বাধা। একজন মোটা জাপানী আবার তার পথরোধ করে বলল: ভেরি সেকসি গার্ল স্যার…। 'ড্যাম ইওর সেকসি ফকসি' বলে হাত দিয়ে ঠেলে তাকে সরিয়ে দিয়ে হেনরি আরও জোরে হাঁটতে লাগল।

ঐ ত মেরি যাচ্ছে না? ঐ যে গাছের সারির মধ্য দিয়ে? হেনরি গাছের আড়াল দিয়ে তাকে অনুসরণ করতে লাগল। মেরি দাঁড়িয়েছে, ছিপছিপে লম্বা একজনের সঙ্গে কথা বলছে। গায়ে ঘোর বাদামী রঙের পোশাক। মেরী যেন বেশ জোরে কথা বলছে, হাত নাড়ছে কিন্তু লোকটা যেন মেরির কথা শুনেও শুনছে না।

মেরি হঠাৎ উলটো পথে অর্থাৎ যেদিকে হেনরি দাঁড়িয়ে আছে সেইদিকে হাঁটতে লাগল। বেশ জোরে হেঁটে সে হেনরির তিরিশ ফুট দূর দিয়ে চলে গেল।

হেনরি বুঝল মেরি আসাকুসা স্টেশনে যাবে এবং সেখান থেকে বাড়ি ফিরবে। লোকটা হাঁটতে আরম্ভ করেছে। দেখা যাক ও কোথায় যায়। লোকটা কোরিয়ান, জাপানী নয়, হাঁটছে না ত যেন মার্চ করছে, বোধহয় আর্মিতে ছিল।

লোকটা একবারও পিছন ফিরে দেখল না মেরি কোন দিকে গেল। সে নিজের খেয়ালে হাঁটতে হাঁটতে একটা পানশালায় ঢুকল। পানশালাটা জাপানী হলেও অ্যামেরিকানদের আকর্ষণ করবার জন্য সেই কায়দায় সাজানো এবং ভেতরে জাজ সঙ্গীত বাজছে।

বার তখন প্রায় ফাঁকা। জাপানী কিমনো ও মাথায় চুড়ো করে খোঁপা বাঁধা কয়েকজন বারমেড রয়েছে। সেই কোরিয়ান বারে গিয়ে একটা টুলে বসে ড্রিঙ্কের অর্ডার দিল। হেনরি বারে গেল না। সে একটা নকল গাছের আড়ালে একটা একানে টেবিলে বসে ব্র্যাণ্ডি মেশানো আইসক্রীম সোডার অর্ডার দিল।

কোরিয়ানের ওঠবার নাম নেই। সে কি সন্দেহ করেছে যে তাকে কেউ অনুসরণ করছে? মেরির কথা চিন্তা করতে করতে হেনরি তার গেলাসে চুমুক দিতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত সেই কোরিয়ান উঠল। হেনরিও উঠল। কোরিয়ান পানশালার বাইরে এসে হাঁটতে লাগল, বুক চিতিয়ে সোজা হয়ে লেফট রাইট করতে করতে।

হাঁটতে হাঁটতে লোকটা এসে পৌঁছল ইয়োশিওয়ারা পাড়ায়। টোকিয়োর বিখ্যাত রেড লাইট ডিস্ট্রিক্ট, বারবণিতাদের পাড়া। কোরিয়ানটা এ পাড়ায় কি করবে?

দু'এক পা যেতে না যেতে একপাল দালাল হেনরিকে ছেঁকে ধরল। একজন খাস অ্যামেরিকান এসেছে! ওদেরই মধ্যে একজনকে হেনরি বেছে নিল। তাকে বলল, আগে আমাকে পাড়াটা একটু ঘুরিয়ে দেখাও তারপর না হয় কোনো মেয়ের বাড়ি যাওয়া যাবে।

পাড়াটা যেন একটা বিরাট সিনেমার স্টুডিও, মাঝে মাঝে সাজানো সেট, এখনি বুঝি শুটিং আরম্ভ হবে। দু'পাশে নিচু নিচু কাঠের বাড়ি। বাড়ির সামনে চমৎকার কিমনো পরে জাপানী সুন্দরীরা দাঁড়িয়ে আছে। মাথার ওপর রঙিন লণ্ঠন জ্বলছে, কোনোটা লাল, কোনোটা নীল, সবুজ বা হলদে। মেয়েরা কিন্তু কোন পুরুষকে ডাকাডাকি করছে না, ইসারাও করছে না।

সেই কোরিয়ানের দিকে কিন্তু হেনরি নজর রেখেছে। সে একটা সরু গলিতে ঢুকল তারপর একটা বাড়িতে। দালাল ছোকরাকে কিছু না বলে হেনরিও সেই বাড়িতে ঢুকল।

দালাল ছোকরার ভীষণ আপত্তি। এই বাড়িতে কেন? ছোকরা বুঝি এই বাড়ির দালাল নয়। হেনরি তার হাতে দু'শো ইয়েনের নোট গুঁজে দিতেই সে চুপ করে গেল তবে সে হেনরির সঙ্গে ওই বাড়িতে ঢুকল না। হেনরি একাই বাড়িতে ঢুকল।

একজন আধাবয়সী রমণী তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বিনীতভাবে

হেনরিকে জুতো খুলতে অনুরোধ করে একজোড়া পরিষ্কার স্যাণ্ডাল এগিয়ে দিল।

রমণীর পাশে একজন যুবক দাঁড়িয়ে ছিল। সে হেনরিকে ভেতরে যেতে বলল। যে ঘরে নিয়ে গেল সেই ঘরে কোনো আসবাব নেই, মেঝেতে নকশাকাটা একটা মাদুর পাতা আছে। হেনরির যোগব্যায়াম করা অভ্যাস ছিল তাই সে পদ্মাসন হয়ে বসল।

সেই যুবক হেনরির সঙ্গে গল্প আরম্ভ করল, আসন্ন চেরি ফুল উৎসব সম্বন্ধে। একজন যুবতী হেনরিকে চা দিয়ে গেল। একটু পরে ফোটা ফুলের মতো দু'জন সুন্দরী যুবতী এল, দুজনেরই পরনে অপূর্ব কিমনো। তারা হাসি মুখে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে হেনরীর সঙ্গে আলাপ করতে লাগল। হেনরি বলল আপাততঃ মেয়ের জন্যে তার আগ্রহ নেই। যুবতী দু'জন ভাবল তাদের বুঝি পছন্দ হয় নি তাই তারা ফিরে যেয়ে অন্য দু'জনকে পাঠিয়ে দিল।

হেনরি তাদেরও বাতিল করে দিয়ে যুবককে বলল, এখানে তার একজন কোরিয়ান বন্ধু আসবার কথা ছিল, পরনে ঘোর বাদামী রঙের স্যুট, বেশ লম্বা, ছিপছিপে, স্মার্ট, আমি আসবার কিছু আগে এসেছে...

কি নাম? যুবক জিজ্ঞাসা করল।

এই মাটি করেছে, হেনরি ত তার নাম জানে না তাই বলল, আরে ভাই তার নাম তো জানি না, আজই কিছুক্ষণ আগে আর এক বন্ধুর বাড়িতে তার সঙ্গে পরিচয়, সে আমাকে এই বাড়ির ঠিকানা দিয়ে এখানে আসতে বলেছিল।

বুঝেছি, সাহেব তুমি আমার সঙ্গে এস।

একটা লম্বা করিডর দিয়ে যুবক চলল, হেনরি তাকে অনুসরণ করে চলল। খানিকটা হাঁটবার পর একটা দরজা। ওধারে বাগান, তারপর একটা বাড়ি। বাড়িটা অন্ধকার। দরজা পার হয়ে যুবক এগিয়ে চলল। হেনরি ভাবল বাগান পার হয়ে ঐ বাড়িতে যেতে হবে বোধহয়।

হেনরিও দরজা পার হয়ে বাগানে পা দিতে না দিতেই পিছন থেকে তার মাথায় কেউ আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান। হেনরি টলতে টলতে মাটিতে পড়ে গেল।

জ্ঞান এক সময়ে ফিরে এল। আস্তে আস্তে সব মনে পড়ল। মাথায় খুব ব্যথা। সে একটা খাটে শুয়ে আছে কিন্তু তার পরনে কিছুই নেই, উলঙ্গ হয়েই সে শুয়ে আছে। কেউ তার দেহ থেকে জামা প্যান্ট সব কিছু এমন কি পায়ের মোজাও খুলে নিয়ে গেছে।

ঘর অন্ধকার। জানালা নেই কিংবা বন্ধ। আস্তে আস্তে খাট থেকে নেমে দাঁড়াল। দেওয়াল হাতড়ে সুইচ খুঁজে বার করতে হবে। দু'পা এগোতেই একটা চেয়ারে ধাক্কা লাগল। চেয়ারটা উলটে পড়ল, শব্দ হল কিন্তু কেউ ছুটে এল না।

কাঠের মেঝে। চলবার সময় বেশ আওয়াজ হচ্ছে। দেওয়ালে হাত পেল। তারপর দেওয়াল হাতড়ে হাতড়ে অন্য এক দেওয়ালে সুইচ পাওয়া গেল। সুইচ টিপল, ঘর আলোকিত হল।

হেনরি দেখল যে চেয়ারটা উলটে পড়ে গেছে সেই চেয়ারটাতেই তার প্যান্ট সার্ট আণ্ডারওয়ার টাই মোজা সব কিছু ভাঁজ করেই রাখা রয়েছে। জুতোজোড়াও রয়েছে, নেই শুধু তার ঘড়ি, ওয়ালেট আর সেই রেডিও রিসিভারটা।

আগে পোশাকগুলো পরে নিল। জানালা খুলল। সকাল হয়ে গেছে। বিছানাটা ভালই ছিল তাই ঘুমোতে পেরেছে।

চেয়ারে বসে যখন জুতোর ফিতে বাঁধছে তখন কালকের সেই আধাবয়সী রমণী দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে বলল, ওকি তুমি চলে যাচ্ছ নাকি? থেকে যাও, আমি একটি মেয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে তোমার দেহ ম্যাসাজ করে তোমাকে স্নান করিয়ে দেবে তারপর ব্রেকফাস্ট খেয়ে তুমি যাবে।

না না আমাকে এখনি যেতে হবে, আচ্ছা আমি কি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম?

হ্যাঁ তুমি ত বাগানে পড়েছিলে, তোমার জামা প্যান্ট এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়েছিল। আমার লোকেরা তোমাকে তুলে এনে এই ঘরে শুইয়ে দিয়েছিল।

আমার ঘড়ি আর ওয়ালেট কোথায় জান?

আমি তুলে রেখেছিলুম এই নাও।

ওয়ালেট হাতে নিয়ে হেনরি দেখল সব ঠিক আছে। রেডিও রিসিভারের কথা জিজ্ঞাসা করল না। হেনরি অনুমান করল যে সেই কোরিয়ান-তাকে পিছন থেকে আঘাত করে অজ্ঞান করে দিয়ে তাকে উলঙ্গ করে সার্চ করেছে। সেই লোকটাই তার রেডিও রিসিভারটা নিয়ে গেছে। যে যুবক তাকে পথ দেখিয়ে আনছিল তার সঙ্গে নিশ্চয় কোরিয়ানের যোগসাজস আছে।

হেনরি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমাকে কি দিতে হবে?

এক পয়সাও নয় তবে তুমি আজ রাতে আবার এস, তোমাকে খুব সুন্দরী একটি মেয়ে দোব, অনেক কষ্ট পেয়েছ।

হেনরি আর কথা বাড়াল না। ঐ পাড়া থেকে এসে একটা সেলুনে ঢুকে আগে দাড়ি কামিয়ে নিল। চুল আঁচড়ে ফিটফাট হয়ে একটা রেস্তরাঁয় ঢুকে ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিল। খুব ক্ষিদে পেয়েছিল ত! তারপর এল মেরির ফ্ল্যাটে।

মেরি বোধহয় একটু আগে ঘুম থেকে উঠেছে, তখনও তার পরনে স্বচ্ছ নাইটি। দরজা খুলে সামনে হেনরিকে দেখে বলল

বাঁচালে বাবা, যা ভাবনা হচ্ছিল। রাত্রি তিনটে পর্যন্ত জেগে। ভেতরে এস।

হেনরি ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। মেরি দরজা বন্ধ করে তার সামনে এসে দাঁড়াল। তার স্বচ্ছ নাইটি ভেদ করে তার দেহসৌষ্ঠব স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। হেনরি কাঙালের মতো সেই দিকে চেয়ে রইল।

মেরি হেসে বলল, হাঁ করে কি দেখছ। মেয়েমানুষ দেখনি নাকি?

দেখেছি, অনেক দেখেছি। তোমার মতো দেখি নি। যাকগে, কাল তোমার মাইক্রোফোন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল কেন?

সে আর বোলো না। লোকটা আমার বুকের দিকে চেয়ে দেখছিল। ক্রুচটা দেখে তার বোধহয় সন্দেহ হয়েছিল। সে হঠাৎ ক্রুচটা ধরে টান মারতেই সব কিছু বেরিয়ে এল। সেগুলো নিজের পকেটে ভরতে ভরতে বলল, আমাকে বোকা পেয়েছ নয়? লিস্ট এনেছ?

আমি তোমার শেখানো মতো বললুম, আমার স্বামী হঠাৎ এসেছে, অফিস যাই নি ইত্যাদি। লোকটা বলল আমার কথা সত্যি কি না সে খোঁজ নেবে। যদি মিথ্যে হয় তাহলে সে ব্যবস্থা করবে। আর কিছু না বলে লোকটা চলে গেল।

হেনরি বলল, আমার যন্ত্রটাও গেছে বলে সে তার অভিজ্ঞতার কথা বলল কিন্তু যা ঘটেছিল সেটা সঠিক বলল না, কিছু গোপন রাখল।

মেরি বলল, একটু বোসো। কফি করে আনি, ঘুমের ঘোর এখনও কাটেনি। একটু পরে মেরি কফি করে আনল। দুজনে সিগারেট ধরাল। হেনরি বলল

তোমার ঐ লোকটা জাপানী নয়, কোরিয়ান, ওর সঙ্গে তোমার প্রথম কোথায় আলাপ হল?

আলাপ ত হয়েছিল আমাদের অ্যামেরিকান ক্লাবে। সেইখানেই আমাকে মদ খাইয়ে বেহুঁশ করে তুলে নিয়ে গিয়েছিল কিন্তু তার আগে ওকে আমি শিবুকি ক্লাবে দেখেছিলুম। আমরা কয়েকজন ঐ ক্লাবের বিখ্যাত আমাকুচি মদ আর হিরোশিমা অয়স্টার খেতে গিয়েছিলুম। সেইখানে দেখি ঐ লোকটা একটা ঢলঢলে ছুঁড়ির সঙ্গে হেসে হেসে খুব কথা বলছে।

শিবুকি ক্লাবটা কোথায়?

শিবা পার্কের সামনে। আসলে ওটা নাইটক্লাব. গ্যাংটো

মেয়েরা নাচে, মাদাম চেরি ক্লাবটা চালায়, ক্লাবের ছুঁড়িগুলো বেশ নজর ধরা, মাদাম চেরি ছুঁড়িগুলো হোক্কাইডো আর নিগাতা থেকে আমদানি করে।

তাহলে ত ওখানে যেতে হয়, আজই যাওয়া যাবে।

যেই মেয়ের নাম শুনেছ অমনি ছোঁক ছোঁক কিন্তু মশাই আজ ত ক্লাব পাবলিকের জন্যে বন্ধ। লকহিড কম্পানি আজ ক্লাব রিজার্ভ করেছে, নিপ্পন এয়ারলাইনসকে ওরা কয়েকটা জেট প্লেন গছাতে চায় তাই একটা বড় পার্টি দেবে।

বেশ বুঝলুম। লাঞ্চের সময় প্রায় হয়ে এল, আগে স্নান করে এস তারপর আমি। তোমার 'স্বামী' টোকিয়ো এসেছে, তাকে নিয়ে লাঞ্চে চল, তারপর একটু বেড়াব, সিনেমায় যাব।

মেরির একটা হাত তুলে নিয়ে হেনরি চুক চুক করে চুমো খেতে লাগল। মেরি বাধা দিল না। হেনরি আরও সাহসী হল, তখন সে মেরির ঘাড়ে চুমো খেতে লাগল। মেরির শুড়শুড়ি লাগছে বাধা দিচ্ছে না। হেনরি আরও সাহসী হয়ে উঠল। মেরিকে সে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করতে লাগল। মেরির নাইটি খসে পড়ে গেল।

মেরি তখন দু'হাত দিয়ে হেনরিকে সরিয়ে দিয়ে বলল কি হচ্ছে, দিনের বেলায়? চারদিক খোলা রয়েছে না?

নাইটিটা তুলে নিয়ে হাসতে হাসতে বাথরুমে চলে গেল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল হাউসকোট পরে। চুল ঠিক করতে করতে বলল, আমার মনে হচ্ছে তুমি একটা অসাধারণ লোক, সিনেমার হিরো নয়ত পাইরেট।

কোনোটাই নই, স্রেফ একটা স্পাই, আমি স্নান করে আসি, তুমি ততক্ষণে ড্রেস করে নাও।

হেনরি আর মেরি সেদিন অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরল। বাইরে খেয়ে এসেছিল। এখন দু'জনে ড্রেস চেঞ্জ করে শোবার আয়োজন করতে

লাগল। মেরি শোবে তার বেডরুমে আর হেনরি শোবে বসবার ছোট ঘরখানায় একটা শোফায়।

হেনরি পরেছে পাজামা স্যুট আর মেরি পরেছে নাইটি। হেনরির শোবার ব্যবস্থা করতে করতে মেরি জিজ্ঞাসা করল : কিছু ড্রিংক করা যাক হেনরি, মার্টিনি কেমন হবে ?

তা মন্দ কি ? কিছুক্ষণ গল্প করাও যাবে

মেরি হঠাৎ স্ট্যাচু হয়ে গেল। ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে হেনরিকে চুপ করতে বলল তারপর দরজার দিকে আঙ্গুল দেখাল। বাইরে যেন কেউ দরজায় চাবি ঘোরাচ্ছে। হেনরি দরজার কাছে গেল। সাবধানে দরজায় কান ঠেকাল। ঠিক, কেউ ভুল চাবি ঘোরাচ্ছে বোধ হয়। অন্য চাবি দিয়ে ডোর-লক খোলবার চেষ্টা করলে লক খারাপ হয়ে যেতে পারে। হেনরি তখন এক হাতে দরজা চেপে আস্তে আস্তে ছিটকিনি খুলল তারপর দরজাটা হঠাৎ খুলে দিল।

সামনেই এক জাপানী দম্পতি দাঁড়িয়ে। পুরুষটি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না, টলছে, খুব মদ খেয়েছে। সামনে অচেনা লোক দেখে কোমর বেঁকিয়ে কি যেন বলতে লাগল।

হেনরি জাপানী ভাষা বোঝে না। সে মেরিকে ডাকল। মেরি এগিয়ে এসে যেন চমকে উঠল।

আরে মিঃ ইয়াম ? কি হয়েছে ? কি চাই ?

জাপানী ইয়াম হতভম্ব। বেঁটে, মোটা, ছাঁটা ছাঁটা চুল, ক্ষুদে চোখে চকচকে চশমা। কোমর বার বার বেঁকিয়ে মেরিকে কি সব বলতে লাগল। মেরি বলল

আরে ইনি হলেন মিঃ ফু তাক ইয়াম, আমার ওপরের ফ্ল্যাটে থাকেন, ফ্ল্যাট ভুল করেছে, প্রথমে তোমাকে দেখেছে, ভেবেছিল বুঝি ফ্ল্যাটে চোর ঢুকেছে, দু'জনেই হেভি ড্রিংক করেছে। আমাকে দেখে ভুল বুঝতে পেরে বার বার ক্ষমা চাইছে।

হেনরি বলল, যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন স্বামীর সঙ্গে

পরিচয় করিয়ে দাও নইলে ইয়াম ভাববে তুমি পরপুরুষ নিয়ে রাত্রি কাটাও।

পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হল। কয়েকটা কথাও হল। ওরা ওপরে উঠল। হেন্‌রি ও মেরি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। মেরি ড্রিংক নিয়ে এল।

গেলাসে সবে চুমুক দিয়েছে এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। এতরাতে কে ফোন করছে? মেরি বিরক্ত হয়ে উঠে গিয়ে ফোন ধরল।

হ্যালো কে?

কোন সাড়া নেই অথচ মেরি বুঝতে পারছে ওধারে লোক আছে। মেরি আরও কয়েকবার হ্যালো হ্যালো করল। কোনো সাড়া নেই, কুট করে লাইন কেটে গেল।

মেরি ভয় পেয়েছে। ভয়ের কি আছে, হেনরি বুঝতে পারল না। মেরি বলল, কেউ বোধহয় জেনে 'নল এই ফ্ল্যাটে মানুষ আছে কিনা, কে জানে রাত্রে হামলা হবে কিনা।

ও সবে গুলি মার মেরি। আমি আছি তোমার কোনো ভয় নেই।

আরে তোমাকেই ত ভয়।

দু'জনেই হেসে উঠল।

শিবুকি ক্লাবে একবার যাওয়া দরকার, সেখানে সেই কোরিয়ান অথবা সেই নজর ধরা ছুঁড়ির দেখা পাওয়া দরকার। দেখা পাওয়া গেলে তখন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

অতএব একদিন রাত্রে হেনরি ও মেরি শিবুকি ক্লাবে এল। বাঁ দিকে বেশ বড় বার। মুল হল বা রেস্তরাঁ সুন্দর সাজান, শুধু বাঁশ দিয়ে যে এমন সুন্দর সাজানো যায় তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। কত রকম চন্দ্রমল্লিকা ফুল কত ভাবেই না সাজানো হয়েছে।

নাচবার জন্যে মাঝখানে ড্যান্স ফ্লোর। একধারে অর্কেস্ট্রা, অর্কেস্ট্রার পাশে একটি স্টেজ। স্টেজে নাচ ও গান হয়।

সব আসন ভর্তি। ফিরে যেতে হবে নাকি? হেডওয়েটার এসে ওদের একটা টেবল খুঁজে দিল। ওরা সোডা ও স্কচের অর্ডার দিল। অর্কেষ্ট্রায় জাপানী সুর বাজছে। একটি মেয়ে মৃদু স্বরে জাপানী গান গাইছে। একখানি রঙিন সারং তার পেলব দেহ আবৃত করেছে, পুরো দেহ নয়, উর্ধাঙ্গ প্রায় উন্মুক্ত।

হেনরি ফিসফিস করে বলল: তুমি সেই নজর-ধরা মেয়ে, সে নিশ্চয় কলগার্ল, তাকে খুঁজে দেখ।

এখন ত চোখে পড়ছে না তবে নাচের সময় চেষ্টা করতে হবে।

হেনরি ঘড়ি দেখে একসময়ে বলল বারোটা দশ, আব পঞ্চাশ মিনিট পরে ক্লাব বন্ধ হবে। আগেই ড্রিংক দিয়ে গিয়েছিল। স্টেজে সেই গায়িকাব গান শেষ হয়েছে। ধীব লয়ে নাচেব বাজনা আবম্ভ হল। অনেকে টেবল ছেড়ে উঠে জোড়ায় জোড়ায় নাচ আরম্ভ করল। হেনরি ও মেরি নাচছে। মেরি বলল

তোমার কথা কিছু বল। বিয়ে করেছ, কেমন দেখতে, কি নাম?

খুব সুন্দর দেখতে, নাম হল মেরি কুক।

ধেৎ। বল না বিয়ে করেছ?

না, বিয়ে করিনি কিন্তু তুমি যে বিয়ে কবে ফেলেছ ডার্লিং, বাড়াবাড়ি কোরো না, কোথায় গেল সেই ছুঁড়ি?

ওরা এলোমেলো কথা বলছে। গালে গাল ঠেকছে, বুকে বুক, উরুতে উরু। ভালই লাগছে।

পেয়েছি, মেরি বলল, ঐ যে সবুজ ইভনিং গাউনপরা মেয়েটা, সাদা পদ্মফুলের প্রিন্ট।

টাকওয়ালা একটা লোকের সঙ্গে যে নাচছে?

হ্যাঁ, ঐ মেয়েটা

ঠিক আছে, দাঁড়াও আমি দেখছি...

এরপর হেনরি যা করল তাতে রুচি ও ভদ্রতার পরিচয় পাওয়া যায় না। হেনরি মেরিকে নিয়ে নাচতে নাচতে সেই মেয়েটির কাছে

গিয়ে নাচতে নাচতে টাকওয়ালার পা সজোরে মাড়িয়ে দিল। তার পায়ে ছিল হালকা পাম্পশু। লোকটির পায়ে লাগল। যন্ত্রণায় সে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল। হেনরি সঙ্গে সঙ্গে জাপানী কায়দায় কোমর বাঁকিয়ে বিনীত স্বরে বার বার ক্ষমা চাইল।

টাকওয়ালা জাপানীটি বোধহয় ভীতু তার ওপর হেনরি হল অ্যামেরিকান। সে কিছু না বলে মেয়েটি এবং ড্যান্সফ্লোর ছেড়ে চলে গেল।

জাপানীটি চলে যেতেই হেনরি সেই মেয়েটিকে বলল, তুমি ইংরেজি জান?

মেয়েটি ঘাড় নাড়ল।

গুড, আমার নাম পিটার কুক আর এ আমার বোন মেরি, এসো না, তিনজনে বসে একটু আমাকুচি পান করা যাবে।

তাহলে এদিকে এস, খুব ভাল একটা টেবিল আছে।

মেরি বলল, হেনরি আমি বাড়ি যাই রে, একটু কাজ আছে, তুই বাড়ি ফিরতে দেরি করিস না।

গুড নাইট বলে হেনরির গালে চুমো খেয়ে মেরি চলে গেল। বাইরে তার গাড়ি আছে। সে একা যেতে পারবে।

ক্লাব থেকে বেরিয়ে গাড়ির দিকে দু'পা বাড়িয়েছে আর কোথা থেকে একটা বেহেড মাতাল টলতে টলতে এসে মেরিকে জড়িয়ে ধরেছে, একটা হাত মেরির জামার ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে তার বুক টিপে ধরে তাকে চুম্বন করার চেষ্টা করতে লাগল।

লোকটার গায়ে ও মুখে বিশ্রি গন্ধ! মেরির গা ঘিন ঘিন করছে। নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে, লোকটা বোধহয় তার জামা ছিঁড়ে দিয়েছে। এখানটায় আলো কম। আচমকা আক্রান্ত হয়ে মেরি এত ভয় পেয়েছে যে চিৎকার করতে পারছে না। লোকটা মেরিকে মাটিতে ফেলবার চেষ্টা করছে। এমন সময় কোথা থেকে তিনটে জাপানী ছুটে এসে সেই মাতালটাকে টেনে সরিয়ে দিল। মেরি বেঁচে

গেল, হাঁপাচ্ছে, ইভনিং গাউনের একটা স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেছে, ব্রেসিয়ারের হুকও ভেঙেছে বোধহয়। ক্লোকটা হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল, সেটা তুলে নিয়ে গায়ে চড়াল।

একজন জাপানী ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাবে লেডি?

আমার গাড়ি আছে।

চল তাহলে তোমাকে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি।

থ্যাংক ইউ, বলে মেরি তার গাড়ির কাছে এসে হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে চাবি বার করে গাড়ির দরজা খুলতে গেল। একজন জাপানী বলল

উঁহু ওখানে নয় পিছনের সিটে বোসো লেডি।

মেরি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল তার হাতে রিভলভার। মেরি বুঝল সে তপ্ত কড়া থেকে আগুনে পড়েছে। কথা বলে লাভ নেই।

চাবিটা দাও লেডি।

মেরি তার হাতে চাবি দিল। জাপানী দরজা খুলে দিল। মেরি বিনা প্রতিবাদে পিছনের সিটে বসল। দু'জন জাপানী তার দু'পাশে বসল। ড্রাইভারের সিটে একজন বসতে বসতে বলল, আমাদের সঙ্গে চুপচাপ চল, চেঁচামেচি করলেই মরবে।

মেরি তার হ্যাণ্ডব্যাগটা দু'হাত দিয়ে টিপে ধরে হেলান দিয়ে চোখবুজে বসে রইল। ঐভাবে হ্যাণ্ডব্যাগ ধরে থাকতে দেখে একজন জাপানীর সন্দেহ হল ব্যাগের মধ্যে হয়ত গোপনীয় কিছু আছে। সে ব্যাগটা ছিনিয়ে নিল।

মেয়েটিকে হেনরি জিজ্ঞাসা করল। তোমার নাম কি

লোটাস।

লোটাস? বাঃ বেশ সুন্দর নাম ত, তাই বুঝি লোটাস প্রিন্ট ড্রেস পরেছ।

ঠিক তাই, আমি লোটাস প্রিন্ট ছাড়া কিছুই পরিনা।

লোটাস! তাই তোমাকে এত সুন্দর দেখতে, বিউটিফুল।

তোমার বোন চলে গেল কেন?

বুঝতে পারলে না? আমাদের একা থাকতে দিয়ে গেল, তুমি এই ক্লাবে রোজ আস।

আমাকুচি সুরার স্বাদটা বেশ, টেবিলটাও একটা নির্জন কর্ণারে লোটাস মেয়েটিও বেশ। হেনরির খুব ভাল লাগছে। ইট ড্রিংক অ্যাণ্ড বি মেরি, টুমরো উই শ্যাল ডাই, এই হল হেনরির জীবনের দর্শন, খাও দাও, নৃত্য কর মনের আনন্দে, কে কখন বাঁশি ফোঁকে কে জানে?

আবার নাচের বাজনা বাজল। আজকের শেষ নাচ। হেনরি ও লোটাস বুকে বুক গালে গাল ঠেকিয়ে নাচল। নাচ শেষ হল, ওরা টেবিলে ফিরে এল। ওয়েটারকে ডেকে হেনরি বিল মিটিয়ে দিল। স্টেজে একটি যুবতী গান গাইছে, সারা শরীর ঢেকে যেন একটা জরির মোজা পরেছে, শরীরের প্রতিটি খাঁজ সুস্পষ্ট, যেন রুপোর তৈরি নগ্ন একটি যুবতী।

গান শেষ হল। সকলে একে একে উঠতে লাগল। লোটাসকে নিয়ে হেনরিও উঠল। হেনরি বলল,

লোটাস তোমাকে ত এখনি ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছে না; আমাকে তোমার বাড়ি নিয়ে চল।

সে কি গো, তোমাকে জানলুম না চিনলুম না আর বাড়ি নিয়ে গিয়ে তুলব? তুমি বেশ মজার মানুষ ত।

বাড়ি নিয়ে না যাও অন্য কোনো ক্লাবে নিয়ে চল, যে ক্লাব আরও অনেকক্ষণ খোলা থাকে, সেখানে আমরা দু'জনে আরও ড্রিংক করব, অনেকক্ষণ গল্প করব আমাকে চেনবার সুযোগ পাবে, তখন বাকি রাতটুকু তোমার বাসায় কাটাব।

অন্য ক্লাবে যাবে? তাহলে দাঁড়াও আমার ক্লোকটা নিয়ে আসি আর অফিসে একটা কথা বলে আসি।

লোটাস যাবার উপক্রম করছে, হেনরি বলল, মনেপড়েছে লোটাস,

দু' একদিন আগে তোমাকে আমি এই শিবুকি ক্লাবে দেখেছি, ঘন বাদামী পোশাক পরা একজন কোরিয়ানের সঙ্গে তুমি খুব হেসে হেসে কথা বলছিলে, সেই কোরিয়ানকে আমি চিনি কিন্তু নামটা কি যেন? তুমি জান?

দূর কে না কে, আমাদের অত নাম মনে থাকে না।

হেনরি জানে না যে অচেনা কোনো লোককে জাপানী কলগার্লরা তাদের ক্লায়েন্টের নাম বলে না।

লোটাস বলল, তুমি এইখানে একটু ওয়েট কর আমি এখনি আসছি।

ক্লাব থেকে বেরোবার ঘোরানো দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হেনরি অপেক্ষা করতে লাগল। ক্লাবের বাইরের আলোগুলি নিবে গেল, ভেতরেরও অনেক আলো নিবিয়ে দেওয়া হল। জোড়ায় জোড়ায় নারী পুরুষ বেরিয়ে যাচ্ছে। একা কোনো মেয়ে এলে কেউ না কেউ তাকে পাকড়াও করছে, বাইরে অনেক ট্যাকসি অপেক্ষা করছে। তারা যেয়ে ট্যাকসিতে উঠছে।

দশ মিনিট হতে চলল, লোটাস এখনও আসছে না কেন? লোটাসকে ছাড়া হবে না, সেই কোরিয়ানের পরিচয় লোটাস জানে বোধহয়। তার কাছ থেকে পরিচয় বার করতে হবে।

শিবুকি ক্লাব ফাঁকা হয়ে গেল। কর্মীরাও পোশাক পালটে একে একে বেরিয়ে যাচ্ছে। কি হল লোটাসের?

বাইরে তখন মাত্র একখানা ট্যাকসি দাঁড়িয়ে ছিল। ড্রাইভার এগিয়ে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল সে অপেক্ষা করবে কি না কিন্তু মার্কিন সাহেবের গাড়ি আছে শুনে সে চলে গেল।

অন্ধকারের ভেতর থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে আসছে না? লোটাস নাকি? কোথা থেকে একজন পুরুষ বেরিয়ে এসে মেয়েটিকে কি বলল। কথা শেষ করে পুরুষটি অন্যদিকে চলে গেল। মেয়েটি এগিয়ে এল।

এই ত লোটাস কিন্তু এখন তার পরনে স্কার্ট ব্লাউস। তাই আবছা আলোয় চেনা যায় নি।

সামনে এসে লোটাস জিজ্ঞাসা করল, তোমার গাড়ি আছে ?

আছে, চল।

গাড়ি পর্যন্ত যেতে যেতে লোটাস কয়েকবার পিছন ফিরে কি যেন দেখতে লাগল। হেনরি কিছু সন্দেহ করল, কি দেখছে ?

দু'জনে গাড়িতে উঠল। লোটাস বলল, আপাততঃ সোজা চল, আমি রাস্তা বলে দোব।

গাড়ি চালাতে চালাতে হেনরি কত কথা বলছে কিন্তু লোটাস কোনো কথা বলছে না। কি হল মেয়েটার ? মনে হচ্ছে ভয় পেয়েছে। ক্লাব থেকে বেরোবার আগে সেই লোকটা কি বলল ? লোকটা কে ? সেই কোরিয়ানটা নয় ত ? তার মাথায় যারা আঘাত করেছিল তাদের দলের কেউ নয় ত ?

মাইল খানেক যাবার পর হেনরি জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে লোটাস ? তুমি কি ভয় পেয়েছ ?

লোটাস তখন পিছন ফিরে কি দেখছিল। বলল, ওরা আমাদের পিছু নিয়েছে, জোরে চালাও।

রিয়ারভিউ মিররে হেনরি দেখল দূরে একটা গাড়ির হেডলাইট দেখা যাচ্ছে একশ' গজ পিছনে হবে।

লোটাসের পরামর্শ অনুসারে হেনরি গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিল। পিছনের গাড়িটা বোধহয় বেশি স্পিড চড়াতে পারে না, সেই গাড়িখানা ক্রমশঃ পেছিয়ে পড়ল। হেনরির অনুমান ভুল, কারণ সে লক্ষ্য করল যে তুই গাড়ির মধ্যে দূরত্ব ক্রমশঃ কমছে, পিছনের গাড়ি স্পিড বাড়াচ্ছে।

হেনরির কাঁধ চেপে ধরে ভয়ার্ত স্বরে লোটাস বলল, আরও জোরে চালাও, ওরা আমাদের ধরে ফেলবে

ওরা কারা ? হেনরি জিজ্ঞাসা করে।

লোটাস জবাব দিল না। পিছনের গাড়িখানা দ্রুত এগিয়ে আসছে, জাপানী কোনো গাড়ি, অ্যামেরিকান নয়।

হেনরি গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিল, সত্তর মাইল। গাড়িটা পিছিয়ে পড়ল, তার হেডলাইট দেখা যাচ্ছে না, নিবিয়ে দিল নাকি ? তা নয়। গাড়িখানা কোনো শর্টকাট রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে এসে হেনরির গাড়িকে প্রায় ধরে ফেলল। লোটাসের মুখ বিবর্ণ, সে নেতিয়ে পড়ল।

রাত্রি তখন দেড়টা, রাস্তা একদম ফাঁকা। হেনরি ইচ্ছে করলে স্পিড আরও বাড়াতে পারত কিন্তু সে তা না করে গাড়ির গতি কমিয়ে বাঁ দিকের রাস্তায় ঢুকে পড়ল। পিছনের গাড়িও ছাড়বার পাত্র নয়, সেও বাঁ দিকের রাস্তায় ঢুকে পড়ল।

পিছনের জাপানী গাড়ির কোনো মতলব আছে কিন্তু ওরা কারা ? লোটাস ত কিছু বলছে না, সে আরও ভয় পেয়েছে, তার জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে, বুক ওঠা নামা করছে।

এ রাস্তার দু'পাশে সার সার কাঠের বাড়ি, সামনে বাগান। হেনরি হঠাৎ অন্য একটা রাস্তায় ঢুকল কিন্তু বেশি দূর যেতে পারল না, রাস্তা মেরামত হচ্ছে। হেনরিকে বাধ্য হয়ে থামতে হল।

হেনরি গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে অপর পক্ষের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। লোটাস গাড়ির পাদানিতে গুটিয়ে শুটিয়ে শুয়ে পড়ল।

পিছনের গাড়িটাও থেমেছে, হেডলাইট নিবিয়ে দিয়েছে কিন্তু গাড়ি থেকে কেউ নামল না। কোনো বাড়িতে একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল।

হেনরি সেই গাড়িটার দিকে এগিয়ে চলল কিন্তু গাড়িটা হঠাৎ ব্যাক করে অন্য একটা রাস্তা দিয়ে চলে গেল। হেনরি হতবুদ্ধি, রীতিমতো রহস্যজনক ব্যাপার।

হেনরি নিজের গাড়িতে উঠে বসল। লোটাসও উঠে বসেছে। জিজ্ঞাসা করল, ওরা কি চলে গেল ?

তাই ত দেখলুম, কিন্তু এবার কোনদিকে যাব রাস্তা ত চিনি না।

লোটাস বলল, যে দিক দিয়ে এসেছিলে সেই দিক দিয়েই ত চল, তারপর দেখা যাবে।

হেনরি আবার বড় রাস্তায় এসে পড়ল। লোটাস বলল এবার চিনতে পেরেছি, এটা হল টেনথ স্ট্রীট।

মুখে কথা ফুটেছে দেখছি, ওরা কারা? এত ভয় পেয়েছ কেন?

শিবুকি ক্লাব থেকে বেরোবার ঠিক আগে ঐ লোকটাই আমাকে তার সঙ্গে যেতে বলছিল। লোকটা ভাল নয়, যে মেয়েকে ধরে তাকে একেবারে নিংড়ে নিংড়ে চিবিয়ে চিবিয়ে চুষে খায়, ভীষণ অত্যাচার করে। আমাকে বলল ঐ ব্যাস্টার্ড অ্যামেরিকানটা তোকে কত ডলার দেবে? আমি তার ডবল দোব, আমার সঙ্গে আয়।

এই ব্যাপার। এখন ত বিদেয় হয়েছে।

বিদেয় আপাততঃ হয়েছে কিন্তু ও আমাকে পরে ঠিক ধরবে তার মানে আমাকে কয়েকটা দিন নার্সিংহোমে কাটাতে হবে। লোকটা একটা জানোয়ার, এই যে এবার ঐ গাছটার পাশ দিয়ে, ডান দিকে চল।

খানিকটা যাবার পর একটা বাড়ির সামনে লোটাস গাড়ি থামাতে বলল। বাড়িটার সামনে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা। হেনরি ফাঁকা জায়গায় গাড়ি রাখল।

গাড়ি থেকে দু'জনে নামল। হেনরি জিজ্ঞাসা করল। তুমি কি এই বাড়িতে থাক?

না মশাই, বাড়িটা হল নিশাচর এবং অস্থায়ী স্বামী-স্ত্রীর হোটেল।

সামনেই একটা ঘর। দরজা বন্ধ ছিল। লোটাস বেল টিপল। ঘুম চোখে একজন রমণী দরজা খুলে দিল। লোটাস জিজ্ঞাসা করল কি গো দিদি আমাদের একটা ভাল ঘর দেবে?

পাঁচশ ইয়েন, বলে রমনী হাত বাড়াল।

হেনরি পকেট থেকে পাঁচশ ইয়েন বার করে লোটাসকে দিল, লোটাস দিল রমণীর হাতে।

বেশ ভাল ঘর, খাট বিছানা, ড্রেসিং টেবিল, আলনা। আলনায় একটা ড্রেসিং টেবল আর একটা কিমনো, দু'খানা তোয়ালে।

হেনরি বলল, আমি স্নান করতে চাই, গরম জল পাব ?

হ্যাঁ পাবে, তবে আমাদের বাথরুম নিচে, সব ব্যবস্থা আছে। বেল টিপলে জাপানী মেয়ে এসে তোমাকে ম্যাসাজ করে দেবে যদি চাও।

হেনরি নিজের পোশাক ছেড়ে ড্রেসিং গাউন পরে হাতে তোয়ালে নিয়ে, শিস দিতে দিতে নিচে নেমে এল। রমণী বলে দিয়েছিল যে সবুজ রঙের দরজা খুলে বেরোবে, একটা উঠোন আছে, তারপর দেখবে বাথহাউস।

হেনরি সবুজ দরজা খুলে উঠোনে পা দিতেই দেখল সামনে তিনজন ষণ্ডা মার্কা জাপানী, প্রত্যেকের হাতে রিভলভার।

কি ব্যাপার ? রিসেপশন কমিটি নাকি ? বিস্মিত হেনরি জিজ্ঞাসা করে। ঠাট্টা রাখ, একটাও কথা নয়, আমাদের সঙ্গে চল।

তা মন্দ নয়, চল তোমাদের আড্ডাটা দেখে আসি।

একটা ঘরে হেনরিকে ঢুকিয়ে ওরা দরজা বন্ধ করে চলে গেল। ঘরখানা একদম ফাঁকা, বেশ পরিষ্কার, মেঝেতে একটা মাদুর পাতা রয়েছে। একধারে একটা ছোট টেবিল, আর কোনো আসবাব নেই। মাথার ওপর কম পাওয়ারের একটা আলো জ্বলছে।

হেনরি বেশ মুষড়ে পড়েছে। ভেবেছিল লোটাসকে নিয়ে মজাসে রাত্রিটা কাটাবে কিন্তু তা হল না। বাসর শয্যা থেকে কণ্টক শয্যা।

ঘরের ভেতর দৈত্যের মতো একটা লোক হেনরিকে পাহারা দিচ্ছে। লোকটা বোধহয় সাড়ে ছ'ফুট লম্বা, ছাতি বোধহয় বাহান্ন ইঞ্চি, কব্জির মাপ বারো ইঞ্চি ত নিশ্চয়। এই লোকের সঙ্গে সামনা সামনি মারামারি করা অসম্ভব।

হেনরির শরীরে সেই ড্রেসিং গাউনটি সম্বল। বেশ শীত করছে। কিন্তু উপায় নেই। লোকটার সঙ্গে ভাব করা যাক। কোনো

কৌশলে একে ঘায়েল করে পালাতে হবে। দরজাটা বোধহয় বাইরে বন্ধ করা নেই।

হেনরির ধারণা এই রকম বিশাল চেহারার মানুষগুলো মাথামোটা, বুদ্ধি কিছু কম হয়। হেনরি বলল।

ওহে ভাই শীত করছে, একটা কম্বল দিতে পার?

চুপ মেরে বসে থাক, যা বলবার কর্তাকে বোলো, এখনি আসবে।

হেনরি ভাবে কর্তা আবার কে? যেই হোক সে আসবার আগে পালাতে পারলে ভাল। হেনরি কিন্তু চুপ মেরে বসে রইল না। সে জিজ্ঞাসা করল: তুমি কি ভাই স্নুমো-তোরি?

স্নুমো-তোরি হওয়া বেশ গর্বের বিষয়। লোকটা বোধহয় তা নয় কিন্তু সে এমন ভাবে ঘাড় নাড়ল যে বলতে চাইল যেন তাছাড়া আমি আর কি হতে পারি? সে স্নুমো-তোরি অর্থাৎ একজন পেশাদার কুস্তিগির।

দৈত্যটাকে বশ করবার উদ্দেশ্যে হেনরি তার প্রশংসা করতে লাগল, লোকটা ফুলে উঠতে লাগল। অহংকার ত হবেই, একজন অ্যামেরিকান সাহেব যে তার প্রশংসা করছে।

হেনরির প্রতি কৃপাদৃষ্টিনিক্ষেপ করে বলল: যুদ্ধের সময় তোমরা পিকাডন (অ্যাটম বোমা) ফেলে আমাদের হারিয়েছ, হুঁ যদি কুস্তি হত? তাহলে কি পারতে?

মোটেই না, তাহলে তোমরা আমাদের পিষে মেরে ফেলতে, তোমাদের সঙ্গে গায়ের জোরে বা কুস্তিতে কি আমরা পারি? তোমাদের কুস্তির কিছু কিছু প্যাঁচ আমি টিভি-তে দেখেছি, দারুন!

দৈত্যটা হাসতে লাগল। ভাবখানা এইরকম যে টেলিভিসনে আর কতটুকু দেখেছ?

হেনরি একজন সিক্রেট এজেন্ট। মারাত্মক জায়গায় আঘাত করে শক্তিশালী মানুষকে ঘায়েল করবার কৌশল সে জানে। দৈত্যটাকে সে বলল: আচ্ছা ভাই কুস্তির সময়ে তোমরা কি কৌশলে তোমাদের

প্রতিদ্বন্দ্বীকে চক্ষের নিমেষে কি করে মাথার ওপর তুলে মাটিতে ফেলে দাও? প্যাঁচটা আমাকে একটু শিখিয়ে দেবে? তুমি প্যাঁচটা জানো না বোধ হয়?

জা নৈ না মানে? তুমি আমাকে কি ভেবেছ? এখনি দেখিয়ে দিচ্ছি কিন্তু বাপু তোমার হাড়গোড় ভাঙলে আমি দায়ী নই।

দৈত্যটার সঙ্গে কুস্তি করা হেনরির মোটেই উদ্দেশ্য নয়, তাকে একটু তাতিয়ে দিয়ে যেকোন ভাবে তার কোনো মারাত্মক জায়গায় আঘাত করে তাকে ঘায়েল করাই উদ্দেশ্য। সে বলল।

না না, তুমি দায়ী হবে কেন? তবে সত্যিই আমার হাড় ভেঙে দিয়ো না যেন, তাহলে তোমার কর্তা তোমার ওপর রাগ করতে পারেন; কিন্তু ভাই তুমি এক মিনিট অপেক্ষা কর আমি শরীরটা একটু গরম করে নিই।

হেনরি ড্রেসিং টেবলটা খুলে রেখে ব্যায়াম করতে লাগল। দৈত্যটা দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। ব্যায়াম করতে করতে হেনরি হঠাৎ ছুটে এসে দৈত্যটার দেহের এক কোমল জায়গায় প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল।

দৈত্যটা আঁক করে আওয়াজ করে বড় একটা গাছের মতো হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান।

এখন মিনিট পনেরোর জন্যে নিশ্চিন্ত। পালাবার এই সুযোগ হেনরি ড্রেসিং গাউনটা পরে নিল। যাবার আগে আড্ডাটা একবার দেখে যাবে না? লোটাসের একবার খোঁজ নেবে না? লোটাস এই দলের সঙ্গে যদি জড়িত থাকে তাহলে সে নতুন বিপদে পড়তে পারে থাক। এখন লোটাসের খোঁজ করে দরকার নেই।

তার অনুমান ঠিক। দরজাটা ভেজানোই ছিল। পাশে একটা ঘর, মনে হল অফিসঘর। ঘরে ঢুকল। আলমারি, ড্রয়ার খোলবার চেষ্টা করল. পারল না, সব তালা বন্ধ।

বাইরে যেন গাড়ির আওয়াজ হল? হ্যাঁ, একটা গাড়ি থামল

ঘর থেকে হেনরি বেরিয়ে এল। একটা অন্ধকার জায়গায় দেওয়াল ঘেঁসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নেমে তিনজন লোক বাড়ির ভেতরে ঢুকল। হেনরি সাহস করে গাড়ির কাছে এল। আরে এত তারই গাড়ি? লোকগুলো গাড়ির চাবি নিয়ে যায় নি। বোধহয় এখনি ফিরবে হয়ত তাকেই নিতে এসেছিল। সে আর এক সেকেণ্ডও দেরি করল না। গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিয়ে কম্পাউণ্ডের বাইরে এসে রাস্তায় পড়ল। চারদিক একবার ভাল করে দেখে নিল। এখানে হয়ত আবার ফিরে আসতে হবে।

তার পোশাক, টাকা পয়সা ঘড়ি, ডকুমেণ্ট সবকিছু এখানে এই হোটেলে পড়ে রইল। পরে সেগুলো উদ্ধার করবার ব্যবস্থা করতে হবে। রিচার্ড নরিস পারবে নিশ্চয়।

অনেক ঘুরে হেনরি এসে পৌঁছল মেরির বাড়ি। গাড়ি থেকে নেমে চাবি লাগিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকল। ভাগ্যিস রাত্রি নইলে ড্রেসিংগাউন পরে সে হয়ত গাড়ী থেকে নামতেই পারত না।

এই বাড়ির লিফটটা একেবারেই বাজে, বড় আওয়াজ হয় তাই সে পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল কিন্তু মেরির ফ্ল্যাটের সামনে এসে সে অবাক। দরজা খোলা, ভেতরে যেন কারা কথা বলছে, জাপানী ভাষায়, যার এক বর্ণও হেনরি বুঝতে পারছে না। ভেতরের লোকগুলো বোধহয় এখনি বেরোবে। হেনরি দ্রুত ওপরে উঠে গেল, আধতলায় লিফটবক্সের আড়াল থেকে নজর রাখতে লাগল।

মেরির ঘর থেকে তিনজন জাপানী বেরিয়ে এল। আরে এই তিনটে জাপানীই ত তাকে লোটাসের সেই নিশাচরদের হোটেলে আটকে রেখেছিল? হেনরি ওদের ঠিক চিনতে পেরেছে। এরা কারা? মেরি কোথায়?

এরা বোধ হয় নিশাচর হোটেলে হেনরিকে না পেয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে এবং অন্য গাড়ি করে তার আগেই এখানে পৌঁছে গেছে। কিন্তু মেরি কোথায়? সে কি ঘরের মধ্যে আছে?

হেনরি নিরস্ত্র। এদের তিন জনের সঙ্গে সে পারবে না ওদের সঙ্গে রিভলবার আছে। ওরা একজনকে মেরির ফ্ল্যাটে রেখে বাকি দু'জন চলে গেল।

যাকে রেখে গেল সে মেরির ফ্ল্যাটে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। ওরা একজনকে পাহারায় রেখে গেল কেন? তবে কি মেরি ভেতরে আছে? তার কাছ থেকে কথা বার করবার চেষ্টা করছে? নাকি তার 'স্বামী' পিটার কুকের জন্য অপেক্ষা করছে?

যাইহোক লোকটাকে ঘায়েল করতে হবে। কি করে করা যায়? দরজার বেল টিপলে দরজা হয়ত খুলবে কিন্তু লোকটার মুখ দেখবার আগে হয়ত সাইলেনসার লাগানো একটা পিস্তলের নল তাকে দেখতে হবে, হয়ত এবং সেই নল দিয়ে একটি গুলি বেরিয়ে আসা অসম্ভব নয়।

হেনরির মাথায় পুরনো একটা কৌশল উদয় হল। অটোম্যাটিক লিফটের বোতাম টিপবে, লিফটটা ঘড় ঘড় আওয়াজ করে ওপরে উঠবে। আওয়াজ শুনে ভেতরে জাপানী ভাববে তার বন্ধুরা তাকে কিছু বলতে ফিরে এসেছে কিংবা ভাবতে পারে পিটার কুক এসেছে। জাপানী দরজা খুলে বাইরে আসবে। এ কৌশল সে আগে কয়েকবার খাটিয়ে কাজ পেয়েছে। জাপানী নিজে দরজা নাও খুলতে পারে, যদি না খোলে তাহলে সে কলবেল টিপবে।

হেনরি ওপর থেকে নিচে নেমে এসে লিফটের বোতাম টিপল। লিফট ওপরে এসে থামার সঙ্গে সঙ্গে হেনরি মেরির ফ্ল্যাটের কলবেল টিপল, ভেতরে ঘণ্টা বাজছে। হেনরি থামল না, আবার বেল বাজাল।

জাপানী তাড়াতাড়ি এসে দরজা খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হেনরি তার নাকে মারল সজোরে এক ঘুঁসি। টাল সামলাতে না পেরে জাপানীটা পড়ে গেল। সে উঠে দাঁড়াতে আবার ঘুঁসি। মার খেতে খেতে জাপানীটা অসাড় হয়ে গেল। দড়ি যোগাড় করে হেনরি তার হাত পা বেঁধে ফেলল তারপর তাকে টানতে টানতে বেডরুমে নিয়ে যেয়ে ফেলল।

ফ্ল্যাটে মেরি কোথাও নেই। হেনরি চিন্তিত হল। দেখা যাক লোকটা কিছু বলে কি না। তার পকেটে থেকে বেরোল ইয়েন নোট, চাবি, জাপানী ভাষায় ছাপা লোকটার ফটো সমেত আইডেনটিটি কার্ড আর ৩২ বোরের একটি অটোম্যাটিক রিভলভার। রিভলভারটি হেনরি নিজের পকেটে রাখল।

হেনরির প্রচণ্ড ক্ষিধে পেয়েছিল। কাবার্ড হাতড়ে কিছু খেল এবং খেল খানিকটা ব্র্যাণ্ডি। শরীরের ক্লান্তি দূর হল। উত্তেজনাও কিছু কমল। খানিকটা ব্র্যাণ্ডি জাপানীটাকেও খাইয়ে দিল।

জাপানী এখন হাত-পা বাধা অবস্থাতেই কোনোরকমে একটা চেয়ারে উঠে বসল। তাকে হেনরি জিজ্ঞাসা করল।

আমার স্ত্রী মেরি কোথায় ?

কিন্তু জাপানী তার কোন প্রশ্নেরই জবাব দিল না। হেনরি তার গালে ঠাস ঠাস করে বার বার চড় মারতে লাগল কিন্তু সে বোবা হয়ে বসে রইল।

বুঝেছি তুমি সহজে কথা বলবে না। সোজা আঙ্গুলে ঘি ওঠে না। আমি তোমাকে কড়া ওষুধ দিচ্ছি কিন্তু আর কিছু করবার আগে জাপানী মুখ খুলল, ইংরেজীতে বলল।

তুমি একটা বোকা, যে বাড়িতে তোমাকে আটকে রাখা হয়েছিল সেই বাড়িতেই তোমার বৌও আছে। তাড়াতাড়ি পালিয়ে না এসে পাশের ঘরে ঢুকলেই তাকে পেতে।

হেনরি তখন বলল, বেশ আমি তাহলে সেই বাড়িতেই ফিরে যাচ্ছি, যদি দেখি সেখানে নেই তাহলে ফিরে এসে তোমার দফা রফা করব।

জাপানীটার হাত পা ত বাঁধা ছিলই এখন তার মুখে ন্যাকড়া গুঁজে বেশ করে বেঁধে তার ঘরের মেঝেতে ফেলে রাখল। ফ্ল্যাটের আলো নিবিয়ে দিল।

ফ্ল্যাট থেকে বেরোবার আগে হেনরি দরজায় কান চেপে কি

শোনবার চেষ্টা করল। বাইরে কেউ যেন পায়চারি করছে, মৃদু কাশির শব্দ শোনা গিয়েছিল।

হেনরি ডান হাতে অটোম্যাটিক রিভলভারটা ধরে হঠাৎ দরজা খুলে দেখল সামনে একজন লোক দাঁড়িয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল।

কি চাই তোমার?

আরে এ ত ওপরের ফ্ল্যাটের সেই জাপানী ভদ্রলোক ফু তাক ইয়াম। তাই সে জিজ্ঞাসা করল।

আবার তুমি? কি ব্যাপার?

ইয়াম কোমর বেঁকিয়ে ক্ষমা চাইল তারপর ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কোনোরকমে বুঝিয়ে দিল অনেক রাত্রি পর্যন্ত স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। বিরক্ত হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় যেয়ে পায়চারি করছিল কিন্তু সিগারেট খাবার ইচ্ছে হওয়ায় সে ফিরে এসেছে কিন্তু আবার সে ফ্লোর ভুল করেছে, মিস্টার ইয়াংকি যেন তাকে ক্ষমা করেন। তারপর সে বার বার 'একসকিউজ মি', বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল।

হেনরি বেশ বিরক্ত। তার দেরী হয়ে গেল। এদিকে সকাল হয়ে গেছে। রাস্তায় গাড়ি, লরি, বাস, ট্রেন চলতে আরম্ভ করেছে।

রাস্তা চিনে লোটাসের সেই নিশাচর হোটেলে হেনরি পৌঁছে গেল। আগের দিন ফেরবার সময় সে কয়েকটা বড় সাইনবোর্ড ও নিয়ন সাইন দেখে রেখেছিল, সেগুলো নজর করে ঠিকানায় পৌঁছতে তার অসুবিধে হয় নি।

বাড়ির কাছে ফাঁকা জায়গায় একটা গাছতলায় গাড়িখানা রেখে হোটেলের পিছনে সেই ফাঁকা জায়গাটায় এল। কাল রাতে নজরে পড়ে নি। আজ দিনের বেলায় দেখল সুন্দর বাগান। কাল যেখানে তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, প্রথমে সেই ঘরে ও পরে পাশের

অফিস ঘরে ঢুকে হেনরি অবাক। তার পাশের ঘর খানাও দেখল, যে ঘরে মেরিকে আটকে রাখার কথা জাপানী বলেছিল।

হেনরি আশ্চর্য হয়ে গেল। তিনটি ঘরই একেবারে ফাঁকা, পরিষ্কার। এই ঘরে যে কোনো মানুষ বা ফারনিচার ছিল তা বোঝাই যাচ্ছে না। ওদিকে হোটেলটাও বন্ধ, দরজায় তালা ঝুলছে।

মেরি কোথায় গেল? তাকে কোথায় নিয়ে গেল? শিবুকি ক্লাবে যেয়ে কি লোটাসের খোঁজ করবে? কিন্তু ক্লাবও সকালে খোলে না।

হেনরি ঠিক করল মেরির ফ্ল্যাটে ফিরে যেয়ে বন্দী জাপানীটাকে কড়া ডোজ দেওয়া যাক। যত জোরে পারল গাড়ি চালিয়ে মেরির ফ্ল্যাটে ফিরে এল।

ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ দেখে হেনরি নিশ্চিন্ত হল। বাকি দুজন জাপানী ফিরে এসে বন্ধুকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় নি বোধহয়।

ঘরে ঢুকে দেখল জাপানী ঠিক সেই ভাবেই পড়ে রয়েছে। তাকে দেখেও নড়ল না।

কি হে কি খবর? তোমার বন্ধুরা ফিরে আসে নি। কোনো সাড়া নেই।

হেনরি জানে সে সাড়া দিতে পারবে না। মুখের বাঁধনটা খুলে দেওয়া যাক।

বাঁধন খুলতে গিয়ে জাপানীর চোখ মুখ দেখে হেনরি চমকে উঠল। কিছু একটা ঘটে গেছে।

ঘটে গেছে মানে জাপানী মরে গেছে, তার চোখদুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। গলায় কালসিটের দাগ। কেউ তার গলায় ফাঁস দিয়ে তাকে হত্যা করেছে। কি নিষ্ঠুর সেই ঘাতক। মারবার আগে মুখের বাঁধনটাও খুলে দেয়নি।

হেনরি ঘরগুলো একবার দেখল। কোনো সূত্রই পাওয়া গেল না। কে বা কারা এসে জাপানীকে মারল? কেন মারল? যদি

কোনো গোপন খবর বলে দেয় ? তাহলে তাকে হত্যা না করে সঙ্গে নিয়ে গেলেই ত পারত !

যে বা যারা এসেছিল সে বা তারা যে কোন দরজার তালা খুলতে বা বন্ধ করতে ওস্তাদ। এরা ত সাংঘাতিক মানুষ ! সাবধানে চলাফেরা করতে হবে ।

মেরির কোনো খবর নেই, সে জন্য হেনরি চিন্তিত। সে আর একটা বিপদের আশংকা করতে লাগল। হত্যাকারীরা যদি পুলিসে টেলিফোন করে থাকে তাহলে ত তাকে নতুন ঝামেলায় পড়তে হবে।

এই লাস নিয়ে সে এখন কি করবে ? যাইহোক লাস এখনি এখান থেকে সরাতে হবে। তাকে বিপদে ফেলবার জন্যেই ওরা লাসটা এখানে রেখে গেছে।

ফ্ল্যাট বাড়ি থেকে লাস সরানো সহজ নয়। ছোট বা হালকা জিনিস নয় যে পকেটে বা ব্যাগে ভরে নিয়ে গেলুম। মানুষের হাত পা ওয়ালা লাস বলে কথা।

লাসটাকে গোল করে পুঁটলি করে বাঁধতে হবে তারপর এক ফাঁকে ওকে ঘাড়ে করে নিচে যেতে হবে তারপর গাড়ির লগেজ বুটে ভরে বাইরে কোথাও ফেলে দিয়ে আসতে হবে। কেউ যেন কিছু না দেখতে পায়, তাহলে বিপদ।

লাসটাকে পুঁটলি বাঁধা কঠিন কাজ নয়, কঠিন কাজ হল কি ভাবে নিষ্পত্তি করবে। বাড়ি থেকে লাসটা বার করাই সবচেয়ে কঠিন কাজ।

হেনরি কম্বল আর দড়ি যোগাড় করে গোল করে একটা পুঁটলি বেশ মজবুত করেই বাঁধল। তুলে দেখল বেশ ভারি।

পুঁটলির ভেতরে কি আছে সহজে বোঝা যাবে না। তবুও যদি কেউ দেখে ফেলে তাহলে প্রশ্ন করতে পারে ভেতরে কি আছে ?

এমন বিপদে হেনরি কখনও পড়ে নি আবার এমন কাজও সে কখনও করে নি। সে বেশ ভয় পেয়ে গেছে।

হেনরি একটা সিগারেট খেয়ে নিল। খানিকটা ব্র্যাণ্ডি ত পুঁটলি বাঁধবার আগেই খেয়ে নিয়েছিল। মনে কোনই জোর পাচ্ছে না।

রিচার্ড নরিসকে জানালে হয়ত একটা সহজ সমাধান হতে পারত কিন্তু তাকে ফোন করার কথা হেনরির একবারও মনে পড়ল না।

দরজা খুলে বাইরেটা একবার দেখল। ফাঁকা, কেউ নেই।

ঘর থেকে পুঁটলিটা টেনে এনে না হয় লিফটে তুলল কিন্তু নিচে নেমে ত টানা যাবে না, ঘাড়ে তুলতে হবে।

নিচে লাউঞ্জে সব সময়ে দু'চার জন লোক থাকে এবং তারা জাপানী। একজন অ্যামেরিকান সাহেব একটা পুঁটলি টানছে বা ঘাড়ে তুলে নিয়েছে সেটা তো খারাপ দেখাবেই বরঞ্চ তারা নানা রকম সন্দেহ করবে।

কেউ জিজ্ঞাসা করলে কি উত্তর দেবে?

কাল থেকে কত কি কাণ্ড ঘটছে। হেনরি দেহে ও মনে রীতি-মতো ক্লান্ত। সকাল থেকে বিশেষ কিছু খাওয়াও হয় নি। নিজের ওপর নিজে খুব বিরক্ত।

এসেছিল ছুটি কাটাতে, রিচার্ডের কাছে টাকা নিয়ে চলেও যেত। টাকা নিতে যাচ্ছে আর সেই সময়ে দম বন্ধ করা যুবতী মেয়েটা এসে সব গোলমাল করে দিল। কি তার দরকার ছিল মেয়েটার স্বামী সাজতে?

মজা দেখাচ্ছি তোমাকে। তুমি একবার ফিরে এস তারপর তোমাকে চটকে শোধ তুলে নোব।

বোতাম টিপে লিফট ওপরে আনল তারপর পুঁটলি বার করে ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে পুঁটলি লিফটে তুলে বোতাম টিপে দিল। লিফট নামতে লাগল। একতলায় পৌঁছবার আগে দেখতে পেল লাউঞ্জ ফাঁকা।

ভাগ্যিস লিফটটা অটোম্যাটিক, লিফটম্যান চালায় না তাহলে ত আরও বিপদে পড়তে হত।

কিন্তু লিফট যেই নিচে নামল এবং হেনরি গেট খুলল অমনি দেখল সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ফু তাক ইয়াম।

এ ব্যাটা এসময়ে কোথা থেকে এল।

ইয়ামের হাতে একটা বেতের ব্যাগ ঝুলছে, বোধহয় বাজারে গিয়েছিল। কিছু সবজি ও একটা মুরগি দেখা যাচ্ছে।

কুটুরে কুটুরে চোখ দিয়ে হেনরিকে দেখে মৃদু হেসে কোমর বেঁকিয়ে অভিবাদন জানাল।

হেনরির এত রাগ হচ্ছিল বলার কথা নয়, ইচ্ছে করছিল ব্যাটাব গালে একটা চড় কসিয়ে দেয়।

পুঁটলির দিকে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে হেনরির দিকে চাইল অর্থাৎ ওর ভেতরে কি আছে সাহেব ?

হেনরি তাকে গ্রাহ্য করল না। লিফট থেকে পুঁটলিটা বার করতে সে ব্যস্ত।

ইয়াম তার বাজারের ব্যাগ নামিয়ে রেখে হাত লাগাল। হেনরি তাকে বলল, দরকার নেই, সে একাই ম্যানেজ করতে পারবে।

হেনরির কথা সে বুঝতে পারল না। সে ভাবল হেনরি বুঝি তাকে সাহায্য করতেই বলছে।

ইয়াম একটা দড়ি ধরে টান দিল। সর্বনাশ! দড়িটা যদি আলগা হয়ে যায়! তাহলে ত সে গেছে। বিরক্ত হয়ে বলল, আরে মুখ্যু দড়ি ধরে টেনো না।

ইয়াম উল্টো বুঝল। সে দড়ি ধরে আরও জোরে টানতে লাগল। হেনরি তাব হাত ছাড়িয়ে দিল। তবে পুঁটলিটা লিফটের বাইরে এসে গেছে।

এই সময়ে আবার একটা কাণ্ড ঘটল। একজন জাপানী মহিলা ওপরে উঠবেন বলে লিফটের সামনে এসে দাঁড়ালেন। এটিকেট-দুরস্ত ইয়াম পুঁটলি ছেড়ে মহিলাকে কোমর বাঁকিয়ে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে কি ভাবে ধাক্কা খেয়ে বা ইচ্ছে করেই পুঁটলির ওপর ধপ করে বসে পড়ল।

ইয়াম হেসে ফেলল, মহিলাও। হেনরির ইচ্ছে হল টেকো জাপানীর মাথায় একটা গাঁট্টা কসিয়ে দেয়।

ইয়ামের ওঠবার নাম নেই। পুঁটলির ওপর বসেই ইয়াম মহিলার সঙ্গে বাজার দর নিয়ে আলাপ জুড়ে দিল। হেনরির সারা শরীর রাগে রি রি করতে লাগল।

যাক কথা বলতে বলতেই মহিলা লিফটে উঠলেন। হেনরি ইয়ামকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল। হেনরির তখন বুক ঢিব ঢিব করছে। ইয়াম অভদ্র নয়, পুঁটলির একদিক ধরে সে অপর দিকটা হেনরিকে ধরতে বলল। দু'জনে ধরাধরি করে বোঝাটা হেনরির গাড়ির পিছনে নিয়ে এল।

ইয়াম বসে পড়ায় এবং টানা টানির ফলে পুঁটলিটা আলগা হয়ে গিয়েছিল। হেনরি তার গাড়ির লগেজ বুটের ডালা তুলে রাখল। এবার বোঝাটা বুটে তুলতে হবে। ইয়াম হাত লাগাল, বুটের মধ্যে বোঝা রাখা হতে না হতে মনে হল ইয়ামের হাতে যেন ইলেকট্রিক শ্যক লেগেছে, সে তার হাত টেনে 'নল, তার ক্ষুদে চোখ বড় হয়ে গেছে, সে খুব ভয় পেয়েছে। ইয়াম যেন ফণা তোলা বিষধর সাপ দেখছে।

ইয়ামের দৃষ্টি অনুসরণ করে হেনরি সভয়ে দেখল পুঁটলির ফাঁক দিয়ে মৃত জাপানীর কয়েকটা আঙুল দেখা যাচ্ছে। সর্বনাশ!

হেনরি কম্বলটা একটু টেনেটুনে দিয়ে তাড়াতাড়ি লগেজ বুটের ডালা নামিয়ে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিল।

কোথায় যাবে? এতক্ষণে তার মনে পড়ল রিচার্ড নরিসের কথা। তার কাছেই যাওয়া যাক। উপায় একটা হবেই হবে।

রিচার্ড নরিসের অফিসে ঢুকে যে লোকটা তার চোখে পড়ল তাকে দেখে হেনরি বিরক্ত হল। লোকটা সাত ন্যাকার এক ন্যাকা। চার্লিকে হেনরি মোটেই পছন্দ করে না।

বিপর্যস্ত ও ক্লান্ত হেনরিকে দেখে বাঁকা হাসি হেসে চার্লি বলল, কি হে চ্যামপিয়ন সাহেব তোমার গালে কেউ থাপ্পড় বসিয়ে

দিয়েছে নাকি ? কান দুটো অমন লাল কেন ? কান মলেও দিয়েছে না কি ?

বিরক্ত হয়ে হেনরি বলল, সব কিছুর একটা সময় আছে চার্লি, এখন ঠাট্টা ইয়ার্কির সময় নয়, আমার মেজাজ এখন ভাল নয়, বাজে বোকো না।

আরে হলটা কি ?

আমার গাড়ির লগেজ বুটে একটা ডেডবডি রয়েছে, সেটাকে কোথাও সরিয়ে রাখ দেখি। আমি পারছি না।

ঠাট্টা করছ নাকি হেনরি ?

ঠাট্টা নয়, বাজে বক বক না করে কাজ কর। সব সময়ে তোমার হ্যা হ্যা হাসি ঠাট্টা ভাল লাগে না।

আরে চটছ কেন ? ডেডবডিটা কার

কোনো একটা জাপানীর, চিনি না।

তোমার কি গাড়ি, কত নম্বর ? বডিটা আগে আমাদের কোল্ড-স্টোরে রেখে দিই তারপর দেখা যাবে।

বিউইক গাড়ি, নম্বর জেটি ২২৪৭, কারশেডে আছে।

ঠিক আছে আমি দেখছি।

রিচার্ড নরিস কখন আসবে ?

কোথায় বুঝি বেরিয়েছে তবে ফেরবার সময় হয়েছে।

থ্যাংক ইউ, ততক্ষণ আমি একটু ঘুমবো, একটা কোনো ঘর দেখিয়ে দাও ত।

চার্লি একটা ঘরে হেনরিকে নিয়ে গেল। ঘরে একটা ডিভান ছিল। চার্লি বলল, এই ঘরে তুমি ঘুমোও কেউ বিরক্ত করবে না, আমি একজনকে বলে দিচ্ছি রিচার্ড ফিরলে তোমাকে ডেকে দেবে।

হেনরি বোধ হয় ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়েছিল। একজন এসে তাকে ডেকে দিল। মিঃ নরিস এসে গেছেন।

হেনরি উঠে চোখে মুখে জল দিয়ে, মুখ মুছে চুল আঁচড়ে রিচার্ড

নরিসের ঘরে গেল। রিচার্ড একাই বসেছিল। হেনরিকে দেখে জিজ্ঞাসা করল :

কি হে কি ব্যাপার? তোমাকে ঝড়োকাকের মতো দেখাচ্ছে কেন? কিছু ফ্যাসাদ বাধিয়েছ নাকি?

সব বলছি। আমাকে আগে কিছু খেতে দাও, ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে।

রিচার্ড নরিস তখনি টেলিফোনে খাবারের অর্ডার দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্যাকেট-লাঞ্চ, বিয়ার ইত্যাদি এসে গেল। হেনরি সেগুলো গো-গ্রাসে গিলে সিগারেট ধরিয়ে রিচার্ডের সামনে এসে বসে বলল :

ভেবেছিলুম মেরি কেসের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তোমার সঙ্গে দেখা করব না। কিন্তু ব্যাপার অন্যরকম দাঁড়িয়েছে। শেষে না জাপানের সঙ্গে মারামারি করতে হয়।

কি হয়েছে বল ত? জাপানের সঙ্গে মারামারি করা যাবে না, ওদের সঙ্গে আমরা ভাল সম্পর্ক রাখতে চাই, কি হয়েছে বল।

হেনরি আগাগোড়া ঘটনার বিবরণ দিয়ে নিজের মতামতও জানাল।

রিচার্ড বলল, তোমার মাথা গুলিয়ে গেছে নইলে তুমি যখনই জাপানীর ডেডবডি দেখলে তখনই আমাকে টেলিফোন করলে না কেন? মেরি তোমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে।

হেনরি মাথা নিচু করে বসে রইল। তার এই অবস্থা দেখে রিচার্ড নরিস হেসে বলল :

হতাশ হয়ো না হেনরি মাই ডিয়ার, তোমার ডার্লিং মেরি শীগগির ফিরে আসবে, আজ সকালে জাপান সিক্রেট সারভিস আমাকে ফোন করে জানিয়েছে যে ওরা কাল রাত্তিরে মিসেস মেরি কুককে গ্রেফতার করেছিল, তার চলাফেরা সন্দেহজনক মনে করে ওরা ওকে অ্যারেস্ট করেছিল, তোমাকেও ওরাই অ্যারেস্ট করেছিল কিন্তু তুমি পালিয়ে এসেছ, তুমি একটা দৈত্য বিশেষকে নাকি ঘায়েল করেছ, ওরা অবাক হয়ে গেছে।

তাই যদি হয় রিচার্ড তাহলে আমার ঘরে জাপানীটা খুন হল

সেও জাপান সিক্রেট সারভিসের লোক ? তাকে কে খুন করল আর কেনই বা খুন করল ?

রিচার্ডেরও সেই একই প্রশ্ন। মেরির ফ্ল্যাটে তাকে কে খুন করল ?

হেনরি বলল, আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে, যাকগে ওরা মেরিকে ছেড়ে দেবে ত ?

হ্যাঁ আমি ওদের বলেছি যে তুমি ও মেরি আমাদের সিক্রেট সারভিসের কাজে নিযুক্ত আছ, তোমাদের যেন ডিসটার্ব না করা হয় কিন্তু ওল্ড বয় মেরি ত পরস্ত্রী।

সেইজন্যেই ত মজা বেশি, যাকগে আমি তাকে নিয়ে আসি, কোথায় গেলে পাব।

এতক্ষণে বোধহয় ওরা মেরিকে ছেড়ে দিয়েছে, সে হয় ত তার ফ্ল্যাটে ফিরে গেছে।

ফ্ল্যাটে ফিরে গেছে ? হেনরির মুখ ম্লান হল। আরে ফ্ল্যাটে গেলেই ত মেরি বিপদে পড়বে। ইয়াম কি আর পুলিসকে খবর দেয় নি ? পুলিস হয় ত এসেই গিয়েছে, মেরি তার ফ্ল্যাটে ফিরলেই পুলিস তাকে ধরবে, ইয়াম সাক্ষ্য দেবে পুঁটলির মধ্যে ডেডবডি ছিল। সে আঙুল দেখেছে। হেনরি এইসব কথা রিচার্ডকে বলল।

ঠিক বলেছ ত ? দাঁড়াও, একবার ফোন করে দেখি ওরা মেরিকে ছেড়ে দিয়েছে কি না, না দিয়ে থাকলে মেরিকে এখানে এই অফিসে পাঠিয়ে দিতে বলি।

ব্যাপারটা তুমি ওদের স্পষ্ট করে বল, তোমার কথা ওরা নিশ্চয় বিশ্বাস করবে। ডেডবডি দেখতে চাইলে আমরা বরঞ্চ ডেডবডিটা ওদের হাতেই তুলে দোব।

হেনরি একটা সিগারেট ধরাল।

রিচার্ড নম্বর ফোন করতে লাগল। জাপানী ভাষায় কথা বলে রিসিভার নামিয়ে রেখে বলল, ওরা মেরিকে এক ঘন্টা আগে ছেড়ে দিয়েছে।

ছেড়ে দিয়েছে ? তুমি একবার মেরির ফ্ল্যাটে ফোন কর, আমি কথা বলব।

রিচার্ড ফোনে মেরির সঙ্গে যোগাযোগ করে রিসিভারটা হেনরির হাতে তুলে দিল।

হ্যালো মেরি...

কি কাণ্ড করেছ ? ফিরে এসে আমাকে দেখতে না পেয়ে আমাকে খুঁজে বার করবার জন্যে সব জিনিসপত্তর এমন কি খাট বিছানা সব তচনচ করেছ বুঝি ?

মেরি হাসতে লাগল। হেনরির কিন্তু হাসবার মতো মনের অবস্থা নয়।

হেনরি বলল, শোনো মেরি, ব্যাপার সিরিয়স, তুমি একা আছ ত ?

কেন কি হয়েছে ? মেরির কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ।

তুমি এখনি তোমার ফ্ল্যাট ছেড়ে মাইনিচি হোটেলের বারে চলে এস, ফর গডস সেক, এক মিনিটও দেরি কোরো না, উত্তর পরে দোব, আমিও ওখানে যাচ্ছি।

কিন্তু পিটার ফ্ল্যাটখানা গুছিয়ে রেখে যাব না ?

কিন্তু টিন্তু গোছানো টোছানো পরে হবে, যা বলছি তাই কর, প্লিজ,

বেশ তাই হবে, তুমি যখন বলছ তখন তাই করছি।

রিসিভার নামিয়ে রেখে হেনরি রিচার্ডকে বলল, না হে পুলিস আসে নি, ইয়াম বোধহয় পুলিসকে খবর দেয় নি, হয়ত ভেবেছে কি দরকার বাবু ঝামেলায়। তাছাড়া জাপান এখন অ্যামেরিকার দখলে, ওদের রাজত্বে বাস করে ওদের বিরুদ্ধে নালিস করলে অনেক হাঙ্গামা পোয়াতে হবে ; কিন্তু তুমি ভাই জাপান সিক্রেট সারভিসের কর্তার সঙ্গে আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে দাও।

বেশ, তাকে ফোন করছি, রিচার্ড বলল।

আরও একটা কাজ তোমাকে করতে হবে। প্রথম দিন আমি সেই সুবেশ কোরিয়ানকে অনুসরণ করে টোকিওর বারবণিতা পল্লী ইয়োশিওয়ারা পাড়ায় একটা বাড়িতে ঢুকেছিলুম, সেই বাড়িতেই পিছন থেকে আমার মাথায় আঘাত করে আমাকে অজ্ঞান করে দিয়েছিল। বাড়িটার নম্বর আমি পরে নোট করে নিয়েছি, সেই বাড়ি সম্বন্ধে খোঁজ নিতে হবে।

নম্বরটা দাও, আমি নোট করে নিই।

নম্বরটা নোট করে নিয়ে রিচার্ড নরিস কাউকে ফোন করে জাপানী ভাষায় কথা বলতে লাগল। রিচার্ড জাপানী ছাড়া ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইটালিয়ান, রাশিয়ান ও স্পেনিশ ভাষাও জানে। হেনরিও এই ভাষাগুলো জানে কিন্তু জাপানীটা এখনও আয়ত্ব করতে পারে নি, অতএব রিচার্ড কার সঙ্গে কি কথা বলছে তা বুঝতে পারল না।

কথা শেষ করে রিসিভার নামিয়ে রেখে রিচার্ড বলল:

জাপান সিক্রেট সারর্ভিসের সঙ্গে তোমার জন্যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলুম, তুমি আজই বিকেল পাঁচটায় ওদের অফিসে যেয়ে কর্নেল তাকেশি ইকেদার সঙ্গে দেখা করবে। আমি একখানা চিঠি দিচ্ছি। তাছাড়া ইকেদা আমাদের মতোই ইংরেজিতে কথা বলতে পারে।

গুড, আমি বিকেল চারটের সময় মেরির সঙ্গে কথা বলে তোমার অফিসে এসে চিঠিখানা নিয়ে যাব, তুমি চিঠিখানা রেডি রেখো।

তা রাখব, তোমার গাড়িখানা সারভিসিং-এর জন্যে গ্যারাজে পাঠিয়ে দিয়েছি, তুমি আমাদের একখানা গাড়ি নিয়ে যাও, গ্যারাজে আমি বলে দিচ্ছি, ওরা তোমাকে গাড়ির টোকন ও চাবি দেবে তবে যখন চিঠি নিতে আসবে তখন গাড়ি পাবে।

থ্যাংক ইউ, আমি চারটের সময় ফিরে আসছি।

হেনরি রাস্তায় এসে একটা ট্যাকসি নিল। ড্রাইভারকে বলল :

মাইনিচি হোটেল।

ও কে। ড্রাইভার বোধহয় ঐ একটি ইংরেজিই জানে।

ড্রাইভারটা ত সাংঘাতিক। বেশ জোরে গাড়ি ত চালাচ্ছেই উপরন্তু ট্র্যাফিকের কোনো নিয়ম মানছে না, যখন ইচ্ছে ওভারটেক করছে, রাস্তায় যেন ট্র্যাফিক পুলিস নেই।

সামনে একটা মস্ত বড় বেলুন। বিজ্ঞাপনের জন্যে জাপানে এমন বড় বড় বেলুন অনেক দেখা যায়। বেলুনটায় জাপানি ও ইংরেজি ভাষায় লেখা রয়েছে :

সাবধান মোটরিস্ট। আজ সকাল ছ'টা থেকে এখনও পর্যন্ত টোকিয়োতে মোটর অ্যাকসিডেন্টে পনেরোজন সঙ্গে সঙ্গে মরেছে, চল্লিশজন জখম হয়ে হাসপাতালে, সাতজনের অবস্থা আশংকাজনক। সাবধান।

হেনরির ট্যাকসি ড্রাইভার বেলুনের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকবার পর হা হা করে হেসে উঠল। কোনো গুরুত্বই দিল না, বেপরোয়াভাবে যেমন গাড়ি চালাচ্ছিল তেমনি গাড়ি চালাতে লাগল, ভ্রূক্ষেপ নেই।

ট্র্যাফিক সিগন্যালের লাল আলো হলদে হতে না হতেই সে তার ট্যাকসি ছেড়ে দিচ্ছে। একবার ত দু'টো বাসের মধ্যে গাড়িখানা ঢুকিয়ে দিল, আর একটু হলেই দু'টো বাসের চাপে ট্যাকসিটা গুঁড়িয়ে যেত। না, হেনরি আর জাপানী ট্যাকসিতে উঠবে না।

বিরাট হোটেল এই মাইনিচি। হোটেলে ঢুকলে মনে হবে এটা বুঝি নিউ ইয়র্ক, চিকাগো বা বোস্টনের কোনো হোটেল। ভেতরে জাপানী রেস্তরাঁ থাকলেও হোটেলের কিচেন থেকে মার্কিন-পসন্দ খাবারই পরিবেশিত হয়।

মাইনিচি হোটেলের মালিক জাপানের বিখ্যাত খবরের কাগজ মাইনিচি টাইমস পত্রিকার মালিক। তার আরও কলকারখানা আছে। বিরাট ব্যাপার।

মেরি কোথায়? মেরিকে বারে থাকতে বলেছিল। সেখানে নেই। ডান দিকে শপিং গ্যালারি, ওধারে টেলিভিশন চলছে, বারে বেশ ভিড়, প্রচুর নরনারী সুরা পান করছে। কিন্তু মেরি কোথায়?

মেরি কিন্তু প্রায় তার সামনেই দাঁড়িয়েছিল, হেনরি চিনতে পারে নি। কি করে চিনতে পারবে, তার পরনে পুরো পুরুষের বেশ, নীল রঙের টুইড স্যুট, গলায় টাই, বুকপকেটে রুমাল, বটনহোলে ফুল। ঠিক যেন একজন অল্পবয়স্ক যুবক।

হেনরি অবাক। প্রেমিকের চোখ দিয়ে একবার দেখে তাকে বুকে টেনে নিয়ে চুম্বন করতে যাচ্ছিল। মেরি বলল, এই খবরদার, এখানে প্রকাশ্যে চুম্বন নিষিদ্ধ তাছাড়া ছেলে আর একটা 'ছেলেকে' কিস করলে এখানকার মানুষরা হাসবে।

তাহলে পরে দেখা যাবে, চল কোথাও বসা যাক, হেনরি বলল।

মেরি বলল, তাহলে আট তলায় চল, সাকুরা রেস্তরাঁ।

তাই চল।

ওরা লিফটে উঠল। লিফট মুহূর্তে ওদের আট তলায় তুলে দিল। সাকুরা রেস্তরাঁর আভিজাত্য আছে। বেশি ভিড় হয় না। ওরা একটা টেবিলে বসল।

হেনরিকে মেরি ফিস ফিস করে বলল, দেখ ওধারের ঐ টেবিলের জাপানীটা আমাকে লক্ষ্য করছে, আমি আমার ভ্যানিটি ব্যাগের মিররে দেখেছি।

হেনরি জাপানীকে কয়েকবার দেখে বলল, আরে না, সিক্রেট সারভিসের লোকদের দেখলেই আমরা চিনতে পারি তাদের দৃষ্টি

অন্যরকম, ও হয়ত ভাবছে তুমি ছেলে না মেয়ে অতএব তোমার চিন্তা নেই।

ওয়েটার এল। ওরা স্কচের অর্ডার দিল। স্কচ এসেও গেল।

মেরি তার হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে হেনরির রিস্ট ওয়াচ, ওয়ালেট ও ডকুমেণ্টগুলি বার করে দিয়ে বলল

তোমার এই জিনিসগুলো আর তোমার ড্রেস, প্যাকেট করে আমার ফ্ল্যাটের দরজার সামনে কেউ রেখে দিয়ে গিয়েছিল কিন্তু তুমি কি সেই বাড়ি থেকে উলঙ্গ হয়ে পালিয়েছিলে নাকি ?

ঠিক তা নয়।

হেনরি তার কাহিনী বলল মায় সেই জাপানীর হত্যাকাহিনী পর্যন্ত। তার কাহিনী শুনে মেরি বলল ঃ

কিন্তু আমাকে এমন তাড়া দিয়ে তুমি এখানে নিয়ে এলে কেন ? কি হয়েছে বল।

মেরি শিবুকি ক্লাব ছাড়ার পর যে সব ঘটনা ঘটেছে সেগুলি মেরিকে জানিয়ে হেনরি বলল তাদের ফ্ল্যাটে যে জাপানী খুন হল সে বিষয়ে পরামর্শ করবার জন্যেই মেরিকে হেনরি আসতে বলেছিল।

সব শুনে মেরি বলল ঃ ব্যাপারটা এবার বুঝলুম। আমি আমার ফ্ল্যাটে ফেরবার একটু পরেই ফু তাক ইয়াম আমার ফ্ল্যাটে এসে বলল যে সে আমার স্বামীর কল্যাণকামী, প্রতিবেশীর ব্যাপারে সে নাক গলাতে চায় না। সে ইংরেজি জানলে তোমাকে নিজেই বলত। সে বলল যে তুমি যাই করে থাক না কেন তাতে তার স্বার্থ নেই। ব্যাপারটা কি হয়েছে তখন বুঝি নি, ভেবেছিলুম লোকটা গায়ে পড়ে আমাকে কি সব যা-তা বলছে। আমি তখন ক্লান্ত, ওকে বিদেয় করতে পারলে বাঁচি, তাই ওকে বিদেয় করে বাঁচলুম। এখন বুঝতে পারছি যে ও আমাকে পুঁটলির ব্যাপারটা বলতে চাইছিল এবং তার ভেতরে যে ডেডবডি আছে তাও সে জানতে পেরেছিল।

ইয়াম কি ভেবেছে জানি না, হেনরি বলল, কিন্তু ওকে ত জানিয়ে

.দেওয়া দরকার, যে আমি সত্যিই কোনো মানুষ খুন করি নি, দরকার হলে ওকে ধাপ্পা দিতে হবে।

তুমি ত রিচার্ড নরিসকে সব বলেছ, যা করবার সে করবে।

সে কবে কি করবে কে জানে তবে ইতিমধ্যে ইয়াম যদি তোমাকে কিছু বলে তাহলে তাকে বলতে পার যে টোকিয়োর অনেক ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে রবারের তৈরি পূর্ণাবয়ব পুরুষ ও নারীর মূর্তি বিক্রয় হয়, আমি আমার বন্ধুর ওপর প্র্যাকটিক্যাল জোক করবার জন্যে রবারের একটা পুতুলের মধ্যে বালি ভর্তি করে নিয়ে যাচ্ছিলুম কিন্তু আমি জাপানী ভাষা না জানায় ব্যাপারটা ওকে বোঝাতে পারি নি।

বাঃ তোমার মাথায় এতও আসে ? আচ্ছা তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি বরঞ্চ একটা ফোন করে এই কথাটাই ইয়ামকে জানিয়ে আসি।

মেরি উঠে গেল। সাত আট মিনিট পরে ফিরে এসে বলল, আরে আমার কথা শুনে ইয়ামের সে কি হাসি, হাসি আর থামতে চায় না কিন্তু দেখ তার হাসির আওয়াজ শুনে মনে হল সে যেন অবিশ্বাসের হাসি হাসছে, যেন বলছে জানি, আমি সব জানি।

থ্যাংক ইউ সুইট ডার্লিং, এবার নাও স্কচটুকু শেষ করতে করতে তোমার কাহিনীটা বল শুনি।

ও হ্যাঁ বলছি, তুমি ত ঐ মেয়েটাকে নিয়ে মাতলে, আমি তখনি শিবুকি ক্লাব থেকে বেরিয়ে পড়লুম কিন্তু গাড়িতে ওঠবার আগেই একটা মাতাল আমাকে আক্রমণ করে আমার বুকের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল, জামা ছিঁড়ে দিল, আমাকে মাটিতে ফেলবার চেষ্টা করল, এমন সময়ে তিনটে জাপানী এসে আমাকে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করে আমারই গাড়ি করে আমাকে হাইজ্যাক করে একটা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলল। সেটা বোধ হয় একটা অফিস বাড়ি।

তারপর ?

সেই বাড়িতে আমাকে দশাসই একটা মেয়ে মানুষের জিম্মা করে দিয়ে তাকে বলল, এই লেডিকে অর্থাৎ আমাকে, সার্চ কর। মেয়ে-মানুষটাত আমাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে সার্চ করল তারপর আবার আমাকে পোশাক পরিয়ে অন্য একটা ঘরে ছেড়ে দিয়ে গেল, সেখানে আমার কিডন্যাপার তিন জন জাপানী ছিল। নানারকম প্রশ্ন, আমি সে সবের কিছুই জানি না, সে সব লোকের নামও জীবনে শুনি নি। মিনিট পনেরো পরে ওরা চলে যেতেই একটা দৈত্যাকার মানুষ এসে আমাকে পুতুলের মতো তুলে নিয়ে যেয়ে একটা ঘরে একটা খাটে শুইয়ে দিল। উঃ তখন আমি কি সাংঘাতিক ভয় পেয়েছিলুম।

জান আমিও ঐ বাড়িতেই দু'খানা ঘর পরে একটা ঘরে ছিলুম, আর দৈত্যটা আমাকে পাহারা দিচ্ছিল। ব্যাটাকে আমি কৌশলে আঘাত করে পালিয়ে আসি।

তারপর শোনো, পরদিন সকালে ওরা আমাকে আমারই গাড়ি করে অন্য একটা অফিসে নিয়ে গেল। সেখানেও নানা প্রশ্ন। যে বিষয়ে প্রশ্ন করছিল আমি তার কিছুই জানি না, তারাও মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। নিজেদের মধ্যে ফিস ফিস করে বলতে লাগল। আমাকে অপেক্ষা করতে বলে একজন উঠে গেল তারপর ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এসে খুব ভদ্রভাবে আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে বলল তাদের ভুল হয়েছে, আমি বাড়ি যেতে পারি। শুধু একটা প্রশ্নের আমি উত্তর দিতে পেরেছিলুম, তোমার বিষয় জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে কি না।

অর্থাৎ তুমি আমার বিয়ে করা বৌ কি না। তা তুমি কি বললে?

মেরি একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল,

আমি কিছু বলি নি, ওদের দিকে এমন ভাবে চাইলুম যে তোমরা এমন প্রশ্ন করতে সাহস কর? তারপর ওরা যা ইচ্ছে বুঝে নিক।

কেন সোজাসুজি জোর করে বললে না কেন যে আমিই তোমার স্বামী।

দেখ আমার একটা খটকা লেগেছিল, ওরা যদি দিল্লীতে খবর নেয়? সে জন্যে মুখে কিছু স্বীকার করলুম না তবে ইঙ্গিতে ত জানিয়ে দিলুম যে তুমি আমার স্বামী।

যাইহোক তোমার জন্যে আমার খুবই চিন্তা হয়েছিল, আসল কাজটাই করতে পারলুম না, সেই কোরিয়ানটাকে ধরতে পারলুম না আর এ দিকে তোমাকে কারা কোথায় ধরে নিয়ে গেল।

কটা বাজল? লাঞ্চ করবে না? মেরি জিজ্ঞাসা করল

কোথায় লাঞ্চ করবে?

চল তোমাকে আসাহি রেস্তরাঁয় খাইয়ে আনি, পিওর জাপানিজ রেস্তরাঁ, ওখানকার ওয়েট্রেসরা মাথায় জাপানী ধাঁচে চুড়ো বাঁধে, ফুলকারি করা কিমনো পরে, পায়ে দেয় কাঠের জুতো।

বেশ তাহলে সেখানেই চল।

আসাহি রেস্তরাঁর ভেতবে কারপেটে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে একজন জাপানী এগিয়ে এসে কোমর বেঁকিয়ে ওদের অভ্যর্থনা জানিয়ে ভেতরে নিয়ে যেয়ে বেশ বড় একটা টেবিলে বসিয়ে দিল।

টেবিলের ওপরে চীনামাটির চ্যাপ্টা টবে একটি ফুলন্ত বেঁটে গাছ, জাপানী বনসাইয়েব অপূর্ব নিদর্শন। ওরা দু'জনে মুখোমুখি বসল।

টেবিলের একধারে হ্যাণ্ডব্যাগ রেখে মেরি বেশ গুছিয়ে বসে চারদিক একবার দেখে নিয়ে নিজের জুতোর ডগা দিয়ে হেনরির পায়ে আঘাত করল।

হেনরি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মুখ তুললে মেরি ফিস ফিস করে বলল

সামনে চেয়ে দেখ, শিবুকি ক্লাবের সেই কলগার্ল।

হেনরি চেয়ে দেখল লোটাস একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছে, বোধহয় কোনো ব্যবসায়ী।

হালকা বেগুণী রঙের কিমনো পরা একজন ওয়েট্রেস এসে ওদের খাদ্য ও পানীয়ের অর্ডার নিয়ে গেল। কি সুন্দর মেয়েটি, কি সুন্দর চোখ আর ভুরু তবে দুই গালের হাড় সামান্য উঁচু।

মেরি বলল, এরা হোক্কাইডো দ্বীপের মেয়ে। এই দ্বীপের মেয়েরা সুন্দরী হয়।

মেরি বেছে বেছে কয়েক রকম খাবারের অর্ডার দিল। মেয়েটি সব লিখে নিয়ে চলে গেল আর ইতিমধ্যে হেনরি তার গত রাত্রের অ্যাডভেঞ্চার বলতে শুরু করল।

টেবিলে ওদের খাবার সাজিয়ে দিয়ে গেল আর একটি মেয়ে। খাবার সাজাচ্ছে আর খিল খিল করে হাসছে। মেয়েটি যেন একটি জাপানী পুতুল। পরনে সাদা কিমনো, নীল ফুলের ছাপ।

মেরি বলল, হেনরি তুমি শিবুকি ক্লাবের কলগার্লটাকে কিছু বলবে না? সেই সুবেশ কোরিয়ানের বিষয় কিছু জিজ্ঞাসা করবে না?

সুযোগ পেলেই জিজ্ঞাসা করব।

আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগছে হেনরি, শিবুকি ক্লাব ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা তোমাকেও ধরে নিয়ে গেল না কেন?

আমার মনে হয় ওরা সেই সময়ে তোমাকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল, লোকও হয়ত কম ছিল।

ঐ কলগার্লটার সঙ্গে কি জাপান সিক্রেট সারভিস বা সেই কোরিয়ানটার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ আছে?

জানি না, দেখতে হবে, তবে আমার মনে হয় মেয়েটা শুধুই কলগার্ল।

ওরা এবার আহারের দিকে মন দিল। প্রতিটি খাবারই সুস্বাদু, মুখরোচক।

হেনরি বলল, আজ বিকেল পাঁচটার সময় জাপানীজ সিক্রেট

সারভিসের একজন কর্নেল তাকেশি ইকেদার সঙ্গে আমার দেখা করার কথা আছে। আমরা যে কেসটা নিয়ে পড়েছি ওরাও বোধহয় সেই কেসটার তদন্ত করছে। সম্ভবত ওরা সেই সুবেশ কোরিয়ানকে চেনে, আমরা বোধহয় ওদের সহযোগিতা পাব।

মেরি বলল, জাপান সিক্রেট সারভিস সহযোগিতা করতে বাধ্য, ভুলে যাচ্ছ কেন যে আমরা এখন জাপানের মালিক, যা বলব ওরা তা শুনতে বাধ্য।

মেরি তুমি ভুল করছ। আমরা জাপানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাই না, আমরা ওদের বিদেশনীতি আর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আমাদের হাতে রেখেছি।

তুমি ভুল করছ হেনরি। যদি কোরিয়ানরা তথা কে জি বি এই ব্যাপারে জড়িত থাকে তাহলে এটাও বিদেশ নীতির আওতায় পড়ে।

আলোচনা করে দেখা যাক।

কলগার্লটা কি তোমাকে দেখতে পেয়েছে হেনরি ?

বুঝতে পারছি না তবে আমার মনে হচ্ছে আমাদের দিকে না চাইলেও ও আমাদের লক্ষ্য করেছে।

আর ঠিক সেই সময়ে সঙ্গীকে কিছু বলে লোটাস উঠে দাঁড়াল, বোধহয় কোথাও যাবে। একাই যাবে কারণ পুরুষ সঙ্গী বসেই রইল, একটা সিগারেট ধরাল।

ছুঁড়িটা কোথাও যাচ্ছে বোধহয়, মেরি বলল।

আমি একটু দেখি মেরি, লোটাস কোথায় যাচ্ছে, এক্সকিউজ মি।

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে হেনরির সঙ্গে লোটাসের দৃষ্টি বিনিময় হল। লোটাস যেন চোখের ইসারায় ওকে যেতে বলল।

লোটাস একটা প্যাসেজে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। হেনরি সেখানে এসে জিজ্ঞাসা করল।

কি লোটাস আমার জন্যে অপেক্ষা করছ নাকি ?

লোটাস তার কোমল ঘাড় ডানদিকে একটু হেলিয়ে হেসে বলল, তা কি তুমি বুঝতে পারছ না ডার্লিং ?

যাক তোমার সঙ্গে শীগগিরই দেখা হয়ে গেল।

লোটাস হেনরির একটা হাত আলগা করে ধরে বলল, এস এদিকের বারান্দায়।

বারান্দায় যেয়ে হাসতে হাসতে হেনরি বলল, কাল রাত্রে আমি একাই বেশ মজা উপভোগ করলুম, শুধু দুঃখ যে তুমি আমার পাশে ছিলে না।

আরে কাল তুমি স্নান করতে যেয়ে কোথায় অদৃশ্য হলে ? আমার কিন্তু খুব রাগ হয়েছে ?

লোটাসের কথা বলার ধরন দেখে হেনরির মনে হল ও সত্যি কথাই বলছে। তাই বলল,

কেন লোটাস তুমি কিছু জান না ?

না ত ? কি হয়েছিল ?

পরে বলব, কিন্তু তোমাকে পাব কোথায় ?

কেন ? শিবুকি ক্লাবে পাবে, ক্লাব বন্ধ হওয়ার মুখে এস, আমি আজ কারও সঙ্গে বাইরে যাব না।

কথা শেষ করে একটু হেসে লোটাস বলল, জান, তোমাকে আমার ভাল লেগেছে।

হেনরি ওর একটা হাত তুলে নিয়ে ওর আঙুলের ডগা নিজের ঠোঁটে ঠেকিয়ে বলল, আমারও, আমি তাহলে রাত্রে শিবুকি ক্লাবে আসছি, এখন যাই নইলে আমার বোন আবার রেগে যাবে।

ও তোমার কিরকম বোন গো ? সত্যিই বোন না আর কিছু ?

হেনরি এ কথার জবাব না দিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল।

টেবিলে ফিরে এসে দেখল মেরি গম্ভীর, চোখে আগুন জ্বলছে।

কি হল মেরি ?

কোনো জবাব নেই।

আরে বলই না ডার্লিং, তোমাকে বলেই ত গেলুম।

ভেংচি কেটে মেরি বলল, বলেই ত গেলুম, তাহলেই যেন সব হয়ে গেল? পাবলিক রেস্তরাঁয় কোনো পুরুষ হঠাৎ এমনভাবে কোনো মহিলার টেবিল ছেড়ে উঠে যায়?

কেন যাবে না মেরি? টেলিফোন করতে যায়, টয়লেটে যায়, কোনো বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে যায়।

আমার সঙ্গে কথা বোলো না। আমাকে বোকা পাও নি, তুমি ঐ—মেরির কণ্ঠস্বরে বেশ ঝাঁঝ।

ওকি মেরি একটা কলগার্লকে উপলক্ষ্য করে তোমার হিংসে হচ্ছে নাকি তাহলে তুমি আমার আসল বৌ হলে না জানি কি করতে?

আমি তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না। আমি চললুম।

মেরি উঠে পড়ল। আর একটু হলে বোধহয় চেয়ারখানা উল্টে যেত। হ্যাণ্ডব্যাগ উঠিয়ে নিয়ে মেরি চলে গেল।

হেনরি কোনো কথা বলল না। সে শুধু একটা সিগারেট ধরাল। বিলের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

মেরির ফ্ল্যাট।

হেনরি ভেবেছিল সে বাড়ি ফিরে মেরিকে দেখতে পাবে। বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে কেঁদে বালিস ভেজাচ্ছে বোধ হয়, কিন্তু ফ্ল্যাটে ঢুকে দেখল মেরি তখনও ফেরে নি।

হেনরি জুতো মোজা ও গায়ের শার্ট খুলে ডিভানে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগল। এক সময়ে ঘড়ি দেখে চমকে উঠল। সময় হয়ে এসেছে। তাকে ত এবার বেরোতে হবে।

চারটের সময় রিচার্ড নরিসের অফিসে পৌঁছে কিছু কথাবার্তা বলে পাঁচটায় পৌঁছতে হবে তাকেশি ইকেদার অফিসে।

হেনরি উঠে পড়ল। বাথরুমে ঢুকল। বেশ করে স্নান করে এসে পোশাক পরে চকচকে করে চুল আঁচড়ে জুতো পালিশ করে

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাই পরে বেরোতে যাবে আর এমন সময় মেরি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

হ্যাণ্ডব্যাগটা আর একরাশ অ্যামেরিকান ম্যাগাজিন টেবিলে ফেলে দিয়ে হেনরিকে জড়িয়ে ধরল।

আমার এ কি হল হেনরি? আসাহিতে তুমি লোটাসের কাছে যেই চলে গেলে অমনি আমার হিংসে হল কেন? এ আমার কি হল?

দু'জনেরই রাগ পড়ে গেছে, দু'জনেই শান্ত কিন্তু মনে দারুণ উত্তেজনা। হেনরির বুকে মাথা রেখে মেরি বলছে, পিটার আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি, কি হবে এখন? ডার্লিং মাই ডার্লিং।

কে জানে কে কার ঠোঁট খুঁজছিল, দু'জনেই বোধহয় তাই তারা গভীর চুম্বনে আবদ্ধ হল।

চুম্বন শেষ করে মেরি নিজেকে হেনরির আলিঙ্গন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, এক মিনিট, আমি আমার এই পুরুষ বেশটা আগে ছেড়ে ফেলি তারপর...

কথা বলতে বলতে মেরি কোট, টাই, প্যান্ট, শার্ট সব কিছু টান মেরে খুলে ফেলে হেনরির হাত ধরে খাটের দিকে টানতে লাগল।

হেনরি ঘড়ি দেখল চারটে বাজতে পনেরো মিনিট মত বাকি। এখনই বেরোতে হবে। মেরির আকর্ষণে সাড়া দিলে কাজ পণ্ড হবে, কথারও খেলাপ হবে অথচ মেরি এখন কামপীড়িতা, এমন নারীকে অবহেলা করলে মেয়ে যে কি করে বসবে কে জানে?

আজই সকালে মেরির প্রতি তার দুর্বলতা নিয়ে রিচার্ড নরিস ঠাট্টা করেছে। এখন যদি মেরির জন্যে তাকেশি ইকেদার সঙ্গে সে অ্যাপয়েন্টমেন্ট না রাখতে পারে তাহলে কেলেংকারি হয়ে যাবে। হেনরি বাইরে যাবার জন্যে ড্রেস করে প্রস্তুত নইলে সে মেরির বুকে হয়ত ঝাঁপিয়ে পড়ত। তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা যে

সিক্রেট এজেন্টের হৃদয়ে প্রেমের স্থান নেই এবং এই প্রকার প্রলোভন দমন করতে তাদের শেখানো হয়েছে।

কই হেনরি এখনও শার্ট খোলো নি?

মেরি আমাকে এখন ক্ষমা কর, তুমি ত জান আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে এবং তোমারই জন্যে। সারা রাত্রি পড়ে আছে মেরি, উই উইল এনজয়, আমাকে ভুল বুঝো না, আমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসব।

মেরির চোখ ছোট হল, ঠোঁট কাঁপতে লাগল। কি বলতে গিয়ে বলল না। হঠাৎ উঠে পড়ল, বলল, যাবে? তাহলে এখনি বেরিয়ে যাও, আমার সামনে থেকে দূর হও, এই নাও আমার গাড়ির চাবি।

হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে গাড়ির চাবি বার করে হেনরির হাতে চাবি দিয়ে দরজা খুলে দিল। রাগে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে থরথর করে কাঁপছে। সে যে উলঙ্গ সে খেয়াল নেই, দরজা খোলা।

হেনরি আর কিছু না বলে চাবি নিয়ে বেরিয়ে গেল। মেরি সজোরে দরজা বন্ধ করে দিল। হেনরিরও রাগ হয়ে গেল। কাজের সময় এ কি অন্যায় আবদার?

বাড়ির সামনে মেরির গাড়ি ছিল। চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে ড্রাইভারের সিটে বসে হেনরি গাড়িতে স্টার্ট দেবার জন্যে ইগনিশন ঘোরালো, পা দিয়ে গ্যাস পেডাল টিপল কিন্তু কোথায় কি?

গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না, হয় ব্যাটারি গেছে কিংবা কেউ ব্যাটারির তার কেটে রেখে দিয়েছে। হেনরি বিরক্ত হল। যদিও প্রতিজ্ঞা করেছিল সে আর জাপানী ট্যাকসিতে উঠবে না কিন্তু তখন ট্যাকসি ছাড়া উপায় নেই।

হাত নেড়ে একটা চলতি ট্যাকসি থামিয়ে হেনরি তাতে উঠতে যাবে, এমন সময় পিছন থেকে কে যেন বলল সাবধান মিস্টার হেনরি সাবধান, যদি বাঁচতে চাও ত গাড়িতে উঠে পড়।

হেনরি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল একটা লোক তার দিকে ছুটে আসছে, হাতে রিভলভার।

হেনরি মুহূর্তে দরজা খুলে ট্যাকসিতে উঠে অপর দরজা খুলে বেরিয়ে এঁকে বেঁকে এদিক ওদিক ছুটতে লাগল। একজন যাত্রী সবেমাত্র একটা ট্যাকসি থেকে নেমেছে, হেনরি সঙ্গে সঙ্গে সেই ট্যাকসিতে উঠে ড্রাইভারকে বলল, মাইনিচি হোটেল, কুইক।

পিছনের জানালা দিয়ে হেনরি তার আক্রমণকারীকে দেখবার চেষ্টা করল। লোকটার গায়ে ডোরা কাটা একটা ব্যানলন ছিল, হলদের ওপর লাল ডোরা।

যারা মেরিকে ব্ল্যাকমেল করবার চেষ্টা করছে, যারা ফ্ল্যাটে সেই জাপানীকে হত্যা করেছে তারাই এখন তাকে হত্যা করবার চেষ্টা করছে। হেনরি ভাবল, তাকে সাবধান হতে হবে, আক্রমণ কোনদিক থেকে আসে কে জানে।

মাইনিচি হোটেলে ঢুকে রিসেপসনিস্টকে বলল সে কয়েকটা ফোন করতে চায়। রিসেপসনিস্ট তার কাছ থেকে ইয়েন জমা নিয়ে একটা টোকন দিল। টোকনে একটা নম্বর লেখা আছে অর্থাৎ ঐ নম্বর বুথে যেতে হবে। টোকেনটার আকার একটা চাবির মতো। চাবিটাই টোকন।

বুথে ঢুকে হেনরি প্রথমে মেরিকে ফোন করল।

মেরি, হেনরি কথা বলছি

বল কি হুকুম। কণ্ঠস্বরে বেশ ঝাঁঝ

ঘরে কেউ আছে?

কে আবার থাকবে?

শোনো তোমার গাড়ি স্টার্ট নেয় নি, যেখানকার গাড়ি সেখানেই আছে, সেটা কথা নয়, একজন লোক রিভলভার নিয়ে আমাকে অ্যাটাক করেছিল

তা আমাকে কি করতে হবে? মেরি অধৈর্য।

যদি কেউ তোমার ফ্ল্যাটে আসে তাকে দরজা খুলে দেবে না, ওরা আমাকে ধরতে পারে নি, তোমার ওপর হামলা হতে পারে। যা বললুম মনে থাকবে ত?

নিশ্চয় মনে থাকবে, তুমি হুকুম করছ আর আমার মনে থাকবে না? একি হতে পারে?

বাড়ি ফিরে তোমাকে সব বলব।

এরপর হেনরি রিচার্ড নরিসকে ফোন করল। ঘটনা জানিয়ে তাকে বলল সে এখান থেকে সরাসরি তাকেশি ইকেদার অফিসে যাচ্ছে, তুমি তাকে একটু ফোন করে দাও। আমার অলরেডি দেরি হয়ে গেছে।

যাকে বলে টিপিক্যাল জাপানী, কর্ণেল তাকেশি ইকেদার চেহারাটি ঠিক সেইরকম। পঞ্চাশ বছর বয়স এখনও হয় নি। চুলে পাক ধরেছে, গোঁফ কিন্তু কালো। পরেছেন ডোরাকাটা ফুলপ্যান্ট, সাদা সার্টের ওপর কালো কোট, গলায় রূপোলি টাই।

মার্কিন ধাঁচে নির্ভুল ইংরেজি বলেন, বিশুদ্ধ উচ্চারণ। ব্যবহারে বেশ একটা বনেদি ভাব আছে। জাপান যে অ্যামেরিকার চেয়ে কম নয় সেটা জানাতে তিনি ব্যগ্র।

আপনার সঙ্গে আলাপ করে আমি খুব আনন্দিত মিঃ ইকেদা, হেনরি বলল, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আমাদের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে। আমরা একেবারেই জানতে পারি নি আপনারাও একই ব্যাপারে খোঁজখবর করছেন।

আমরাও খুব দুঃখিত মিঃ পিয়ার্স, আমাদেরও ভুল হয়েছে।

তাহলে আমার মনে হয় আমাদের এখন ওই কেসটার একত্রে কাজ করা ভাল, যাতে আবার কোনো গোলমাল না হয়, খুবই দুঃখের বিষয় যে আপনাদের একজন লোক মারা গেছে।

আমাদের লোক ?

অবিশ্যি আমি তার মৃত্যুর জন্য দায়ী নই।

সে কি কথা ? আপনি কেন দায়ী হবেন ? ব্যাপারটা কি হয়েছিল ?

হেনরি সংক্ষেপে ঘটনার বিবরণ জানাল। লোকটির হাত পা ও মুখ বেঁধে রেখে সে চলে গিয়েছিল, ফিরে এসে দেখে কেউ গলায় ফাঁস দিয়ে তাকে মেরে গেছে।

বলেন কি ? কি সর্বনাশ !

হতভাগ্য লোকটির মৃতদেহ আমাদের হেফাজতেই আছে। রিচার্ড নরিসকে বললে সে ফেরত দেবার ব্যবস্থা করবে।

কর্নেল তাকেশি ইকেদা কি যেন ভাবতে লাগলেন। হেনরি চুপ করে রইল। কর্নেল ইকেদা একসময়ে মাথা তুলে হেনরিকে বললেন।

এখন বলুন মিঃ পিয়ার্স আপনি আমার কাছ থেকে কি সাহায্য চান।

হেনরি দু'হাতের আঙ্গুল জড়ো করে ভুরু কোঁচকালো। লোকটা কি ন্যাকামো করছে নাকি ? কিছুই জানেনা নাকি ? মনোভাব গোপন করে বলল,

মিসেস মেরি কুক একটা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছেন, বিদেশী কোনো সিক্রেট সারভিসের লোকেরা তাঁকে ব্ল্যাকমেল করে গুপ্ত খবর বার করতে চাইছে। এই ব্যাপারটায় আমার মনে হয় আমাদের উভয়ের স্বার্থ জড়িত।

তাকেশি ইকেদা কিন্তু হেনরির কথার কোনো জবাব দিল না। ঠোঁট কুঁচকে কি ভাবল, তারপর বলল,

আপনি ত আসল পিটার কুক নন।

আমি একজন স্পেসাল এজেন্ট, এ বিষয়ে আপনি হয় ত রিচার্ডের কাছে সব শুনেছেন।

আপনি ত মিসেস কুকের স্বামী সেজেও স্পেশাল এজেন্টের কাজ করতে পারতেন।

ইকেদা মুল ব্যাপারটা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে কেন? হেনরি যেন ভ্রূক্ষেপ করল না, সে বলল,

আমি আপনাকে কেসটা সম্বন্ধে কিছু বলব।

হ্যাঁ খোলাখুলি সব বলুন।

হেনরির ইচ্ছে ছিল কেসটা ইকেদাই বলুক। যাইহোক হেনরি কেসটা বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে ইকেদাকে বলল। ইকেদা প্যাণ্টের দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে হেনরির কথা শুনতে লাগলেন।

হেনরির কথা শেষ হবার আগেই তাকেশি ইকেদা হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বলল,

একজন অজ্ঞাত ব্যক্তির টেলিফোন পেয়ে আমরা মিসেস কুকের ওপর নজর রাখবার ব্যবস্থা করি। এই যেমন আসাকুসা স্টেশনের কাছে আপনাদের দু'জনের ওপরই নজর রাখবার ব্যবস্থা করি। আপনারা দু'জনে সন্দেহজনক ভাবে চলাফেরা করছিলেন অতএব আমার লোকেরা ঠিক করল তারা শেষ পর্যন্ত দেখবে।

জাপানী এজেন্টরা সুদক্ষ বলে খ্যাতি আছে, আমি জানি। যাইহোক আমি এখন শুনতে চাই কাল যে লোকটি মেরি কুকের সঙ্গে দেখা করেছিল সেই লোকটির পরিচয় জানা গেছে কি না।

আমার লোকেরা তখন আপনাকে অনুসরণ করতে ব্যস্ত ছিল, সেই লোকের দিকে আর নজর দেয় নি, বোধহয় আসল ও নকলের মধ্যে তফাত বুঝতে পারে নি।

তাহলে আপনি এবার সেই গণিকালয়ের বিষয় কিছু খোঁজ নিন, যেখানে আমার মাথায় আঘাত করেছিল, এ বিষয়ে আপনারাই খোঁজ নিতে পারেন

ঠিক আছে, আমি খোঁজ নোব

ঠিকানাটা লিখে নিন, ওরা আজও আমাকে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল, মিসেস কুকের ফ্ল্যাট থেকে আপনার অফিসে আসবার সময় তারা রিভলভার দেখিয়ে ভয় দেখিয়েছিল।

আমি এ বিষয়ে আমার কর্তার সঙ্গে আলোচনা করে এখনি কাজে নামব।

তাহলে চলুন আমরা দু'জনেই তাঁর কাছে যাই

না, এখন সম্ভব নয়।

হেনরি বিরক্ত হল। বলেই ফেলল।

বুঝেছি আপনি বোধহয় আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছেন।

হেনরির কথায় কান না দিয়ে ইকেদা বলল, আজ রাত্রে ত আপনার সঙ্গে লোটাসের দেখা করবার কথা আছে না?

তাহলে লোটাস আপনাদের স্পাই?

ইকেদা এ প্রশ্নেরও জবাব দিল না। হেনরির সামনে সিগারেটের প্যাকেট ধরে বলল, হ্যাভ এ স্মোক।

ধন্যবাদ, হেনরি সিগারেট তুলে নিয়ে আবার বলল, আমি আপনাকে লোটাসের কথা জিজ্ঞাসা করছিলুম।

আমাদের মেয়েরা একদা পুরুষের সেবা করে সন্তুষ্ট থাকত কিন্তু এখন সময় বদলেছে, তারা নানা রকম দায়িত্ব পালন করছে, যুদ্ধে হেরে যাওয়ার পর আমরা সব কিছু নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখছি।

হেনরি ভাল করেই অনুভব করল ইকেদা তার কাছ থেকে সব কিছু জেনে নিতে চায় কিন্তু নিজের কথা বলবে না, এমন কি কোনো প্রশ্নের সরাসরি জবাব দিতেও অনিচ্ছুক।

হেনরি বলল, আমি আশা করে ছিলুম আমরা একত্রে কাজ করলে দ্রুত একটা সূত্র খুঁজে পাব···

ব্যস্ত হবেন না, একটু ধৈর্য ধরুন সব ঠিক হয়ে যাবে।

তাহলে এই পর্যন্ত, আমি উঠি, থ্যাংক ইউ।

নিরাশ হয়ে হেনরি বিদায় নিল। জাপানীরা তার সঙ্গে

সহযোগিতা করতে রাজি নয় কেন? কি কারণ থাকতে পারে? ওদের ত একজন লোক মরেছে? তবুও ওরা অ্যামেরিকানদের সঙ্গে হাত মেলাবে না?

ইকেদার অফিস থেকে বেরুবার সময় হেনরি মনে মনে ঠিক করেছিল সে রিচার্ড নরিসের অফিস হয়ে আসবে, কিন্তু সে বোধহয় ট্যাকসি ড্রাইভারকে ভুলে মেরির ফ্ল্যাটবাড়ির ঠিকানা বলেছিল। এতক্ষণ সে অন্যমনস্ক ছিল তাই খেয়াল করে নি ট্যাকসি কোন দিকে যাচ্ছে।

এসেই যখন পড়েছে তখন মেরির খবর নেওয়া যাক। বিকেলের চা খাওয়া হয় নি। রিচার্ডের সঙ্গে কাল দেখা করবে।

ঘরে ঢুকে দেখল ঘর অন্ধকার। সে ডাকল,

মেরি মেরি তুমি কোথায়?

কোন উত্তর নেই। বেডরুমে ঢুকে আলো জ্বালল। মেরি নেই। বাথরুমে দেখল, সেখানেও নেই। লিভিংরুমে ঢুকে আলো জ্বালল।

লিভিংরুমে যে শোফায় হেনরি ঘুমোয় সেই শোফায় মেরি উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে, পরনে গোড়ালী পর্যন্ত ঝুলওলা একটি শেমিজ হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে গেছে, সুডৌল দু'টি পা উন্মুক্ত।

হেনরি পাশে বসে তার কোমরে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে ডার্লিং? তোমার কামনা পূরণ না করে চলে গেলুম বলে রাগ হয়েছে? আমি ত পালিয়ে যাই নি, এই তো ফিরে এসেছি।

মেরি কোনো কথা বলছে না কিন্তু মুখ ত থমথম করছে না? অভিমান হয়ে থাকলেও তা এখন দুর হয়েছে, মানভঞ্জন করবার দরকার নেই।

যাবার সময় গাড়ি স্টার্ট নিল না, তারপর হেনরি যখন ট্যাকসিতে উঠতে যাচ্ছে তখন রিভলভার হাতে একজন তেড়ে এসেছিল এবং ইকেদার সঙ্গে তার কি কথাবার্তা হল সেসব হেনরি বলে গেল।

মেরি এতক্ষণ চুপ করে শুয়েছিল, একটাও কথা বলে নি। যেমন ভাবে শুয়েছিল সেই ভাবেই শুয়ে বলল, আমাকে একটা সিগারেট দাও ত।

হেনরি একটা সিগারেট মেরির ঠোঁটে ধরিয়ে দিয়ে লাইটার জ্বেলে অগ্নি সংযোগ করে দিল। কয়েকটা মৃদু টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে খুব আস্তে মেরি বলল।

সেই লোকটা, মানে সেই কোরিয়ান এসেছিল।

এসেছিল? কি করে তোমার ঘরে ঢুকল? ওদের কাছে নিশ্চয় মাস্টার কী আছে, তাই দিয়ে দরজা খুলে ঢুকেছিল নিশ্চয়।

হ্যাঁ তাই, তুমি বেরিয়ে যাবার ঠিক এক মিনিট পরেই এসেছিল, তখনও আমি খাটে শুয়ে, অঙ্গে বেশবাস কিছু নেই, আমি ভেবেছিলুম তুমি বুঝি ফিরে এলে।

তাহলে আমি যখন তোমাকে ফোন করলুম তখন লোকটা ঘরে ছিল।

না, তার মিনিটখানেক আগে বেরিয়ে গেছে, তারপর শোন, আমি ইভ হয়ে শুয়ে আছি, লোকটা সোজা আমার বেডরুমে চলে এসেছে, আমি লোকটাকে দেখে লজ্জা অপেক্ষা ভয়ও বেশি পেয়েছিলুম, তবুও তাকে বললুম।

তুমি মহিলাদের বেডরুমে না বলে ঢুকেছ কেন, কোনো রকমে বিছানার চাদর দিয়ে গা ঢাকা দিলুম, লোকটা বলল, থাক আর ন্যাকামি করতে হবে না।

লোকটা কেন এসেছিল? কি চায়? তোমার গায়ে হাত দিয়েছিল।

না, সেসব কিছু করে নি, সে বুঝতে পেরেছে যে আমাকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, তুমিই আমার আসল স্বামী পিটার এটাও ওরা বিশ্বাস করেছে, এখন ওরা তোমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চায়।

আমাকে ব্ল্যাকমেল করবে ? কি করে ?

ওরা সেই জাপানীর ডেডবডির একটা ফটো তুলেছে মানে এইঘরে, তারপর তুমি যখন ফু তাক ইয়ামের সঙ্গে পুঁটলিটা গাড়িতে তুলছিলে, লুকিয়ে তারও একটা ফটো তুলেছে, ওরা বলতে চাইছে যে জাপানীকে তুমি খুন করেছ, তুমি ওদের দলে না ভিড়লে নাকি পুলিশে খবব দেবে, ইয়ামও নাকি সাক্ষী দেবে।

এতে সুবিধে হবে না কারণ সমস্ত ঘটনা এখন জাপান সিক্রেট সারভিস জানে, ডেডবডি এতক্ষণে তাদের হেফাজতে চলে গেছে, লোকটা তোমার ফ্ল্যাটে আসবার আগে তোমার গাড়িখানা বিকল করে এসেছিল, ভেবেছিল বোধহয় আমি আবার ফিরে আসব এবং আমাকে রিভলভার দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করার ভয় দেখাবে, আমার তাই মনে হচ্ছে। তা ওরা আমাকে ব্ল্যাকমেল কবতে চায় কেন ? আমার কাছ থেকে কি খবর জানতে চায় ?

সে চায় ৫ নম্বর অ্যামেরিকান নেভি বেসে ঢোকবার একটা পাস, যাতে সে নেভিবেসে ঢুকে যত্র তত্র ঘুরে বেড়াতে পারে।

তাই নাকি ? ঠিক আছে। এবার যাছু পালাবে কোথায় ? এবার তাকে ঠিক ফাঁদে ফেলব। কোন তারিখের জন্যে পাস চেয়েছে ? কিছু বলেছে ?

হ্যাঁ, রবিবার রাত্তিরের জন্যে তার পাস চাই।

কোথায়, কখন পাস নেবে ?

বলেছে আমরা যেন পাস রেডি কবে রাখি, ওরা কাল রাত্তিরেব আগে একসময়ে ঠিক সংগ্রহ করে নেবে, হয়ত ফোন করবে।

খুব চালাক, আমি কাল সকালেই রিচার্ড নরিসের সঙ্গে পরামর্শ করে জাল পাতব, দেখি কি কবে পালায়।

তাহলে পাস দেবে ?

দেব বই কি।

তাহলে কর্নেল ইকেদা তোমাকে প্রশ্রয় দিল না ?

না, ধরা ছোঁয়ার ভেতরে গেল না। লোটাস বুঝি ওদের স্পাই তাও স্পষ্ট স্বীকার করল না।

মেরি আর কোনো প্রশ্ন করল না। সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছিল, সেটা অ্যাশ ট্রে-তে ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে শুল। হেনরি তার বুকের ওপর হাত রাখল। মেরি দু'হাত দিয়ে হেনরিকে বুকের ওপর টেনে নিল।

কোথা দিয়ে সময় কেটে গেছে ওরা টের পায় নি। এক সময়ে ওরা দু'জনে চমকে জেগে উঠল, রাত্রি দশটা বাজতে চলেছে।

হেনরির মনে পড়ল শিবুকি ক্লাবে যেতে হবে, লোটাস তার জন্যে অপেক্ষা করবে। সে বলল,

মেরি ওঠ, ড্রেস করে নাও, কোথাও চল ডিনার খেয়ে আসি. বারোটার সময় শিবুকি ক্লাবে যেতে হবে।

মেরি ওঠবার কোনো লক্ষণ দেখাল না, হেনরিকে আবার বুকের ওপর টেনে নিয়ে বলল, ঢের দেরি আছে, আমি ফোন করে বাড়িতে ডিনার আনিয়ে নিচ্ছি, তার আগে···

শনিবার সকাল।

রিচার্ড নরিসের অফিসে ঢুকে হেনরি দেখল যে রিচার্ড স্বয়ং এবং চার্লি প্যাঁচা মুখ করে বসে আছে। দু'জনে মিলে বাইরে কোথায় উইক-এণ্ড কাটাবার যে প্ল্যান করেছিল সেই প্ল্যান ভেস্তে গেছে তাই দু'জনেরই মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে।

ঘরে ঢুকতেই চার্লি বলল, গুড মর্নিং

রিচার্ডও ঐ রকম কি একটা উচ্চারণ করল, বোঝা গেল না।

হেনরি বলল, শনিবার সকালে তোমাদের বিরক্ত করছি এজন্যে আমি দুঃখিত কিন্তু উপায় নেই, ব্যাপারটা আর্জেন্ট, সেইজন্যে আমি আসতে বাধ্য হয়েছি।

কেন কি হল? রিচার্ড জিজ্ঞাসা করল।

চার্লি বাঁকা হাসি হেসে বলল, কি আবার হবে, কাল রাত্রে শিবুকি ক্লাবে লোটাস নামে সেই ছুঁড়িটার সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল কিন্তু হেনরি যায় নি আর সেই জন্যেই কোথায় কি গোলমাল হয়েছে তাই বাবু শনিবার ভোরে ছুটে এসেছেন, এখন তোমরা সামলাও।

চার্লির কথা হেনরি গ্রাহ্য করল না, ওর দিকে চাইল না পর্যন্ত, রিচার্ডকে বলল,

জাপান সিক্রেট সারভিস ফোন করেছিল নাকি?

হ্যাঁ কর্নেল তাকেশি ইকেদা বিরক্ত হয়েছে, আমার কাছে এই কিছু আগে ফোন করেছিল।

আরে রেখে দাও তোমার কর্নেল ইকেদা, সে বিরক্ত হল ত আমার ভারি বয়ে গেল, কাল আমি যখন তার সঙ্গে দেখা করতে গেলুম তখন সে আমার সঙ্গে মোটেই ভাল ব্যবহার করে নি, আমাদের বা আমার সঙ্গে তার কাজ করার ইচ্ছে নেই।

ইকেদার কথাগুলি ভেংচি কেটে হেনরি বলল "আমি আমার কর্তার সঙ্গে কথা বলব, ফলাফল কি হবে তা লোটাস তোমাকে জানিয়ে দেবে, আমরা কেসটার বিষয় কিছু জানি না, আমরা শুধু সন্দেহের বসে কাজ করে যাচ্ছি..." এই ত তোমার কর্নেল ইকেদা।

আরে জাপানী চরিত্রই ঐ রকম, তুমি ভুল করলে হেনরি, ওরা ধরা ছোঁয়া দেয় না, ঐ ভাবে কথা বলে কিন্তু কাজে ওরা ভীষণ সিরিয়াস, ওরা আমাদের সঙ্গে নিশ্চয় কাজ করবে, তুমি ঘাবড়িও না।

সে আমি কি করব বল, হতে পারে আমি ভুল বুঝেছি কিন্তু তোমারও উচিত ছিল আমাকে আগে সমঝে দেওয়া।

যাক এখন তুমি কি করবে?

কি আর করব? কিছুই না

কিছুই করবে না? বল কি? রিচার্ড বলল।

ইকেদাকে এখন বাদ দাও, আমার হাতে জরুরী কাজ আছে. সেজন্যে আমি এসেছি।

কাজটা কি মেরিকে নিয়ে? ব্যঙ্গ হাসি হেসে বলল চার্লি।

রোষ কষায়িত নেত্রে চার্লির দিকে চেয়ে হেনরি বলল, চার্লি চুপ কর, এখন আমার মেজাজ ভাল নেই, বেশি কথা বললে তোমাকে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেব।...

বাধা দিয়ে রিচার্ড বলল, আরে ওর কথা বাদ দাও, তোমার কি বলবার আছে বল আমি শুনছি। রিচার্ড সিগারেট ধরাল।

আমি কাল যে সময়ে তাকেশি ইকেদার সঙ্গে কথা বলছিলুম সেই সময়ে সেই কোরিয়ান মেরির ফ্ল্যাটে এসেছিল।

এবার কি বলেছে? লোকটা সর্বদা তোমাদের ওপর নজর রাখছে, তুমি বেরিয়ে যেতেই মেরির ফ্ল্যাটে ঢুকেছে।

হ্যাঁ, সে এখন আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চায়, কারণ মেরিকে ব্ল্যাকমেল করা গেল না, আমরা সব জেনে গেছি। আমাকে ব্ল্যাকমেল করার জন্যে নিহত সেই জাপানী ও আমাকে জড়িয়ে কয়েকটা ফটো তুলেছে। সেই ফটো ওরা পুলিশকে দেবে যদি না আমি ওদের ৫ নম্বর অ্যামেরিকান নেভি বেসে ঢোকবার জন্যে একটা পারমিট যোগাড় করে দিই।

রিচার্ড নরিস সব শুনল কিন্তু কোনো আগ্রহ প্রকাশ করল না, মনে হল যেন হেনরির কথার সে একটুও গুরুত্ব দিচ্ছে না। সে নীরবে সিগারেট টানতে লাগল। সিগারেট টানাই যেন এখন তার একমাত্র কাজ।

হেনরি থামে নি, সে বলছে, আমার মনে হয় কোরিয়ানটাকে পারমিট দেওয়া ভাল তবে শুধু ৫ নম্বর বেসের জন্যে এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে, ওকে ধরবার জন্যে আমরা ফাঁদ পাতব।

রিচার্ড তবুও চুপ করে আছে। সে চুপ করে আছে দেখে হেনরিও চুপ করল।

সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছিল, সেটা ছাইদানীতে গুঁজতে গুঁজতে রিচার্ড বলল: আমার ধোঁকা লাগছে, ৫ নম্বর নেভাল বেসে আমাদের গোপনীয় কিছু নেই, বলতে গেলে ফাঁকা পড়ে আছে।

গোপন যে কিছু নেই তা হয়ত লোকটা জানে না, দেখাই যাক না সে এসে কি করে, আমরাও ত তাকে ধরার একটা সুযোগ পাব।

দেখ হেনরি আমার মনে হচ্ছে ঐ কোরিয়ান এজেন্ট অত্যন্ত ধূর্ত, সে বড় রকম একটা ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে কেন? সে কি জানে না তাকে আমরা ধরবার চেষ্টা করব?

রিচার্ড নরিসকে খুব চিন্তিত মনে হল। সে আর একটা সিগারেট ধরাল, তারপর বলল,

হেনরি আমি আপাততঃ অন্য একটা প্রসঙ্গে যাচ্ছি। তুমি গত বুধবার থেকে মেরির স্বামী সেজে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করছ কিন্তু মেরির আচার-ব্যবহারে কথাবার্তায় বিশেষ কিছু কি লক্ষ্য করেছ?

তোমার কথা ঠিক ধরতে পারলুম না।

আমার মনে হচ্ছে মেবির আর একটা অস্তিত্ব আছে, ও আমাদের সঙ্গে খেলা করছে।

কি খেলা? সেটা ত স্বাভাবিক, এতদিন স্বামী ছেড়ে আছে তারপর হালে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল, এতে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে পারে।

তুমি কি মেরিকে ভালবেসে ফেলেছ?

না, তবে ভাল লেগেছে, ডজন ডজন যুবতীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার ফলে এখন আর কাউকে ভালবাসতে পারি না, তবে সুন্দরী যুবতী দেখলে আমার লালসা তীব্র হয়।

আমি মেরি সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছি, আমাদের দিল্লি এমব্যাসিতে রেডিও মেসেজ পাঠিয়েছিলুম, মেরি আমাদের কাছে মিথ্যা কথা বলেছে, ওর স্বামী পিটার কুকের সঙ্গে অনেক আগে ডিভোর্স হয়ে গেছে।

এটা কি তোমরা আগে জানতে না?

চাকরীতে নিয়োগের সময় ওর মুরুব্বির জোর ছিল, সেজন্যে ওর

বিষয়ে পুলিস ইনকুয়ারি হয় নি, ডিভোর্স ত হতেই পারে কিন্তু সেটা মেরি আমাদের জানায় নি কেন ? এইখানে আমার আপত্তি। এখানে চাকরিও করছ, প্রাক্তন স্বামীর কাছ থেকে একটা মাসোহারাও আদায় করেছ, এটা ত ঠিক নয়, তুমি সাবধানে কথাবার্তা বোলো।

স্ট্রেঞ্জ, ঠিক আছে, তুমি আমাকে সাবধান করে দিয়ে ভাল করেছ।

আরও খবর পেয়েছি। দিল্লিতে সে কিছু কেলেংকারিও করেছে যেজন্যে স্বামীর সঙ্গে ডিভোর্স হয়েছে।

যাক মহিলাকে চেনা গেল, আমিও সেইভাবে চলব।

বেশ। এবার প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করা যাক মানে ^ নম্বর নেভাল বেসের ব্যাপারটা কি ? দেখাই যাক না ওরা কি দেখবে, ঐ বেসে ত আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই, সিক্রেটও কিছু নেই। আমি রবিবার বেলা ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সময়ের জন্যে পারমিট ইস্যু করিয়ে দিচ্ছি কিন্তু মেরি পারমিটটা কোরিয়ানের কাছে কি করে পৌছে দেবে ?

—সে মাথাব্যাথা মেরি ও সেই কোরিয়ানের।

পারমিটটা আমি এমন ভাবে তৈরী করে দিচ্ছি যেন মেরি ওটা আমাদের দফতর থেকে হাত সাফাই করেছে, আমরা যেন কিছু জানি না এবং মেরি যেন এই কথাই কোরিয়ানকে বলে। কাল রবিবার, নেভাল বেস খালি থাকবে। আমি ইউ এস নেভির সঙ্গে পরামর্শ করে কাল বেলা ১২টা থেকে লোক মোতায়েন রাখবার ব্যবস্থা করছি।

তাহলে এমন এক্সপার্ট লোক রেখো যে বা যারা ঐ কোরিয়ান বেস থেকে বেরোনর সঙ্গে সঙ্গে তার অজ্ঞাতে তাকে ফলো করে তার আস্থানাটা দেখে আসতে পারে।

সে ব্যবস্থা আমার ওপর ছেড়ে দাও, সবদিক দিয়ে আমি পাকা ব্যবস্থা রাখব, ঐ কোরিয়ান কিছু টের পাবে না।

হেনরি বলল তা আমি জানি।

শোনো হেনরি, তোমার একটা কাজ বাকি আছে, তুমি একবার কর্ণেল তাকেশি ইকেদাকে ফোন করে বলে দাও কাল রাত্রে লোটাসের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে শিবুকি ক্লাবে যেতে পারনি কেন।

হ্যাঁ আমি ফোন করছি, তুমি তাহলে পাসটা রেডি করার ব্যবস্থা কর।

হেনরি পাশের ঘরে গেল ইকেদাকে ফোন করতে আর রিচার্ড ইন্টারকমে তার একজন সেক্রেটারিকে ডেকে কি সব নির্দেশ দিল।

ইকেদাকে ফোন করে হেনরি অনেক মাপ চাইল এবং বলল কাল একটা অ্যাকসিডেন্টের জন্যে সে যেতে পারে নি ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইকেদা বলল, ঠিক আছে তবে কিনা স্বার্থটা তোমারই বেশী, যাই হক আমরা মিসেস মেরি কুক সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি সেগুলো আমরা মিঃ নরিসকে জানিয়ে দোব, আজ এই পর্যন্ত।

ফোন করে হেনরি কাছে একটা হোটেল থেকে বিয়ার পান করে আবার যখন রিচার্ড নরিসের অফিসে ফিরে এল তখন পারমিট রেডি হয়ে গেছে। পারমিটখানা হেনরিকে দিয়ে রিচার্ড বলল, হারিয়ো না যেন।

মেরির ফ্ল্যাটে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে মেরি জিজ্ঞাসা করল, পারমিট পেয়েছ ?

পেয়েছি বই কি, এই নাও, কাল রবিবার বেলা ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সে ৫ নম্বর নেভি বেসে ঘুরতে পারবে।

পারমিটখানা হাতে নিয়ে, মেরি বলল, কোরিয়ানটা আমাকে ফোন করেছিল, আসাকুসা স্টেশনের বাইরে আর অ্যাভিনিউতে সে আজ বিকেল ছ'টার সময় আমার জন্যে অপেক্ষা করবে।

শোনো, লোকটাকে তুমি বলবে পারমিটখানা তুমি হাত সাফাই করে বাগিয়ে এনেছ, নেভাল ডিপার্টমেন্ট এ বিষয়ে, কিছু জানে না।

একথা কেন বলব ?

তাহলে লোকটা ভাববে যে তার ওপর কেউ নজর রাখবে না।

তাই বলব, তাহলে চল আমরা বেরিয়ে পড়ি।

এখন কোথায় যাবে, সে ত বিকেল ৬টায়, আমরা ত এখনও লাঞ্চই খাই নি।

দেখেছ ? আমি কিরকম নারভাস হয়ে পড়ছি, তাহলে চল এখন কোথাও লাঞ্চ করে আসি।

তুমি ড্রেস করে এস আমি ততক্ষণ রিচার্ড নরিসকে ফোন করে জানিয়ে দিই।

রিচার্ডকে ফোন করে হেনরি মেরির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। বেডরুম থেকে মেরি বেরিয়ে এল। খুব খাটো ও টাইট-ফিটিং সিলকের একটা ফ্রক পরেছে। শরীরে ঢেউ খেলছে, স্তনযুগল, নিতম্ব, সরু কোমর সবই সুস্পষ্ট।

হেনরি বলল, আরেব্বাস, নক-আউট ফিগার। রাস্তায় ভিড় জমে যাবে।

লাঞ্চ খেয়ে ফিরে এসে সারা দুপুরটা ওরা গল্প করে কাটাল। বিকেলের চা খেয়ে আসাকুসা স্টেশনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল।

ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে লিফটের দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসে মেরি বলল, দাঁড়াও।

কি হল ?

গাড়ির চাবি নিতে ভুলে গেছি।

নিয়ে এস, পারমিটখানা নিয়েছ ত ?

তা নিয়েছি, আমার হ্যাণ্ডব্যাগেই আছে।

মেরি আবার ফ্ল্যাটের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গাড়ির চাবি নিয়ে বেরিয়ে এল।

নিচে নেমে গ্যারাজ থেকে গাড়ি বার করে মেরি বলল, আমি গাড়ি চালাব।

তাই চালাও।

মেরি বেশ ভালই গাড়ি চালায়। মাইল দুই যাবার পর একটা কাণ্ড ঘটল। গাড়ি বেশ যাচ্ছিল, রাস্তায় ভিড় বেশি ছিল না, কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে হুড়মুড় করে সামনে একটা লরি এসে পড়ল। লরিটাকে পাশ কাটাতে মেরি রাস্তার ধারে একটা রেলিঙে ধাক্কা মারল।

পাশেই ছিল বাস স্ট্যাণ্ড। কিছু লোক বাসের জন্যে অপেক্ষা করছিল। ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেল। লরিটা কিন্তু দাঁড়ায় নি, সেটা চলে গেছে, সে ত কোথাও ধাক্কা লাগায় নি।

কোথা থেকে দু'জন পুলিস এসে হাজির, রেলিঙে কেন ধাক্কা মারলে? রেলিং ত ভাঙে নি তবুও পুলিস মেরির ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখল, নম্বর নোট করল, মেরির একটা বিবৃতিও নিল। এই সময়ে দু'জনকে গাড়ি থেকে নামতে হয়েছিল।

পুলিসের কাজ শেষ হতে আবার ওরা গাড়িতে উঠল। মাইল খানেক যাবার পর রাস্তার একধারে মেরি গাড়ি থামাল।

কি হল থামলে যে?

মুখখানা একটু ঠিক করে নোব।

গাড়িতে ওঠবার সময় মেরি হ্যাণ্ডব্যাগটা তার পাশেই নামিয়ে রেখেছিল। হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে কমপ্যাক্ট বার করবার জন্যে সিটের পাশে হাতড়াতে লাগল। কিন্তু কোথায় হ্যাণ্ডব্যাগ? নেই। সারা গাড়ি তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল কোথাও নেই। যে জায়গায় রেলিঙে গাড়ি ধাক্কা মেরেছিল ওরা আবার সেখানে ফিরে গেল। হ্যাণ্ডব্যাগের কোনো পাত্তা নেই।

মেরির মুখ শুকিয়ে গেল। হেনরি বিরক্ত। হ্যাণ্ডব্যাগের ভেতরে ছিল ৫ নম্বর নেভি বেসের পারমিটখানা।

হেনরি বলল, কি আর হবে? এখন আর আসাকুসা স্টেশনে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। তোমাকে সেই কোরিয়ান রাত্রে

নিশ্চয় ফোন করে পারমিটের কি হল জানতে চাইবে, তখন বোলো গাড়ি থেকে পারমিট খোয়া গেছে।

মেরি মুখ ভার করে গাড়ির মুখ ঘোরালো। ওরা একটা হোটেলে ডিনার খেয়ে বাড়ি ফিরে এল।

রাত্রে একটা টেলিফোন এল। না সেই কোরিয়ান নয়, রিচার্ড নরিস, সে জানতে চাইছে মেরি ও হেনরি কেন আসাকুসা স্টেশনে গেল না। মেরির হাত থেকে ফোন নিয়ে হেনরি সব জানাল।

রিচার্ড নরিস বলল, তাহলেও আমরা কাল রবিবার ৫ নম্বর নেভাল বেসে পাহারা রাখব। আমাদের যেমন ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা বজায় থাকবে, নড়চড় হবে না। সেই কোরিয়ান মেরিকে এখনও যখন ফোন করে নি তখন অনুমান করা যেতে পারে যে পারমিট তার হাতে পৌঁছে গেছে।

রবিবার।

৫ নম্বর ইউ এস নেভি বেস।

একটা বেজে গেছে।

৫ নম্বর নেভি বেসের ভেতরে একটা ঘরে ওরা চারজন বসে আছে। ৫ নম্বর বেসের সিকিউরিটি অফিসার, চার্লি, মেরি এবং হেনরি। ওরা এমন একটা ঘরে বসে আছে যেখান থেকে নেভাল বেসে ঢোকবার ও বেরোবার গেট স্পষ্ট দেখা যায় কিন্তু বাইরে থেকে ওদের দেখা যাবে না।

মেরিকে আনা হয়েছে সেই কোরিয়ানকে সনাক্ত করবার জন্যে কারণ একমাত্র মেরি তাকে চেনে। হেনরিও তাকে একবার দেখেছে কিন্তু দূর থেকে, মেরির মতো কাছ থেকে নয়।

একটা ত বেজেই গেছে, দু'টোও বেজে গেল কিন্তু কেউ ত এখনও এল না? তাহলে কোরিয়ান পারমিট পায় নি। গেটে অবশ্য বলা আছে যে কোনো লোক পারমিট নিয়ে প্রবেশ করলে যেন খবরটা

সিকিউরিটি অফিসারকে ফোন করে জানিয়ে দেওয়া হয়। ছ'টো বেজে গেল কিন্তু কোনো ফোন এল না। তখন ওরা চারজনে সম্ভাব্য বিষয় নিয়ে নানারকম আলোচনা করতে লাগল।

চার্লি বলল, নাও ওঠ, পাততাড়ি গোটাও, সে মক্কেল আজ আর দর্শন দেবেন না

হেনরি বলল, পাঁচটা পর্যন্ত পারমিটে টাইম দেওয়া আছে, সে ততক্ষণ বসে থাকবে, মেরিকেও যেতে দেবে না ; চার্লি তোমার ইচ্ছে হয় তুমি যেতে পার।

মেরি বলল, ক্ষিদে পেয়ে গেল, সেই কখন লাঞ্চ খেয়েছি।

সিকিউরিটি অফিসার বলল, আমি স্যাণ্ডউইচ আর কফি আনতে বলেছি, একটু অপেক্ষা কর এখনি এসে যাবে।

চার্লি বলল, হ্যাম স্যাণ্ডউইচ ত ? আমি তাহলে বসে যাচ্ছি।

ঝন ঝন করে ফোন বেজে উঠল। সিকিউরিটি অফিসার ফোন ধরল। কার সঙ্গে যেন কথাবার্তা হল। তারপর রিসিভার নামিয়ে রাখল।

চার্লি জিজ্ঞাসা করল, কে ফোন করছিল ?

আর বল কেন ? একটা সেলর মাতাল হয়েছে, সঙ্গে এনেছে একটা জাপানী ছুঁড়ি, তাকে নিয়ে সে জাহাজে উঠবে। সিকিউরিটি গার্ডরা ছুঁড়িটাকে ভাগিয়ে দিয়ে সেলরটাকে লক আপে বন্ধ করে রেখে খবরটা আমাকে জানিয়ে দিল।

ইতিমধ্যে প্রচুর স্যাণ্ডউইচ ও কফি এসে গেল। ওরা সেগুলির সদ্ব্যবহার করতে লাগল।

কয়েক মিনিট পরে আবার ফোন বাজল। এবার সিকিউরিটি অফিসার ফোন ধরল না, চার্লি ধরল।

কথা শুনতে শুনতে চার্লির মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। তার শেষ কথাটা শোনা গেল, তাহলে আমরা চলে যাই, বসে থেকে আর কি হবে।

চার্লি ফোন নামিয়ে রাখল। কফির কাপ সকলের হাতেই রয়ে গেল। নিশ্চয় গুরুতর কিছু ঘটেছে। রিসিভার নামিয়ে রেখে চার্লি হতাশ হয়ে ধপ করে বসে পড়ল।

হেনরি জিজ্ঞাসা করল, কি হল চার্লি?

হবে আবার কি? রিচার্ড ফোন করছিল, আমাদের কোরিয়ান মক্কেল মশাই আমাদের গালে চড় মেরেছেন। তিনি পারমিট ৫ নম্বরের ৫টি পালটে ৩ নম্বর করেছেন এবং বেলা ঠিক ১টার সময় তিন নম্বর নেভাল বেসে ঢুকে ঘুরেঘারে সব দেখে গেছেন। এই বেসে অনেক কিছু সিক্রেট আছে। একটা সাবমেরিন দেখে গেছে, সেটা তখন জলের ওপরে ছিল, এই সাবমেরিনটার বিশেষত্ব হল যে জলে ডুবে থাকা অবস্থায় নিউক্লিয়ার রকেট নিক্ষেপ করতে পারে। এটি গোপন রাখা হয়েছিল।

রিচার্ড কি করে জানতে পারল? হেনরি জিজ্ঞাসা করল।

নিয়ম হচ্ছে যে কোনো ভিজিটর নেভাল বেস ছেড়ে যাবার সময় গেটে রেজিস্টারে সই করে যেতে হয়। আমাদের মক্কেল সই না করে পারমিটখানা জমা দিয়ে গেছে।

ইস লোকটা কি রকম ধূর্ত দেখ। সে জানত ৩ নম্বর নেভি বেসের পারমিট চাইলে সে পাবে না কিন্তু ৫ নম্বরকে ৩ নম্বরে রূপান্তরিত করা সহজ তাই সে ৫ নম্বর বেসের পারমিট চেয়েছিল, জানত সেটা চাইলে পাওয়া যাবে এবং অনায়াসে কাজ হাসিল করা যাবে, হেনরি বলল।

চার্লি বলল তাহলে আর বসে থেকে কি হবে, চল বাড়ি যাই।

মেরি কেঁদে ফেলল, এজন্যে সেই যেন দায়ী।

হেনরি ও মেরি তাদের ফ্ল্যাটে ফিরে এসেছে। দু'জনেই রীতিমতো বিমর্ষ। হেনরির মনে হল চার্লিই ঠিক বলেছে, লোকটা তাদের গালে একটা চড় মেরেছে।

অপমান আর জ্বালা ভোলবার জন্যে ওরা দু'জনে বসে ড্রিংক করতে আরম্ভ করল। মেরি একটু বেশি পরিমাণে। হেনরি কিছুতেই এই অপমান ভুলতে পারছে না। সে এই হার স্বীকার করবে না, প্রতিশোধ নেবে।

অবশ্য এই মুহূর্তে হেনরি খুব দমে গেছে। আগেও যে সে কোনো বেকায়দায় পড়ে নি তা নয় কিন্তু এমন শোচনীয় ভাবে সে কখনও ব্যর্থ হয় নি। তার মন এতদূর খারাপ হওয়ার কারণ যে এই কেসটা সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিয়েছিল মেরির রূপে আকৃষ্ট হয়ে।

মনে মনে সে মেরির ওপর বিরক্ত হল। মেরিকে তার আর ভাল লাগছে না।

ড্রিংক করতে করতে মেরি তার দেহ থেকে প্রায় সব পোশাক খুলে ফেলেছে. খালি সামান্য যে দু'টি টুকরো তার নিম্নাঙ্গ ও ঊর্ধাঙ্গ আবৃত করে রেখেছে সে দু'টি টুকরো ফেলে দিলেই সে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে যাবে।

মেরির ওপর বিরক্ত হওয়ার তার একটা কারণ হল যে সে তাদের কাছে অনেক মিথ্যা কথা বলেছে। বিশেষ করে তার বিবাহ-বিচ্ছেদের কথাটা স্রেফ চেপে গেছে।

গেলাস হাতে মেরি হঠাৎ বলে উঠল, হেনরি ডার্লিং আমি তোমাকে ভীষণভাবে ভালবেসে ফেলেছি। তুমি সত্যিই একটা পুরুষের মতো পুরুষ; রীতিমতো হি-ম্যান, তুমি আমাকে দারুণ সুখ দিয়েছ।

হেনরি কোনো জবাব দিল না। মেরিকে এখন তার ভাল লাগছে না। সে নিজের চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত। জাপানে তাদের এত বড় সংগঠন রয়েছে, সুদক্ষ ও তৎপর এজেন্ট হিসেবে তারও যথেষ্ট সুনাম রয়েছে অথচ ঐ লোকটা শুধু নেভি বেসটা দেখে গেল না; তাদের কিছু সিক্রেটও জেনে গেল, বিশেষ করে সাবমেরিনটার খবর জেনে গেল। এরপর কি মেজাজ ঠিক থাকে?

মেরি কিন্তু বক বক করে যাচ্ছে—হেনরি হেনরি, আমি একটা মাদী কুত্তা। সব দোষ আমার। আমি যদি গাড়িখানা ঠিকভাবে চালাতে পারতুম তাহলে রেলিঙে ধাক্কা দিতুম না আর হ্যাণ্ডব্যাগটাও চুরি হত না।

আহা কি কথাই বললে, তুমি যদি ঠিক ভাবে গাড়ি চালিয়ে সেই কোরিয়ানের সঙ্গে দেখা করে তার হাতে পারমিট খানি তুলে দিতে তাহলে কি সে ৫ নম্বরকে ৩ নম্বর করত না এবং এইটেই ত তার মূল প্ল্যান ছিল।

আমি কিসস্যু না, একটা বিচ, তোমরা বল আমার রূপ আছে, ছাই আছে, থাকলে সেই লোকটাকে ভুলিয়ে ঘোল খাওয়াতে পারতুম না?

মেরি তুমি ঘুমোওগে যাও, মাতাল মেয়ে আমি সহ্য করতে পারি না।

না না আমি মোটেই মাতাল হই নি। আমার কথা কি জড়িয়ে গেছে? আমি কি টলছি? আমি তোমাকে ভীষণ ভালবাসি হেনরি।

মেরি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না, কথা বেশ জড়িয়ে গেছে। হেনরি তাকে কাছে টেনে নিয়ে তার পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, না না তুমি ঠিক আছ, এখন শুয়ে পড়।

তাহলে তুমিও শোবে চল······

দরজায় ঘণ্টা বেজে উঠল। দুজনেই চমকে উঠল।

রাত্রি বারোটা বেজে গেছে, এখন কে আসতে পারে?

দরজা খোলবার জন্যে হেনরি এগিয়ে গেল কিন্তু মেরি বাধা দিয়ে বলল, হেনরি যেয়ো না, সেই লোকটা নিশ্চয় এসেছে, আমাদের খুন করবে।

দূর বোকা, সে আসবে কেন? তার কাজ সহজে উদ্ধার হয়েছে, সে এখন আরামে ঘুমোচ্ছে।

মেরির কথা হেনরি শুনল না। দরজার কাছে মুখ রেখে সে জিজ্ঞাসা করল, কে? কি চাই?

বাইরে জাপানী ভাষায় কে কি বলছে। জাপানী ভাষায় যখন কথা বলছে তখন এ নিশ্চয় ওপরতলার প্রতিবেশী ফু তাক ইয়াম।

ঠিক তাই। হেনরি দরজা খুলল, কাঁচুমাচু মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে মূর্তিমান।

ভেতর থেকে মেরিও তাকে দেখতে পেয়েছে। সে তার প্যান্টি ও ব্রা-এর ওপর একটা শার্ট গলিয়ে এগিয়ে এসে জাপানী ভাষায় জিজ্ঞাসা করল

এত রাত্রে কি খবর মিস্টার ফু তাক ইয়াম ?

এক বোতল হুইস্কি যদি ধার দাও মিসেস কুক, আমি কাল সকালে দোকান খুললেই তোমাকে এনে দোব, পেটে একটু হুইস্কি না পড়লে আমার বা মিসেসের ঘুম আসবে না।

এই কথা ? তুমি ভেতরে এস।

ইয়াম যাতে ভেতরে ঢুকতে পারে সেজন্যে হেনরি দরজার বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। ইয়ামকে নিয়ে মেরি কিচেনে গেল। হেনরি দরজা বন্ধ করে দিল।

হেনরির মেজাজ অনেকক্ষণ থেকেই খারাপ হয়ে আছে। তার ইচ্ছে হল রাস্তায় গিয়ে তাজা হাওয়ায় একটু পায়চারি করে এলে মন্দ হয় না। ঘরের ভেতর যেন গুমোট, তার ওপর মেরির সান্নিধ্য তার এখন ভাল লাগছে না।

হেনরি সিঁড়ি দিয়েই নিচে নেমে গেল। বাইরে হাল্কা কুয়াশা, অস্পষ্ট আলো, আবছা গাছ, যেন সিনেমার ছবি দেখছে। বেশ ভালই লাগল।

সামনে ওটা কার গাড়ি ? মেরির গাড়ি না ? হ্যাঁ মেরির গাড়ি। রাত্রে ওর গাড়ি রাস্তায় পড়ে থাকে নাকি ? হেনরি পকেটে হাত দিয়ে দেখল গাড়ির চাবি ভাগ্যক্রমে তার পকেটে আছে। কিন্তু গাড়িটা ওখানে এল কি করে ও কখন ? ওরা তো নেভি বেস থেকে ফিরে গাড়ি গ্যারাজে তুলে দিয়েছিল ?

পরে চিন্তা করা যাবে। শিবুকি ক্লাব এখনও বন্ধ হয়নি। লোটাসের সঙ্গে দেখা করে এলে হয়, দেখা করা অবশ্যই দরকার, কথা দিয়েও কাল যায় নি, ইকেদা বিরক্ত হয়েছে। লোটাসের সঙ্গে দেখা করে ক্ষমা চাওয়া উচিত।

হেনরি গাড়িতে উঠে বসল এবং স্টার্ট দিয়ে গাড়ি চালাতে আরম্ভ করল।

শিবুকি ক্লাবে পৌছে দেখল ক্লাব বন্ধ হওয়ার মুখে। গাড়ি পার্ক করে ক্লাবের ভেতরে ঢুকে সামনে একজন ওয়েটারকে দেখতে পেয়ে তার হাতে কিছু ইয়েন গুঁজে দিয়ে লোটাসকে ডেকে দিতে বলল, বলবে পিটার কুক ডাকছে।

কাছে একটা চেয়ারে বসে হেনরি অপেক্ষা করতে লাগল। দেখা যাক লোটাসের সঙ্গে কথা বলে মেজাজটা ভাল করা যায় কিনা।

মিনিট পাঁচেক পরে লোটাস এল। পরেছে হলুদ রঙের একটা ফ্রক। সিল্কের ফ্রকটা দেহের খাঁজে খাঁজে সেঁটে বসেছে, দেখাচ্ছে গর্জাস।

হেনরি উঠে দাঁড়াল। লোটাসের হাত ধরে প্রথমেই ক্ষমা চাইল, বলল এমন একটা ব্যাপার হঠাৎ ঘটে গেল যে আমি কিছুতেই আসতে পারলুম না।

ঠিক আছে, ঠিক আছে, অত করে বলতে হবে না, বুঝেছি অন্য কোন মেয়ের পাল্লায় পড়েছিলে আর কি ?

কি করে জানলে ?

আমরা মেয়েরা তোমাদের কথা বলার ধরন দেখলেই বুঝতে পারি।

লোটাস তুমি তাজা লোটাসের চেয়েও বিউটিফুল ও স্যুইট, চল কোথাও যাওয়া যাক।

যাবে ? তুমি যে কোরিয়ানকে খুঁজে বেড়াচ্ছ তার কাছে যাবে ? আমি নিয়ে যেতে পারি !

পার ? তাহলে চল যাই।

বেশ, তাহলে আমাকে কিছু ইয়েন দাও ত কারণ এখানে আমাকে একটা পেমেণ্ট করতে হবে।

হেনরি লোটাসের হাতে কিছু ইয়েন দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, এতে হবে ?

হবে, একটু ওয়েট কর, আমি এখনি আসছি।

হেনরি সেই চেয়ারে বসেই অপেক্ষা করতে লাগল। হেনরি আবার নিজের মধ্যে ফিরে এসেছে, তার মেজাজ ভাল হয়েছে। লোটাসকে একবার জড়িয়ে ধরতে পারলে তার পুরো কর্মশক্তি আবার ফিরে আসবে, দরকার হলে সেই কোরিয়ানের সঙ্গে মারামারি করতেও পারবে।

লোটাস এসে গেল, জিজ্ঞাসা করল।

তোমার গাড়ি আছে ?

আছে, হেনরি উত্তর দিল।

আমরা যাব গিনজাতে, 'রেড লায়ন' ক্লাবে, সেখানে তার দেখা পাওয়া যাবে, জোরে গাড়ি চালাবে, ক্লাব যে কোনো সময়ে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

দশটার মধ্যে ওরা গিনজায় পৌঁছে গেল। এই পাড়ায় নাইট-ক্লাব, আর অ্যামেরিকানরা গিজ গিজ করছে। চারদিক আলোয় আলো। জাপান অ্যামেরিকাকে অনুকরণ করতে করতে তাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

হেনরি ভাবছে কোরিয়ানটা কেমন হতে পারে ? কি রকম মানুষ ?

একটা বাড়ির সামনে লোটাস গাড়ি থামাতে বলল। ওরা দু'জন গাড়ি থেকে নেমে একটা কাঠের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠল। সামনে বড় কাঁচের দরজা, বন্ধ। কাঁচের ওপর সোনালী অক্ষরে লেখা আছে রেড লায়ন'।

লোটাস দরজা খুলতেই তীব্র জাজ সঙ্গীত ওদের কানে আঘাত করল। ভেতরে সব পুরুষ অ্যামেরিকান, দু'চারজন জাপানী আছে, তবে যত মেয়ে রয়েছে সব জাপানী।

পোশাকে টিপটপ একজনের দিকে লোটাস এগিয়ে চলল। হেনরি চিনতে পারল, এই ত সেই কোরিয়ান। তার পাশে একটি জাপানী মেয়ে বসে কিছু পান করছে, উগ্র প্রসাধন, উগ্রতম পোশাক।

হেনরিও লোটাসকে অনুসরণ করে চলল। দু'জনেই সেই কোরিয়ানের সামনে দাঁড়াল। লোটাস পরিচয় করিয়ে দিল।

ইনি হলেন হিরোশি মিকি, আর ইনি পিটার কুক।

মিকি উঠে দাঁড়িয়ে কোমর বাঁকিয়ে বাও করল। সেই অবস্থাতেই পাশের মেয়েটিকে কি বলল, সে উঠে চলে গেল।

বাও করে হেনরির সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল। খবরাখবব জিজ্ঞাসা করল। লোটাস মিষ্টি মিষ্টি হেসে বলল, মিকি কিন্তু কোরিয়ান নয়, জাপানী।

মিকি বলল, ঠিক যেমন ইনি পিটার কুক নন, ইনি হলেন হেনরি পিয়ার্স।

মিকির সৌজন্যে হেনরি মুগ্ধ। মিকি বলল।

কর্নেল ইকেদা তোমার কথা আমাকে বলেছেন। আশা করছিলুম তোমার সঙ্গে আমার শীগগির দেখা হবে তবে কোথায় ও কিভাবে তা জানতুম না। যাক ভালই হল, থ্যাংক ইউ লোটাস।

হেনরি যেন ছাদ থেকে পড়ল, এ বলে কি? হেনরি ত একে শত্রুপক্ষের লোক মনে করেছিল।

আমতা আমতা করে হেনরি বলল, কিন্তু কর্নেল ইকেদা বলেছিলেন যে তিনি তোমাকে চেনেন না।

অর্কেষ্ট্রা খুব জোরে বাজছে। দু'জন অ্যামেরিকান ছোকরা উলঙ্গ হয়ে নাচছে। কথা ভাল শোনা যাচ্ছে না।

মিকি বলল, এখানে বড় গোলমাল, কথা শোনা যাচ্ছে না, চল বাইরে যাই। ওরা তিনজন রাস্তায় নেমে এল।

কাছেই একটা ছোট্ট পার্ক। মিকি বলল, চল পার্কের ভেতরে যেয়ে একটা বেঞ্চে বসে কথা বলা যাবে। পার্ক ত নয় যেন একটা সাজানো বাগান।

একটা বেঞ্চে বসে পকেট থেকে সিগারেট কেস বার করে মিকি প্রথমে লোটাসকে, পরে হেনরিকে সিগারেট দিয়ে নিজেও একটা নিল। লোটাস লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিল।

ধোঁয়া ছেড়ে মিকি বলল, আমাকে কর্নেল ইকেদা বলে দিয়েছেন তোমার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে, তুমি কি জানতে চাও বল।

আমি ত অনেক কিছু জানতে চাই, আমি ত প্রথমে ভেবেছিলাম তুমি একজন নর্থ কোরিয়ান এবং রাশিয়ার কেজিবি-এর সঙ্গে যুক্ত।

তাহলে তোমাদের ধোঁকা দিতে পেরেছি ?

তা পেরেছ, আচ্ছা তোমার সঙ্গে মেরি কুকের প্রথমে কি ভাবে যোগাযোগ হল।

মিকি বলল, কর্নেল একদিন আমাকে ডেকে বললেন যে তার সন্দেহ হচ্ছে যে অ্যামেরিকান ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের ডোনাল্ড জ্যাকসনের সেক্রেটারী মিসেস মেরি কুকের সঙ্গে বিদেশী কোনো রাষ্ট্রের যোগাযোগ আছে, মেয়েটি ঐ রাষ্ট্রকে গোপনে কিছু খবর সরবরাহ করে, তুমি মেয়েটির ওপর নজর রাখ। আমাদের সন্দেহ সত্যি হলে আমরা মেয়েটিকে ডবল এজেন্ট হতে বলব।

মিকি বলতে লাগল, কর্নেলের নির্দেশ অনুসারে আমি মেরির সঙ্গে একদিন দেখা করে আমাদের প্রস্তাব পেশ করলুম। সে কিছু স্বীকার না করে পরের বুধবার আমাকে দেখা করতে বলল। বুধবার গেলুম, বলল, আমি এখনও কিছু ঠিক করতে পারি নি। তুমি সোমবার এস।

সিগারেটে টান দেবার জন্য মিকি একটু থামল তারপর আবার

আরম্ভ করল। সোমবার আমরা ওর কাছ থেকে কোরিয়ার কিছু খবর জানতে চাইলুম। ও আমাকে বুধবার দেখা করতে বলল। বুধবার দেখা হতে বসল যে হঠাৎ ওর স্বামী এসে পড়েছে ও লিষ্ট তৈরি করতে পারেনি। অতএব আমি ওকে ছেড়ে দিলুম সেদিন। তারপর কি হয়েছে তা ত তুমি জান। তোমার পকেট সার্চ করে আমি কর্নেলের কাছে রিপোর্ট পেশ করলুম। আমি ভেবেছিলুম তুমিও বুঝি কোরিয়ার স্পাই।

বাঃ বেশ মজা ত, আমরা পরস্পরকে কোরিয়ার এজেন্ট মনে করছি এখন ভুল ভাঙল, আচ্ছা মেরি সম্বন্ধে তুমি কি জান।

আমি বিশেষ কিছু জানি না। তুমি বরঞ্চ কর্নেলকে জিজ্ঞাসা কোরো, মিকি বলল।

হেনরি জিজ্ঞাসা করল তুমি কি আমাদের নেভি বেসে ঢোকবার জন্যে মেরিকে কোনো পারমিট যোগাড় করে দিতে বলেছিলে?

কি বললে? পারমিট? না, আমি কোনো পারমিট চাই নি। তাছাড়া কয়েক দিনের মধ্যে ওর সঙ্গে আমার দেখাও হয় নি।

হেনরির মনে খটকা লাগল। লোকটা সত্যি কথা বলছে ত? হেনরির মনোভাব বুঝতে পেরে লোটাস তার হাতে চিমটি কেটে জানিয়ে দিল মিকিকে অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই।

মিকি বলল, তুমি এক কাজ করতে পার, মেরি সম্বন্ধে ভাল করে কিছু জানতে হলে তুমি কাল সকালে কর্নেলের সঙ্গে দেখা কর, তিনি তোমাকে অনেক কিছু বলতে পারবেন।

আচ্ছা মিকি, হেনরি বলল, সেদিন সন্ধ্যার পর আসাকুসা স্টেশন ছাড়িয়ে আর-অ্যাভিনিউতে তুমি যখন মেরির সঙ্গে দেখা করলে তখন তুমি কি করে জানতে পারলে যে ওর বুকে মিনি-ট্রান্সমিটার লুকানো আছে?

মেরির বুকে যে ব্রুচ ছিল ওটা আমি চিনি, ওরকম মিনি-ট্রান্সমিটার জাপানে অনেক তৈরি হয়। আমাদের সিক্রেট সারভিসও

ব্যবহার করে। তুমি অ্যামেরিকা থেকে নতুন কিছু আমদানি কর নি।

হেনরির মাথায় হঠাৎ কি ঢুকল। সে চট করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তোমরা আমাকে মাপ কর। আমি একটা কিছু আশংকা করছি। আমি এখন চললুম। পরে কথা বলব।

কথা শেষ করে হেনরি ছুটে তার গাড়িতে এসে উঠে যত জোরে পারল গাড়ি চালিয়ে দিল।

হেনরির মাথার মধ্যে গোলমাল হয়ে গেছে। সে কিছুর সঙ্গে কিছু মেলাতে পারছে না। মিকি কোরিয়ান নয়। জাপান সিক্রেট সারভিসের এজেন্ট। মেরি কার জন্যে পারমিট চাইল? আসল স্পাই কে?

মিকির কথা বিশ্বাস করতে হলে বলতে হয় মেরি একজন স্পাই। কাদের স্পাই?

হেনরির মনে দারুণ উত্তেজনা। একজনকে সে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছে। সেই কি আসল লোক? উত্তেজনায় সে খুব জোরে গাড়ি চালিয়ে এসেছে তবে মেরির বাড়ির কাছাকাছি এসে এবং একটা সূত্র পেয়েছে মনে করে তার উত্তেজনা কিছু প্রশমিত হল। গাড়ির গতি কমাল।

মেরির বাড়ির উলটো দিকে গাড়ি থামিয়ে গাড়ি থেকে নেমে মেরির বাড়ির দিকে আসবার সময় সে দেখল আর একখানা গাড়ি আসছে, খুব আস্তে, বোধহয় এই মাত্র গাড়িটি ছেড়েছে।

যে লোক গাড়ি চালাচ্ছে তার মুখে রাস্তার আলো পড়েছে। তাকে হেনরি চিনতে পারল। মেরির বস ডোনাল্ড জ্যাকসন। মোটাসোটা, গোলগাল আধাবয়সী লোকটিকে চিনতে হেনরি ভুল করে নি। রিচার্ডের অফিসে তাকে ভাল করেই দেখেছে।

এত রাত্রে ডোনাল্ড জ্যাকসন এখানে কি করছে? সে কি তার সেক্রেটারি মেরি কুকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল?

ডোনাল্ড জ্যাকসনের দৃষ্টি রাস্তার দিকে, হেনরির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলে সে না হয়, ডোনাল্ডকে থামতে বলত কিন্তু ডোনাল্ড জ্যাকসন কোনোদিকে না চেয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল।

হেনরির মনে মনে রাগ হল। দেহসর্বস্ব কামুক মেয়েটা তাকে বোকা বানিয়ে আসছে? দাঁড়াও তোমাকে মজা দেখাচ্ছি। কিন্তু হেনরি মজা দেখাবার সুযোগ পেল না।

বাড়ির ভেতর ঢুকে লিফটে করে হেনরি পাঁচ তলায় মেরির ফ্ল্যাটের সামনে নেমে বোতাম টিপে লিফট নামিয়ে দিল।

হেনরি অনুভব করল সারা বাড়িখানা যেন থম থম করছে। একটা কিছু যেন ঘটবে। সে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

জুতোর শব্দ না করে সে খুব আস্তে আস্তে এগিয়ে যেয়ে মেরির ফ্ল্যাটের দরজা খুলল। সমস্ত ফ্ল্যাট অন্ধকার। সুইচ টিপে আলো জ্বালল।

মেরি নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে। বেডরুম অন্ধকার। বেডরুমে ঢুকে আলো জ্বালল। মেরি ফ্ল্যাটে শুয়ে রয়েছে, গায়ে সেই সিল্কের শার্ট। যা হেভি ড্রিংক করেছে, তারপর ওপর থেকে ইয়াম এসেছিল। তার সঙ্গেও হয়ত আরও ড্রিংক করেছে, পোশাক বদলে আর নাইটি পরতে ইচ্ছে হয়নি। সেই অবস্থাতেই শুয়ে পড়েছে।

কিন্তু এ কি? মেরি ত চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, নিঃশ্বাস নিলে বুক ওঠানামা করবে, তাত করছে না? মেরির মুখখানা অমন বীভৎস দেখাচ্ছে কেন?

হেনরির বুক ঢিব ঢিব করতে লাগল। কাছে এগিয়ে এল। প্রথমেই বুকে হাত দিল। স্তব্ধ। মেরি মরে গেছে। গলায় কাল-সিটের দাগ। সেই জাপানীকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছিল মেরিকেও সেইভাবে হত্যা করা হয়েছে।

এই ত কিছুক্ষণ আগে সে মেরিকে দেখে গেল আর এর মধ্যেই

অঘটন ঘটে গেল ? ফুলের মতো মেরির স্থন্দর মুখ এখন দলিত ফুলের মতো।

ইয়াম হুইস্কি নিয়ে চলে গেছে, মেরি ত মাতাল, দরজা বন্ধ করার খেয়াল হয় নি। হেনরির মনে পড়ল আজ মেরি যেন তার প্রতি প্রেম নিবেদনে বাড়াবাড়ি করছিল।

কিন্তু হত্যাকারী কে ?

হেনরিদের ভাবাবেগে মুষড়ে পড়লে চলে না। মন থেকে সব দুর্বলতা দুর করে ফেলল। কিচেনে ঢুকে একটু ব্র্যাণ্ডি পান করল। তারপর সারা ফ্ল্যাট গোয়েন্দার মতো তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল যদি কোন সূত্র পাওয়া যায়। কোনো সূত্র পাওয়া গেল না।

এবার সে কি করবে ? পুলিসকে ফোন করবে ? পুলিস এসে যদি তাকেই সন্দেহ করে ? এদিকে খুনী যদি পুলিসে খবর দিয়ে থাকে তাহলে ত পুলিস যে কোনো সময়ে এসে পড়তে পারে। অতএব এখানে এখন থাকাও ত নিরাপদ নয়।

আর ঠিক সেই সময়েই দরজায় ঘণ্টা বেজে উঠল। হেনরি চমকে উঠল। সর্বনাশ! পুলিস নিশ্চয়। এখন পালাবার সময় নেই। তার উচিত ছিল সঙ্গে সঙ্গে রিচার্ড নরিসকে ফোন করা।

লিফট ওপরে ওঠার আওয়াজ সে টের পায় নি। তাহলে ঘণ্টা বাজাচ্ছে কে ? ওপরের ফ্ল্যাটের ইয়াম ?

দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা। হেনরি ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিল। খুলতেই দেখল সামনে পুলিস।

হেনরি ঘাবড়ে গেল না, সে মন তৈরি করে ফেলেছে, বলল, যাক তোমরা এসে পড়েছ ? তোমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছি। একজন ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করল। তুমি ফোন করেছিলে ? হ্যাঁ, আমি ফোন করেছিলুম।

ডেডবডি কোথায় ?

বেডরুমে খাটের ওপর।

ওরা ছিল দু'জন। ভেতরে ঢুকে গেল আর এই সুযোগে হেনরি পা টিপে টিপে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এসে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আস্তে আস্তে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে রাস্তায় পড়ল।

রাস্তায় বেরিয়ে হেনরি নিঃশ্বাস ফেলল। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়। পুলিসের একটা ভ্যান এসে বাড়ির সামনে থামল। ওরা দু'জন একটা জিপ হাঁকিয়ে এসেছিল। জিপটা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মেরির গাড়ি রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে ঠিক করল মেরির গাড়ি করে এখান থেকে এখন সরে পড়া যাক।

দরজা খুলে যেই উঠতে যাবে দেখল একজন মেয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। আরে এত লোটাস?

আরে তুমি এখানে কি করছ? এস আগে গাড়িতে ওঠ তারপর বলছি। গাড়ি ছেড়ে দিয়ে হেনরি জিজ্ঞাসা করল, একা মেয়েমানুষ রাস্তায় বেরিয়েছ এই রাত্রে, ভয় করছে না?

সঙ্গে রিভলভার আছে না? জুডো শিখেছি কি করতে। কিন্তু তোমার ব্যাপার কি? ছুটে পালিয়ে এলে, এখন আবার যাচ্ছ কোথায়?

বলছি।

বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে একটু অন্ধকার দেখে গাড়ি থামিয়ে বলল, আমার পিছনে পুলিস লেগেছে।

পুলিস? কেন?

তোমাদের কাছ থেকে ছুটে এসে দেখি মেরি কুকের গলায় ফাঁস দিয়ে কে তাকে মেরে ফেলেছে, ঐ একই লোক যে জাপানীকে খুন করেছিল। কিন্তু কে সে?

যাক বাঁচালে। তুমি যে ভাবে ছুটে এলে তাতে আমরা ত ভাবলুম যে তুমি বুঝি মেরিকে মারবার জন্যেই চলে এলে।

না, আমি মেরির জন্যেই এসেছিলুম ভেবেছিলুম আমার

অনুপস্থিতিতে সে কোনো কুকর্ম করছে, তাকে হাতেনাতে ধরব আর এসে দেখি এই সাংঘাতিক ব্যাপার।

হেনরি সংক্ষেপে লোটাসকে সব বলল। লোটাস জিজ্ঞাসা করল, তাহলে পুলিস ডাকল কে ? ডোনাল্ড জ্যাকসন ?

তাকে যদিও দেখেছি কিন্তু সে বোধহয় খুনী নয় বা সে মেরির ফ্ল্যাটে আসেনি তবুও এ দিকটা আমি কাল সকালে দেখব কিন্তু এখন ত পুলিস আমাকে সারা টোকিয়ো খুঁজে বেড়াবে, তুমি এখন আমাকে কোনো নিরাপদ জায়গায় নিয়ে চল।

তাহলে আমাদের হেড কোয়ার্টারে চল। কর্নেল এখন অফিসে কাজ করছেন। তিনি বলেন রাতেই কাজ করার সুবিধে।

হেনরি সত্যিই অবাক হয়ে গেল। কর্নেল আকেশি ইকেদা এই গভীর রাত্রে তাঁর অফিসে কাজ করছেন। আগে যে ঘরে হেনরির সঙ্গে দেখা হয়েছিল এটা সে ঘর নয়।

এ ঘরখানা অন্যরকম সাজানো। একটা পুরো দেয়াল জুড়ে চমৎকার একখানা ছবি। সামনে পুষ্পিত চেরিগাছ, পিছনে ফুজিয়ামা। ফুলদানিতে ইকেবানা পদ্ধতিতে ফুল সাজান। জানালার ধারে কয়েকটা বনসাই, বেঁটে গাছ, ফুল ফল ধরেছে।

কর্নেল মুখ তুলে চাইলেন। হেনরিকে চিনতে পারলেন। বসতে বললেন। লোটাসকেও বসতে বললেন। লোটাস একটু তফাতে বসল। পদমর্যাদায় সে কর্নেলের চেয়ে অনেক নিচে।

কর্নেল বললেন, এত রাত্রে যখন এসেছেন তখন নিশ্চয় কিছু জরুরী ব্যাপার আছে। তাহলে আর দেরি কেন, বলেই ফেলুন। একটু কফি হবে কি ? তাহলে আমারও একটু হবে, লোটাস তুই খাবি ?

হেনরি সম্মতি জানাল। লোটাস ঘাড় নিচু করে হাসল। কর্নেল ইণ্টারকমে কাকে নির্দেশ দিলেন। দশ মিনিট পরে একজন রমনী এসে তিন কাপ গরম কফি দিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে হেনরি তার কাহিনী বলতে আরম্ভ করেছে। গতবার কর্নেলের সঙ্গে দেখা করার পর যা যা ঘটেছে সব বলে গেল তবে মেরির হত্যার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করল। ডোনাল্ড জ্যাকসনকে সে সন্দেহ করে সে কথাও বলল এবং অবশেষে স্বীকার করল যে সে এমন এক জায়গায় এসেছে যেখান থেকে সে কোনো দিকেই আলো দেখতে পাচ্ছে না।

কর্নেল আকেশি ইকেদা শুধুই শুনে গেলেন, কোনও মন্তব্য করলেন না। কোনো প্রশ্ন করলেন না এমন কি একবারও ঘাড় বা মাথা নাড়লেন না।

কর্নেল কিছু বলছেন না দেখে হেনরি বলল, রিচার্ড নরিস আমাকে বলেছিল যে আপনি নাকি মিসেস মেরি কুক সম্বন্ধে একটা রিপোর্ট তৈরি করেছেন এবং এক কপি রিপোর্ট নাকি রিচার্ডকে পাঠিয়ে দেবেন ?

তুমি ঠিকই শুনেছ, রিপোর্ট আমি বিকেলে পাঠিয়ে দিয়েছি তবুও তোমাকে কিছু বলছি, গত অকটোবর মাসে আমাদের একজন এজেন্ট একটা স্পাই রিং-এর খবর পায়। ঐ স্পাইং রিং স্বাধীনভাবে কাজ করছিল, কোনো গুপ্ত খবর সংগ্রহ করতে পারলে যে কোনো আগ্রহী দেশকে বিক্রয় করত অবিশ্যি যে সর্বাধিক দাম দিত।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে কর্নেল আবার আরম্ভ করলেন : এই স্পাই রিং-এর মাথা একজন কোরিয়ান, ভীষণ ধূর্ত, লোকটা এখনও আড়ালে আছে, আজ পর্যন্ত আমি তার নাগাল পাইনি, এখন পর্যন্ত আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। মেরি কুক এই স্পাই রিং-এর একজন। আমরা বেশ কিছু প্রমাণ পেয়েছি।

আমিও কি তাহলে সেই কোরিয়ান স্পাইয়ের পাল্লায় পড়েছি নাকি ? এই যে দু'টো খুন হল এ কি সেই কোরিয়ান স্পাইয়ের কাজ ?

হ্যাঁ তবে আপনি মেরি কুকের পাল্লায় পড়েছিলেন যার বস্ হল সেই রহস্যময় কোরিয়ান, যে আমাদের ঘোল খাওয়াচ্ছে।

এই কোরিয়ান স্পাইয়ের অস্তিত্ব কি রিচার্ড নরিস জানে না?

এখন জানে, আমি মেরি সম্বন্ধে রিপোর্ট পাঠিয়েছি তাতে উল্লেখ আছে। আমাদের একজন এজেন্ট কিন্তু সেই কোরিয়ানকে একদিন রাত্রে চিনেফেলেছিল এবং ধরেও ফেলত হয়ত কিন্তু ঠিক সেই সময়েই আমাদের সেই এজেন্ট দুর্ভাগ্যক্রমে মোটরগাড়ি চাপা পড়ে মারা যায় একটা নির্জন রাস্তায়, সঙ্গে সঙ্গে মরে নি, মরবার আগে সে নিজের রক্ত দিয়ে ফুটপাতেএকটা নম্বর লিখে রেখে গিয়েছিল, আমরা অনুমান করলুম যে মোটরগাড়ি তাকে চাপা দিয়েছে এই নম্বরটি সেই গাড়ির।

কর্নেল এবার হেনরিকে প্রশ্ন করলেন, বলুন ত সেই গাড়ির মালিক কে? কি করে জানবেন? গাড়ির মালিক মিসেস মেরি কুক।

আপনারা তখন কি করলেন?

আমরা যখন জানতে পারলুম যে মহিলা অ্যামেরিকান ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের কর্মী তখন আমরা একটু বেকায়দায় পড়লুম তবুও আমরা মিসেস কুককে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, দুর্ঘটনার সময় সেদিন রাত্রে তিনি কোথায় ছিলেন, আপনি কি নিজে গাড়ি চালাচ্ছিলেন?

মিসেস কুক বললেন তিনি গাড়িতেই ছিলেন না এবং অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য অ্যালিবাই উপস্থিত করলেন অর্থাৎ আমাদের সেই এজেন্টের জন্যে মেরি কুক দায়ী নয়, আমরা গাড়িখানা উত্তমরূপে পরীক্ষা করে কোনো সূত্র পাই নি।

হেনরি প্রশ্ন করল, মেরি বিশ্বাসযোগ্য অ্যালিবাই দিলেও আপনারা কি মেরিকে সন্দেহ করেন?

সে ত নিজের জন্যে অ্যালিবাই দিয়েছিল, গাড়ির জন্যে নয়। মিসেস কুক বলেছিল তার গাড়ি বাড়ির সামনে রাস্তায় পার্ক করা ছিল এবং যদি কেউ সেই গাড়ি চুরি করে নিয়ে গিয়ে থাকে তা সে জানতে পারে নি এবং ঐ দুর্ঘটনার জন্যে সে দায়ী নয়, সে সেই সময়ে, অন্যত্র ছিল।

এইসব কথা মেরি নিজেই বলেছিল?

নিজেই বলেছিল তবে আমরা ছাড়ি নি। আমাদের একজন বাঘা এজেন্ট কিভাবে মারা গেল সেটা আমাদের জানা অবশ্যই দরকার। আমরা মিসেস কুকের ওপর নজর রাখতে লাগলুম, আমাদের কয়েকজন এজেন্ট মাছির মতো তার পেছনে লেগে রইল, মিকি ত ওর সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে, কত রকম টোপ ফেলল।

ইকেদা বলতে লাগলেন, আমরা কিছুই পাচ্ছিনা তবুও লেগে আছি এবং মিকির রিপোর্ট শুনে মনে হল কোথাও একটা কিছু গোলমাল আছে এবং মেরি কুক অর্থের লোভে গুপ্ত মার্কিন খবর বিক্রি করে।

দুর্ঘটনার রাত্রে মেরির অ্যালিবাই কি ছিল ?

মিসেস কুকের অ্যালিবাই ছিল ডোনাল্ড জ্যাকসন।

ডোনাল্ড জ্যাকসন ? হেনরির নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম। সে জিজ্ঞাসা করল, মেরি কি বলেছিল ?

ডোনাল্ড জ্যাকসন নিজে আমাদের কাছে এসেছিল এবং ব্যাপারটা আমরা গোপন রাখব এই শর্তে বলেছিল যে সেদিন সন্ধ্যার পর থেকে সারারাত্রি মেরি কুক তার সঙ্গে ছিল।

হেনরি যেন ভাবতেই পারে না, মেরি আর সেই মোটা শুয়োরটা ? তার গা ঘিন ঘিন করতে লাগল। মরবার দিনই ত খানিক আগে মেরি তাকে বলেছিল, হেনরি আমি একটা বিচ্, মাদী কুত্তা।

হেনরি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল। এবার আমি বুঝতে পেরেছি কর্নেল ইকেদা, প্রথম দিন আপনি আমার সঙ্গে অত সাবধানে কথা বলছিলেন কেন ?

কর্নেল বললেন, আমার জায়গায় আপনি নিজেকে বসালে ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন, তাই না ? আপনাদের সংগঠনে ডোনাল্ড জ্যাকসন গুরুত্বপুর্ণ পদে অধিষ্ঠিত এবং বর্তমানে আপনারা আমাদের দেশ শাসন করছেন অতএব আমাদের খুব সাবধানে পা ফেলতে

হয়েছে। আমরা প্রথমে ভেবেছিলুম আপনি মেরির হাজব্যাণ্ড কিন্তু মিঃ রিচার্ড নরিস যখন আপনার আসল পরিচয় জানালেন তখন আমরা একটু বিরক্ত হয়েছিলুম কারণ আমরা অনুমান করেছিলুম যে মিসেস কুক আপনাকে পাঠিয়েছে মিকির সঙ্গে মোকাবিলা করতে, মিসেস কুক হয়ত ভেবেছিলেন যে আপনি হয়ত মিকিকে সরাতে পারবেন।

একটা প্রশ্ন, মেরি আমাদের কিছু অশ্লীল ফটো দেখিয়ে বলেছিল যে তাকে ব্ল্যাকমেল করবার জন্যে মিকি এই ফটো গোপনে তুলেছে, আপনি এ বিষয়ে কিছু বলতে পারেন ?

এ সমস্তই মিথ্যা, ফটো মিসেস কুক নিজেই তুলিয়ে থাকতে পারে, আমরা কিছু জানি না, আচ্ছা এই দু'টো চিনতে পারেন ?

ড্রয়ার খুলে কর্নেল একটা প্যাকেট বার করে তা থেকে মিনি-ট্রান্সমিটার যা মেরির বুকে সেট করে দেওয়া হয়েছিল সেটা দেখালেন। ব্রুচটাও দেখালেন।

মিনি ট্রান্সমিটারটা মিকি মেরির কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল সত্যি কিন্তু সেটা জমা দিয়েছিল কর্নেলের কাছে। এছাড়া সেদিন মেরির হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে পাওয়া গিয়েছিল টাইপকরা কয়েকটি পাতা, একজন বিশেষজ্ঞের লেখা গুপ্তচরদের প্রতি নির্দেশাবলী।

কর্নেল সেগুলি হেনরিকে দেখতে দিল। এইসব নির্দেশাবলী হেনরির এবং সকল গুপ্তচরের মুখস্ত আছে। কিন্তু মেরি কাগজগুলি হ্যাণ্ডব্যাগে রেখেছিল কেন ? ঐসব নির্দেশাবলী ত রাখবার শ্রেষ্ঠ স্থান নিজের মস্তিষ্ক। হেনরি বলল, তাহলে কর্নেল ঐ দু'টি জিনিস পাওয়ার পর থেকেই আপনারা স্থির সিদ্ধান্ত করলেন যে মেরি একজন স্পাই, তাই ত ?

কর্নেল ঘাড় নেড়ে জানালেন, হ্যাঁ।

তারপর বললেন, এক জায়গায় আপনারা মেরির ওপর কোনো নজর রাখেন নি, সেটা হল ওর অফিসে।

হেনরি বলল, কিন্তু কর্নেল আমরা ত ওকে কোনোদিন সন্দেহ করি নি উল্টে ও নিজের যৌনকর্মের দু'খানা ছবি দেখিয়ে আমাদের ধোঁকা দিয়েছিল।

ডোনাল্ড জ্যাকসনের ওপর যে কাউন্টার এসপিওনেজ তদারক করে সেটা কর্নেলকে না বলে হেনরি প্রশ্ন করল, ডোনাল্ড জ্যাকসন সম্বন্ধে আপনাদের ধারনা কি ?

না, আমরা ওকে একজন সৎ ও একনিষ্ঠ অফিসার বলেই জানি তবে নারীর প্রতি দুর্বলতা থাকতে পারে।

হেনরি ভাবে, আশ্চর্য মানুষ এই কর্নেল তাকেসি ইকেদা, রাত্রি জেগে কাজ করেন, অফিস বা বাড়ি থেকে বাইরেও ঘোরেন না অথচ সবকিছু তাঁর নখদর্পণে, এই ঘরে বসেই সব খবর রাখছেন, নির্দেশ দিচ্ছেন, সংবাদ যাচাই করছেন। কোনো লোকের চেহারা দেখে তার যোগ্যতা ও সামর্থ জানা যায় না।

হেনরির একটা খটকা লাগল। মেরি কি ছবি নিয়ে স্বেচ্ছায় রিচার্ড নরিসের কাছে স্বীকারোক্তি করতে এসেছিল ? কারও নির্দেশ ছিল ? অথবা নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করে মার্কিন দফতর থেকে খবর চুরি করার একটা কৌশল স্বরূপ সে রিচার্ড নরিসদের ধাপ্পা দিয়েছিল ? বোঝা যাচ্ছে না।

মেরি ছিল ডোনাল্ড জ্যাকসনের সেক্রেটারি। জাপানী সিক্রেট এজেন্ট মেরির গাড়ি চাপা পড়ে মারা গেল। মেরির অ্যালিবাই হল ডোনাল্ড জ্যাকসন। চার্লি বলল, ও মেরিকে সন্দেহ করে, শত্রুপক্ষের সঙ্গে মেরির যোগাযোগ আছে। রিচার্ড নরিসের কাছে মেরিকে নিয়ে এল ডোনাল্ড। কারও সন্দেহ উদ্রেক না করে মেরির সঙ্গে যখন ইচ্ছে কে দেখা করতে পারত ? তার বস্ ডোনাল্ড জ্যাকসন এবং মেরি যখন খুন হয়ে নিজের খাটে শুয়ে আছে সেই সময়ে ডোনাল্ড জ্যাকসনকে দেখা গেল মেরির বাড়ির কাছ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে।

রহস্যটা কি ?

আপাততঃ হেনরির একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। মেরির গাড়ি চড়ে সে রাস্তায় বেরোতে পারবে না। পুলিস তাকে ধরতে পারে, কিছু হয়ত করতে পারবে না কিন্তু ঝামেলা ত! মেরিকে খুনের দায়ে যদি তাকে লকআপে পুরেই দেয় তাহলেও ত এক ঝামেলা।

নিজের সমস্যার কথা কর্নেলকে বলল। কর্নেল বললেন, এজন্যে ভেবো না, তোমাকে আমি একটা টোকন দিচ্ছি, এটা দেখালে কোনো পুলিস তোমাকে অ্যারেস্ট করবে না এবং তোমাকে সন্দেহও করবে না তবে ওটা তুমি লোটাসকে পরে ফেরত দিয়ো।

তারপর তিনি ফোনে কার সঙ্গে কথা বললেন। হেনরিকে বললেন, মেরির গাড়িখানা আমার অফিস কম্পাউণ্ডে ঢুকিয়ে রেখে যাও, আমি তোমাকে আপাততঃ একখানা গাড়ি দিচ্ছি. লোটাসকেও তুমি নিয়ে যাও।

হেনরি জিজ্ঞাসা করল, লোটাস তুমি আমার সঙ্গে এখন ঘুরতে পারবে?

মুচকি হেসে লোটাস বলল, তুমি পারলে আমিও পারব।

কর্নেল আপনি কি ডোনাল্ড জ্যাকসনের ফ্ল্যাটের ঠিকানাটা জানেন? হেনরি জিজ্ঞাসা করল।

কর্নেল বললেন, আমার কাছে ওর ঠিকানা থাকা উচিত নয় তবুও বলে দিচ্ছি।

ড্রয়ার থেকে একটা খাতা বার করে ঠিকানাটা লোটাসকে বলে দিলেন কারণ রাত্রিবেলা হেনরির পক্ষে ঠিকানা খুঁজে বার করা অসুবিধে হতে পারে। অনেক ঘুরতে হবে।

কর্নেলকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে লোটাসকে সঙ্গে নিয়ে হেনরি বিদায় নিতে উদ্যত হল। কর্নেল লোটাসকে বললেন,

নিচে গ্যারাজ সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে আমার নাম করে বললে একখানা গাড়ি পাবে তবে সবার আগে মিসেস মেরির গাড়িখানা আমাদের কম্পাউণ্ডে তুলে দিয়ে যেয়ো। থ্যাংক ইউ।

থ্যাংক ইউ।

কর্ণেলের দেওয়া গাড়িতে চেপে লোটাসকে সঙ্গে নিয়ে হেনরি চলল ডোনাল্ড জ্যাকসনের সন্ধানে।

পাড়াটা হেনরি চিনতে পারল। মেরির ফ্ল্যাট বাড়ির কাছেই। পাড়া এখন শান্ত। মেরির বাড়ির সামনে পুলিসের ভ্যান বা জিপ নেই, ওরা বোধহয় মেরির ডেড বডি নিয়ে এতক্ষণে চলে গেছে। অ্যামেরিকান এমব্যাসিকে খবরটা জানিয়েও দিয়েছে বোধহয়।

আপাততঃ তার পুলিসের ভয় নেই। কর্ণেল ইকেদা প্রদত্ত রক্ষাকবচ আছে তার কাছে। জাপান সিক্রেট সারভিসের একটি মেয়েও তার পাশেই রয়েছে।

ডোনাল্ড জ্যাকসন এখন কি করছে কে জানে। মেরিকে যদি সে খুন করে থাকে তাহলে নিশ্চয় ঘুমোতে পারছে না। কিন্তু ডোনাল্ড মেরিকে খুন করবে কেন? ডোনাল্ড স্পাই হলেও হতে পারে কিন্তু খুনী নয় বোধহয়। তবুও এই পৃথিবীতে অবিশ্বাস্য অনেক কিছুই ঘটে।

ডোনাল্ড জ্যাকসনের বাড়ির সামনে হেনরি গাড়ি থামাল। লোটাস বলল, আমি তোমার সঙ্গে যেয়ে কি করব? আমি বরঞ্চ ততক্ষণ গাড়ির মধ্যে একটু ঘুমোই।

তাই থাক আমি দেরি করব না কিন্তু লোটাস আমি যাবার আগে তোমাকে একটা কিস করে যাই।

লোটাসের সম্মতির অপেক্ষা না করে হেনরি ওকে বুকে তুলে নিয়ে ওর ঠোঁটে গভীরভাবে চুম্বন করল।

হেনরি বাড়ির ভেতর ঢুকল। লবিতে সমস্ত ভাড়াটের নাম ও ফ্ল্যাট নম্বর লেখা বোর্ড রয়েছে যেমন ডোনাল্ড জ্যাকসনের নামের পাশে লেখা আছে অ্যাপার্টমেন্ট নম্বর ৩৬, পাঁচতলা। মেরিও পাঁচতলায় থাকে।

এ বাড়িতেও অটোম্যাটিক লিফট। পাঁচতলায় উঠে হেনরি ৩৬ নম্বর ফ্ল্যাটের দরজায় ঘণ্টা বাজাল! বেশ কয়েকবার ঘণ্টা বাজাবার পরও কোনো সাড়া নেই।

ডোনাল্ড জ্যাকসনের ঘুম কি খুব গাঢ়? নাকি সেও খুন হয়েছে?

হেনরির পকেটে একটা মাস্টার কি বা সব-খোল চাবি আছে, তার সাহায্যে সব দরজার তালা খোলা যায়। সেই চাবি লাগিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা খুলবে নাকি?

রিভালভারটাও সঙ্গে আনে নি, ভেতরে কি চাবি খুলে ঢুকে পড়বে? হেনরি ভাবতে লাগল।

এমন সময় অটোম্যাটিক লিফট ওপরে ওঠার আওয়াজ শোনা গেল। কোনো বিপদের সংকেত জানাতে কি লোটাস ওপরে আসছে? নাকি এই বাড়ির কোনো আবাসিক? পুলিসও ত হতে পারে?

হেনরির ভাবনা শেষ হবার আগেই লিফট পাঁচতলাতে তারই সামনে থামল এবং লিফট থেকে বেরিয়ে এল স্বয়ং ডোনাল্ড জ্যাকসন।

তাকে দেখে হেনরি বলল: এই যে মিস্টার জ্যাকসন, আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি।

লিফট নিচে পাঠাবার বোতাম টিপে ডোনাল্ড বলল, অপেক্ষা করার সময়টা বেশ বেছে নিয়েছ ত? তা ঘটনাটা কি?

ঘটনাটা জরুরী বলেই ত আমাকে এই অসময়ে আসতে হয়েছে।

ডোনাল্ড জ্যাকসন তার ফ্ল্যাটের দরজা খুলল। ভেতরে ঢুকে আলো জ্বালল তারপর হেনরিকে বলল,

ভেতরে এস, তোমার জরুরী ব্যাপারটা কি শুনি।

ডোনাল্ড তখন ভাবছে ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে শুয়ে পড়ব তা নয় কোথা থেকে অসময়ে এই আপদ এসে হাজির। তবুও ভদ্রতা

মেনে চলতে হবে তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলল, বোসো, দেখ আবার বসবার জায়গা আছে কিনা, কিছু খাবে? কোনো ড্রিংক?

না ঠিক আছে, পরে ড্রিংক করলেও চলবে।

তাহলে বল জরুরী কাজটা কি? মেরির বিষয় কিছু বলবে বুঝি? তুমি ত ওর কেসটা হ্যাণ্ডল করছ, তাই না?

ডোনাল্ড জ্যাকসনের মুখের ভাব পরীক্ষা করবার চেষ্টা করল হেনরি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না। সে বলল,

আজ রাত্রে কিছুক্ষণ আগে মিসেস মেরি কুক তার নিজের ফ্ল্যাটে খুন হয়েছে। যে সময় খুন হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে সেই সময়ে তোমাকে মেরির বাড়ির সামনে গাড়ি ড্রাইভ করে যেতে দেখা গিয়েছিল। এখন তুমি কোথা থেকে আসছ?

মেরি খুন হয়েছে? হোলি ঘোস্ট! মেরির খুনের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, কোথায় কে খুন হল আর সেই সময়ে যে রাস্তা দিয়ে যাবে সেই খুনী হয় নাকি? যদিও তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই তবুও বলছি জরুরী দরকারে রিচার্ড নরিস আমাকে ডেকেছিল, আমি তার কাছে যাচ্ছিলুম এবং সেখান থেকে এখন ফিরছি, ইচ্ছে হয় তুমি রিচার্ডকে ফোন করতে পার ঐ যে টেলিফোন, রিচার্ড এখনও তার অফিসে আছে।

হেনরি বলল, বেশ আমি রিচার্ডকে জিজ্ঞাসা করছি।

রিচার্ডের ফোন নম্বর হেনরির মুখস্ত। সে ফোনের সামনে বসে নম্বর ডায়াল করল। ডোনাল্ডের কথা সত্যি, কে জানে কেন রিচার্ড সত্যিই প্রায় এই শেষ রাত্রেও অফিসে কাজ করছিল। রিচার্ড নিজেই ফোন ধরে জিজ্ঞাসা করল,

হ্যালো কে কথা বলছ?

আমি হেনরি পিয়ার্স, ডি আই এ এজেন্ট, ডোনাল্ড জ্যাকসনের ফ্ল্যাট থেকে কথা বলছি।

এত রাত্রে তুমি ওর বাড়িতে কি করছ, ও বাড়ি পৌঁছেছে?

হ্যাঁ, পৌঁছেছে, আমি ওকে একটা খবর দিতে এসেছিলুম।

কি এত জরুরী খবর যে এত রাত্রে? রিচার্ড জিজ্ঞাসা করল,

আর বল কেন? ডোনাল্ডের সেক্রেটারি মেরি কুক খুন হয়েছে, তার ফ্ল্যাটে তার ডেডবডি পাওয়া গেছে, গলায় ফাঁস দিয়ে খুন করেছে, জাপানী পুলিস এসে ইনভেস্টিগেট করেছে।

বল কি? মেরি মার্ডার্ড?····· তুমি খুব সাবধানে থাকবে, তোমাকে...

আরে ভাই সাবধান হয়ে কি করব? আমরা সব সময়ে রেডি, যাইহোক আমি চেষ্টা করছি কে মেরিকে খুন করল, তোমার সঙ্গে পরে দেখা করব সো লং।

হেনরি রিসিভার নামিয়ে রাখতেই ডোনাল্ড জ্যাকসন বলল, কি বিশ্বাস হল ত? এবার তুমি যাও, আমাকে একটু ঘুমোতে দাও।

না, আমার আরও প্রশ্ন আছে, কাল তোমাকে নাও পেতে পারি।

কিন্তু মিঃ হেনরি আমি তোমার প্রশ্নের জবাব নাও দিতে পারি।

কিন্তু মিঃ ডোনাল্ড আমাকে উত্তর না দিলেও কাউকে না কাউকে তোমাকে উত্তর দিতেই হবে।

তোমার কথা আপত্তিজনক, তোমাকে আমার ঘর থেকে বার করে দিতে পারলে সন্তুষ্ট হব।

অনুগ্রহ করে চেষ্টা করে দেখ মিঃ ডোনাল্ড জ্যাকসন?

জ্বালিয়ে মারলে, তাড়াতাড়ি কর, আমার এখন বিশ্রাম দরকার, একটা খারাপ খবর এনে মেজাজ ত খারাপ করে দিয়েছ এখন বল কি বলবে।

আমরা যে কাজ করি তাতে মেজাজ খারাপ করা উচিত নয়, এ কথাটা মনে রেখ মিঃ ডোনাল্ড। আমি জানতে চাই একজন জাপানী কিছুদিন আগে মেরির গাড়ি চাপা পড়ে মারা যায়, জাপানীটা ছিল নাকি একজন সিক্রেট এজেন্ট, তুমি নাকি জাপান সিক্রেট সারভিসকে বলেছিলে যে অ্যাকসিডেন্টের সময় মেরি তোমার এই ফ্ল্যাটে ছিল?

এ খবর তুমি জানলে কি করে ?

জেনেছি, এখন বল তুমি কি বলবে।

তাহলে ঠিকই শুনেছ, সে রাত্রে মেরি আমার কাছেই ছিল।

আমার বিশ্বাস হয় না, মেরির মতো সুন্দরী যুবতী তোমার মতো একটা মোটা ষাঁড়ের সঙ্গে রাত্রি কাটাবে ?

ভুলে যাচ্ছ কেন হেনরি পিয়ার্স যে মেরি তখন বিপদে পড়েছিল। কিন্তু তুমি আমাকে অপমান করছ, আমি তোমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে পারি।

চুপ কর ডোনাল্ড জ্যাকসন, আমি আমার জবাব পেয়েছি, তাহলে মেরি সত্যিই জাপানীকে চাপা দিয়েছিল এবং তুমি পুলিসকে না জানিয়ে অন্যায়ভাবে এবং স্রেফ মেরিকে উপভোগ করবার জন্যে মিথ্যে কথা বলেছ, দিস্ ইজ ভেরি রং আমি তোমার নামে নালিশ করব।

হেনরির কথা শুনে ডোনাল্ড ভয় পেয়ে গেল। কাজটা সত্যিই অন্যায়। একজন গাড়ি চাপা দিয়ে অ্যাকসিডেন্ট করল, সেক্ষেত্রে তার উচিত ছিল পুলিসকে জানান।

ডোনাল্ড জ্যাকসন বেলুনের মতো ফুলে উঠেছিল এখন চুপসে গেল। সে বলল,

একটা মেয়ে বিপদে পড়েছে, তাকে বাঁচাব না ? অ্যাকসিডেন্টের পরই মেরি গাড়ি চালিয়ে সোজা আমার কাছে চলে এসে বলে যে সত্যিই একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, রাস্তা ফাঁকা ছিল, সে জোরে গাড়ি চালাচ্ছিল, লোকটা ফুটপাথ দিয়ে হাঁটছিল কিন্তু হঠাৎ সে ফুটপাথ থেকে নেমে পড়ে এবং কি করে কি ঘটে গেল মেরি বলতে পারল না।

তারপর ?

মেরি আমার কাছে আত্মসমর্পণ করল, বলল তাকে না বাঁচালে সে খুব বিপদে পড়বে, এমন কি মেরি বলল যে তার স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়ে গেলেই সে আমাকে বিয়েও করতে পারে।

আমি রাজি হয়ে গেলুম এবং পরে কর্ণেল ইকেদাকেও বলেছিলুম মেরি সেদিন আমার কাছেই ছিল, অফিসের জরুরী কাজ ছিল।

থাক আর বলতে হবে না, এই অ্যাকসিডেন্টের সুযোগ নিয়ে তুমি তাকে ব্ল্যাকমেল করেছ, তবে আমি এইটুকু বলতে পারি যে মেরি খুন হয়ে বেঁচেছে, সি ওয়াজ এ বিচ, বেঁচে থাকলে তাকে জেলে পচতে হত।

এসব তুমি কি বলছ ?

যা বলছি ঠিকই বলছি, আমি এখন-চললুম আমার কাজ আছে।

ডোনাল্ড বলল, সাবধানে থাকবে জাপানী পুলিস তোমাকে খুঁজছে, আমি যখন রিচার্ডের অফিসে ছিলুম তখন জাপানী পুলিস তোমার খোঁজ করেছিল।

হতে পারে।

আর কোনো কথা না বলে হেনরি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নিচে নেমে এসে দেখল গাড়ির কাঁচ তুলে দিয়ে পিছনের সিটে লোটাস ঘুমোচ্ছে।

গাড়ির দরজা খুলে লোটাসের গায়ে মৃদু ধাক্কা দিয়ে তাকে তুলল। লোটাস জিজ্ঞাসা করল, কিছু জানতে পারলে ? কাজ হল ?

না বিশেষ কিছু নয়।

হেনরি এখন সব কথা লোটাসকে বলতে চায় না। তার মাথায় তখন প্রধান চিন্তা মেরি যদি স্পাই হয় তাহলে কোনো স্পাই রিং-এর সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। যোগাযোগ সে রক্ষা করত কি ভাবে ? তার ঘরে কি ট্রান্সমিটার আছে ? নাকি বাইরে কোনো জায়গায় দেখা সাক্ষাৎ হত, সেখানেই খবর বিনিময় হত ? তাই বা কি করে হয় ? কারণ কর্ণেল ইকেদা তাকে বলেছেন যে সন্দেহজনক কোনো ব্যক্তির সঙ্গে তাঁরা কখনও মেরিকে মেলামেশা করতে দেখেন নি, কোনো সূত্রও পান নি। অথচ মেরি খবর পাচার করত।

হেনরি ভাবল তাহলে মেরি এমন কোনো জায়গায় গুপ্ত খবর হস্তান্তর করত যেখানে কর্নেল ইকেদার চরেরা যেত না বা যাওয়া দরকার মনে করত না। সে স্থান কোথায় হতে পারে? মেরি যে বাড়িতে থাকে সেই বাড়িতেই ত হতে পারে।

সেই লোক যদি মেরির কাছ থেকে গুপ্ত খবর সংগ্রহ করতে মেরির ফ্ল্যাটে যাওয়াআসা করত তাহলে সেই লোক নিশ্চয় কর্নেল ইকেদার চরের নজরে পড়ত কিন্তু তা পড়ে নি। তাহলে কি সেই লোক মেরির ফ্ল্যাট বাড়িতেই থাকে?

অসম্ভব নয়। কে সেই লোক? কে সেই এজেন্ট?

মেরির ফ্ল্যাটে হেনরি প্রথম গিয়েছিল বুধবার। বুধবারের পর থেকে ঘটনাগুলি সে পরপর পর্যালোচনা করতে লাগল। চোখ বুজে সে মনে মনে পর পর ছবিগুলি ভাবতে লাগল।

বেশিক্ষণ ভাবতে হল না। হঠাৎ সে নিজেকে অন্ধ মনে করল। সেই রহস্যময় এজেন্ট ত তার নাগালের মধ্যেই রয়েছে।

হেনরি চোখ বুজে চিন্তা করছে, লোটাস মনে করল সে বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে। লোটাস আড়চোখে একবার দেখে ঠেলা দিয়ে বলল,

এই ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? গাড়িতেই বসে থাকবে নাকি?

আরে না ঘুমোই নি, বাট আই হ্যাভ গট ইট, পেয়েছি।

লোটাস লক্ষ্য করল হেনরির চোখ চক্ চক্ করছে কিন্তু প্রশ্ন করল না কি সে পেয়েছে, কারণ হেনরি নিজেই একসময়ে বলবে কি সে পেয়েছে।

লোটাস শুধু হাসল। তার হাসি হেনরির খুব ভাল লাগল। দু'হাতে তার মুখ ধরে চুম্বনে চুম্বনে তাকে অস্থির করে তুলল।

লোটাস বলল, এই হচ্ছে কি, সব কিস খরচ করে ফেলো না, চারটি তুলে রাখ।

আচ্ছা লোটাস তোমার কি মনে হয় মেরির ফ্ল্যাটে পুলিস মোতায়েন রেখে গেছে?

হ্যাঁ, সেইটেই ত স্বাভাবিক, পুলিস পাহারা ত থাকবেই, যাবার আগে নিশ্চয় একটা অন্ততঃ লোক রেখে গেছে। কিন্তু তোমার ভয় কি? তোমার কাছে ত রক্ষা কবচ আছে।

পুলিসকে আমার ভয় নয়, পুলিস থাকলে আমার একটু অসুবিধা হবে, আমি যা করতে চাই বা করব তা যেন জাপান পুলিস জানতে না পারে।

কি করবে? আমাকে নিয়ে কিছু...

আরে এখন তা নয়, সে পরে, আগে আমার কাজ উদ্ধার হক। আচ্ছা বলছিলে না যে তোমার সঙ্গে একটা রিভলভার আছে?

হ্যাঁ আছে, এই ত।

লোটাস কোথা থেকে ঝকঝকে রূপালি একটা রিভলভার বার করে হেনরিকে দেখাল।

টোটা ভরা আছে।

হ্যাঁ, টোটা ভরা আছে?

আওয়াজ হয়?

হয়, তবে সাইলেন্সার লাগানো আছে।

ঠিক আছে, রেডি রাখো, কাজে লাগতে পারে।

তোমার মতলব কি? আমি বুঝতে পারছি না।

পারবে পারবে এখন চল মেরির ফ্ল্যাটে যাই, হেনরি বলল।

লোটাস বলল, কিন্তু মেরির ফ্ল্যাটে যদি পুলিস থাকে?

চলোই না, পুলিসকে আমরা ত এড়িয়ে চলি, আমাদের ওপরও সেইরকম নির্দেশ আছে। সেটা কথা নয়...ঠিক আছে এখন চল।

পুলিসকে তুমি সরাবে কি করে বা কি বলে?

চলোই না, সে ব্যবস্থা আমি করব।

দেখো বাবু বিপদ বাধিয়ো না।

কোনো বিপদ হবে না। তুমি শুধু আমার কথামতো চলবে, চলবে ত?

হ্যাঁ চলব, ঘাড় নেড়ে লোটাস বলল।

সুইট গার্ল, নাইস গার্ল, কিসেবল্ গার্ল।

এই না, এখন আর কিস নয়। গাড়ি স্টার্ট দাও ত।

মেরির বাড়ির কাছে হেনরি গাড়িখানা দাঁড় করাল। গাড়ি থেকে নেমে বাড়িতে ঢোকবার আগে লোটাসকে হেনরি বলল,

লোটাস তুমি আগে চল, এগিয়ে গিয়ে দেখ লবিতে পুলিস আছে কি না।

লবিতে ঢুকে লোটাস দেখল পুলিস বা কোনো লোক নেই। তখন সে হেনরিকে ইসারা করল। হেনরি লবিতে প্রবেশ করল। লোটাসকে বলল,

লিফটে উঠব না, আমি কোনো আওয়াজ করতে চাই না, চল একটু কষ্ট করে সিঁড়ি দিয়ে উঠি।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে হেনরি ও লোটাস মেরির ফ্ল্যাটের আগে কয়েক ধাপ সিঁড়ি বাকি থাকতে থামল। হেনরি একটু দম নিয়ে ফিস ফিস করে লোটাসকে কিছু নির্দেশ দিল। তারপর জিজ্ঞাসা করল,

কি করতে হবে বুঝতে পেরেছ ত?

হ্যাঁ গো বুঝেছি, ওরকম ছিনালি আমি অনেক করেছি।

বেশ তাহলে তুমি আগে ওপরে উঠে দেখ লবিতে পুলিস পাহারা আছে কিনা।

লোটাস বাকি কয়েক ধাপ উঠে দেখল কোনো পাহারা নেই। তখন হেনরিও উঠে এসে ফিস ফিস করে বলল, তাহলে নিশ্চয় ঘরের ভেতরে আছে। আমি তাহলে এই আড়ালে লুকোচ্ছি, তুমি দরজার বেল টেপো এবং....

হেনরি একজায়গায় লুকলো। লোটাস মেরির ফ্ল্যাটের বেল টিপল। ওদের অনুমান ঠিক। ঘরের ভেতরে একজন পুলিসম্যান ছিল। সে দরজা খুলে দিল। লোটাস বলল,

আমি মিসেস মেরি কুকের বন্ধু, এইমাত্র কিয়াটা থেকে আসছি কিন্তু মেরির ফ্ল্যাটে পুলিস কেন ?

পুলিসম্যান বলল, আজ রাত্রে এই ফ্ল্যাটের মহিলা খুন হয়েছেন ··

আঁ্যা ? মেরি খুন হয়েছে ?

লোটাস আর্তনাদ করে পড়ে যাচ্ছিল কিন্তু পুলিসম্যান তাকে তু'হাত দিয়ে ধরে ফেলল আর ঠিক সেই মুহূর্তেই লাফিয়ে এসে হেনরি সেই পুলিসম্যানকে আক্রমণ করে তার দেহের এমন একটি অংশে আঘাত করল যে পুলিসম্যান অজ্ঞান হয়ে গেল।

পুলিসম্যানকে হেনরি টানতে টানতে ঘরে নিয়ে গেল। তারপর তাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে চেয়ারের সঙ্গে তাকে বেঁধে ফেলল। মুখও বেঁধে ফেলল যাতে চিৎকার করতে না পারে। তারপর তার দেহের এক জায়গায় ম্যাসাজ করে দিল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তার জ্ঞান ফিরে এল।

সে প্রথমে হেনরি ও পরে লোটাসের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। সে হতভম্ব হয়ে গেছে। করবেই বা কি ? হাত, পা ও মুখ ত বাঁধা !

হেনরি তাকে জিজ্ঞাসা করল, ইংরেজীতে কথা বলতে পার ?

পুলিসম্যান ঘাড় নাড়ল অর্থাৎ সে ইংরেজী বোঝে না বা বুঝতে পারলেও বলতে পারে না, এইরকম মনে হল।

হেনরি তার পিস্তলটা তুলে নিল তারপর তাকে চেয়ারশুদ্ধ তুলে বেডরুমের একপ্রান্তে পর্দার আড়ালে রেখে এল।

লোটাসকে বলল, লোটাস তুমি কিচেনে যেয়ে একটু ব্ল্যাক কফি তৈরী কর ত ততক্ষণ আমি ফ্ল্যাটখানা একটু সার্চ করি।

কি সার্চ করবে ?

সার্চ করে যদি কিছু পাই তা ত দেখতেই পাবে আর না পেলে তোমাকে অবশ্যই বলব।

লোটাস আর কিছু না বলে কফি তৈরী করতে চলে গেল।

এদিকে হেনরি সার্চ আরম্ভ করল। প্রথমে টেবিলের ওপর চেয়ার তুলে তার ওপর দাঁড়িয়ে সিলিং, ঝোলানো আলো ভাল করে দেখল, তারপর দেখল ছবিগুলোর পিছন, দেওয়াল। কিছু পাওয়া গেল না। তারপর দেখতে আরম্ভ করল প্রতিটি ফারনিচার, ঘরের মেঝে, খাটের নীচে, সম্ভব অসম্ভব সমস্ত জায়গা তন্ন তন্ন করে খুঁজল কিন্তু যা দেখতে পাবে আশা করেছিল তা দেখতে পেল না।

লোটাস কফি নিয়ে এল।

হেনরি যা খুঁজছিল তা না পেয়ে রীতিমতো বিরক্ত। তাই লোটাস যখন জিজ্ঞাসা করল,

কি মশাই যা খুঁজছিলে তা পেলে?

বেশ বিরক্ত হয়েই হেনরি জবাব দিল, না মহাশয়া এখনও পাইনি, এবং আমার মনে হয় সেই জিনিসটি নিশ্চয় ছিল, যিনি মেরিকে খুন করেছেন তিনি ঘর থেকে যাবার সময় সেটি উঠিয়ে নিয়ে গেছেন। নিশ্চয়, এছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

লোটাস আর কৌতুহল দমন করে রাখতে পারল না। জিজ্ঞাসা করেই ফেলল,

বল না গো কি খুঁজছ

কি আর খুঁজব? বুঝতে পারছনা? মাইক্রোফোন।

মাইক্রোফোন? ট্রান্সমিটার বল?

না, ট্রান্সমিটার নয় লোটাস মাইক্রোফোন। মেরি যাকে খবর পাচার করে সে যদি এই বাড়িতেই থাকে তাহলে ট্রান্সমিটারের দরকার হবে না বরঞ্চ মেরির ঘরের কথাবার্তা শোনবার জন্যে একটা মাইক্রোফোনই যথেষ্ট, সেইটেই আমি খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম এবং পেলুম না। আমি সবদিক অর্থাৎ সবরকম সম্ভাবনা বিচার করে দেখেছি এবং মেরির ফ্ল্যাটের ওপর তলার বাসিন্দা ফু তাক ইয়াম সম্বন্ধে আমি চিন্তিত হয়ে পড়েছি, বলে হেনরি সিলিং-এর দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাল।

সে ওপরে থাকে ? আমি চিনি না।

কি করে চিনবে ? তুমি ত এই বাড়িতে আজই প্রথম এলে তবে আমি তাকে উত্তমরূপেই চিনি। সে নিজেকে জাপানী বলে পরিচয় দেয় কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস লোকটা কোরিয়ান।

তাকে নিয়ে তোমার মাথা ব্যাথার কারণটা কি শুনতে পাই ?

ইয়াম সাহেব যে ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় হাজির হতে জানেন। প্রথমে ভেবেছিলুম লোকটা বুঝি বোকা কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সে খুব চালাক। আমাকেই বোকা বানিয়েছে।

হেনরি চারদিক চেয়ে দেখল যেন ইয়াম তার আশেপাশে কোথাও দাঁড়িয়ে আছে। হেনরি আরম্ভ করল।

মনে কর ফু তাক ইয়াম হল সেই রহস্যময় কোরিয়ান-এজেন্ট এবং মনে কর মেরি কুক তার জন্যে মার্কিনী গুপ্ত খবর সংগ্রহ করে আর মনে কর মেরির বেডরুমে ও বসবার ঘরে ইয়াম মাইক্রোফোন লুকিয়ে রেখে দিয়েছে। অবশ্যই মেরিকে জানিয়ে যাতে নাকি মেরির ঘরের সব কথাবার্তা ওপরে বসে ইয়াম শুনতে পায়। হতে পারে কিনা ?

তা হতে পারে বই কি কিন্তু মাইক্রোফোন ত খুঁজে পেলে না। লোটাস বলল।

হেনরি বলল, ঐ ত বললুম, সে মেরিকে খুন করল। মাইক্রোফোনের আর দরকার নেই তাই তুলে নিয়ে গেছে তারপর একটু হেসে বলল।

বুধবার রাত্রে তোমার সহযোগী মিকির ঠ্যাঙানি খেয়ে যখন এখানে ফিরে এলুম তখন রাত্রি প্রায় দু'টো, মেরি দরজা খুলে দিল, ঘরের ভেতরে ঢুকলুম। কিছুক্ষণ পরে শুনলুম বাইরে থেকে কে দরজা খোলবার চেষ্টা করছে।

হেনরি কফি শেষ করে বলতে লাগল, দরজা খুলে দেখি বাইরে ইয়াম ও তার বৌ দাঁড়িয়ে আছে, তারা নাকি ভুলে এই ফ্ল্যাটে এসে পড়েছে। ভুল বুঝতে পেরে অনেকবার মাপ চেয়ে চলে গেল।

তারপর ?

ইয়াম মোটেই ভুল করে নি। এত রাত্রে মেরির ফ্ল্যাটে কে লোকটা এল তাকে দেখতে এসেছিল। সে চলে যেতে আমি আবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলুম। মেরি দু'টো গেলাসে মদ ঢেলে একটা আমাকে দিল, একটা নিজে নিয়ে সেদিন রাত্রে কি কি ঘটেছে সব জানতে চাইল।

আর তোমার কথা, লোটাস বলল, মাইক্রোফোন মারফত ওপরে ইয়ামের কানেও পৌঁছে গেল, তাই ত ?

ঠিক তাই, মেরি আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞাসা করছিল। মাঝে মাঝে আমি বিরক্ত হচ্ছিলুম কিন্তু তবুও নতুন আলাপ ত তাই উত্তরও দিচ্ছিলুম। সেই সময়ে ফোন বাজল। মেরি ফোন ধরল। আমি ভাবছি এত রাত্রে আবার ফোন করে কে ? মেরি কিছুক্ষণ 'হ্যালো' 'হ্যালো' করল তারপর মিনিটখানেক রিসিভার কানে চেপে ধরে বিরক্ত হয়ে ফোন নামিয়ে ফিরে এসে বলল।

ওধারে মানুষ আছে বেশ বুঝতে পারছি কিন্তু কোনো কথা বলল না।

লোটাস বলল, এ নিশ্চয় ওপর থেকে ইয়াম ফোন করে মেরিকে বলে দিল বাড়াবাড়ি হচ্ছে। লোকটা তোমাকে সন্দেহ করতে পারে। তাই না ?

ঠিক ধরেছ লোটাস।

তারপর কি হল বল ডিয়ার।

পরের দিন রাত্রে আবার ইয়ামের সঙ্গে দেখা। তোমাদের সেই তিনজনের মধ্যে একজন এজেন্টকে বেঁধে রেখে মেরির খোঁজে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আবার ঘরে ঢুকলুম কারণ এজেন্টটিকে সার্চ করা দরকার। সার্চ সেরে বাইরে এসে দেখি ইয়াম দাঁড়িয়ে আছে। ইংরেজি জানে না নাকি তাই হাত পা নেড়ে এবং কয়েকটা ইংরেজি বলে আমাকে বোঝালো যে নিচের ঘরে গোলমাল শুনে খোঁজ নিতে এসেছে।

এবার তাহলে ইয়াম জেনে শুনেই এসেছে। লোটাসের উক্তি।

আরে তাই ত আসবে। তার নিচের ঘরে মাইক্রোফোন রয়েছে। নিচে গোলমাল হচ্ছে। জাপানী কথাও শোনা গেছে। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেছি কিন্তু আবার ফিরে এসেছি সেটা টের পায় নি তাই তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল কিন্তু তখন যদি জানতে পারতুম যে ইয়াম জাপানীকে খুন করবে তাহলে আমি নিশ্চয় অন্য ব্যবস্থা করে তবে বেরোতুম কিন্তু ইয়াম জাপানীকে মারল কেন এটা আমার কাছে রহস্য।

ইয়াম পরে ঘরের ভেতর ঢুকল কি করে? মেরি তাকে নিশ্চয় ডুপ্লিকেট চাবি দিয়েছিল, লোটাস বলে।

তাছাড়া আর কি হেনরি বলল।

তবুও জিজ্ঞাসা করছি, এজেন্টকে খুন করল কেন?

আমার মনে হয় ইয়ামের উদ্দেশ্য ছিল মেরির ওপর চাপ সৃষ্টি করা, যাতে নিজের ইচ্ছামতো মেরিকে কাজে লাগাতে পারে তাছাড়া বাড়িতে সরকারী এজেন্টের উপস্থিতি তার পছন্দ হচ্ছিল না।

অথবা হেনরি, তোমাকে বিপদে ফেলে পথ থেকে সরানোও তার উদ্দেশ্য হতে পারে।

তাও হতে পারে, যদি ইয়ামকে ধরতে পারি তাহলে রহস্য ভেদ করবার চেষ্টা করব। তারপর শোনো আমি বেরিয়ে যাবার পর ইয়াম ফ্ল্যাটে ঢুকে বেচারী জাপানীর গলায় ফাঁস দিয়ে তাকে খুন করল। পরে আমি যখন জাপানীর বডি পুঁটলি বেঁধে আমার গাড়িতে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছি তখন সে বাজারের ব্যাগ হাতে ঠিক নিচে লিফটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

লোটাস বলল, খুব ধূর্ত ত।

আমি যখন সেই জাপানীর ডেডবডির বাণ্ডিল নিয়ে হিমসিম খাচ্ছি তখন ইয়াম বোকাবোকা হাসি হেসে তার হাত বাড়িয়ে দিল। একসময়ে বাণ্ডিল আলগা হয়ে কয়েকটা আঙুল বেরিয়ে পড়েছিল তাও সে দেখল কিন্তু পুলিসে খবর দেয়নি। তারপর আমি আর

মেরি লাঞ্চ করবার সময় মেরিকে দিয়ে ইয়ামকে ফোন করে বলা হল যে এক বন্ধুকে ঠকাবার জন্যে রবারের ডামি মানুষ পুঁটলি বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিলুম। মেরির কথা শুনে ইয়াম নাকি খুব হেসেছিল। তা হাসবেই ত কারণ সে ত সব জানে।

হেনরি কি ভাবল তারপব আবার আরম্ভ করল,

সেই প্রথম দিন যেদিন তোমার সঙ্গে শিবুকি ক্লাবে দেখা হল, সেদিন ফ্ল্যাটে ফিরে এসে দেখি মেরি তখনও ফেরেনি। আমি তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম। ওদিকে কর্নেল ইকেদার সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, কতক্ষণ অপেক্ষা করব ? এমন সময় মেরি ঘরে ঢুকল। ক্ষণিকের জন্যে আমার মনে হয়েছিল মেরি যে এল, কোথা থেকে এল, কারণ লিফট ওঠবার আওয়াজ শুনি নি আর সিঁড়ি দিয়ে যদি উঠে থাকে ত হাঁফাচ্ছে না কেন ? তখন গুরুত্ব দিইনি কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে সে ওপরে ইয়ামের ঘরে ছিল। সে ওপর থেকে নেমে এল আর কি। তারপর আমি যাতে কর্নেল ইকেদার সঙ্গে দেখা করতে না যাই সেজন্যে সে এক কাণ্ডই করে বসল। পোশাক খুলে খাটে শুয়ে আমাকে প্রলোভিত করতে লাগল। আমি অতি কষ্টে নিজেকে দমন করে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পেরেছিলুম।

কিন্তু সেদিন কর্নেলের সঙ্গে আমার আলাপ মোটেই জমে নি, বরঞ্চ আমি মনে মনে বিরক্তই হয়েছিলুম এবং কর্নেলকে আমার ভাল লাগে নি। আমি মেরির ফ্ল্যাটে ফিরে এলুম। আমার মনে হয় আমি যাতে না কর্নেলের কাছে যেতে পারি এমন পরামর্শ মেরিকে ইয়াম দিয়েছিল, আমি জাপান সিক্রেট সারভিসের সঙ্গে কথা বলব এটা ওদের মনঃপুত হয় নি

লোটাস বলল, সেইদিন রাত্রেই ত শিবুকি ক্লাবে আমার সঙ্গে তোমার দেখা করার কথা ছিল। তুমি মেরির একটা প্রলোভন জয় করতে পারলেও রাত্রির প্রলোভন আর উপেক্ষা করতে পার নি, তাই নয় কি ?

হ্যাঁ তুমি ঠিক ধরেছ, মেরি এক কাণ্ডই করেছিল।

কি কাণ্ড করল? লোটাস মিটি মিটি হাসতে হাসতে বলল, কাণ্ডটা বুঝি একা করা যায়?

যাক কাণ্ডর কথা এখন থাক। মেরি আমাকে বলল যে তার সেই ব্ল্যাকমেলিং কোরিয়ান স্পাই ৫ নম্বর ইউ এস নেভি বেসের জন্যে একখানা গেটপাস চেয়েছে। আমরা গেটপাসের ব্যবস্থা করে দিলুম।

তারপর?

সেই ব্ল্যাকমেলিং স্পাইকে গেটপাসখানা মেরিকেই পৌঁছে দিতে হবে, সেজন্যে মেরিকে নিয়ে আমি ফ্ল্যাট থেকে বেরোলুম কিন্তু বেরোবার পর মেরি বলল গাড়ির চাবি ফেলে এসেছে এই অজুহাতে সে আবার ফ্ল্যাটে ঢুকল এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেই সময়ে গেটপাসখানা ফ্ল্যাটে রেখে এসেছিল। ইয়াম পরে সেই গেট পাসে ৫ নম্বর নেভি বেসের নম্বরটি পালটে ৩ করে নিয়েছিল। পরে মেরি রাস্তায় রেলিঙে যে ধাক্কা দিল সে শুধু আমাকে ধোঁকা দেবার জন্যে। সেই গোলমালে মেরি একসময়ে তার হ্যাণ্ডব্যাগ বোধহয় গাড়ির গদির নিচে বা অন্য কোথাও লুকিয়ে ফেলে বলল গেটপাস সমেত তার ব্যাগ চুরি হয়ে গেছে। হ্যাণ্ডব্যাগ চুরি যে যায় নি তার প্রমাণ এখন পেলুম, ওর খাটে গদির নিচে হ্যাণ্ডব্যাগটা রয়েছে।

তুমি যা যা অনুমান করছ সেসব যদি সত্যি হয় তাহলে ইয়াম মেরিকে খুন করল কেন? সে ত ইয়ামের সঙ্গে সহযোগিতা করছিল

দু'টো কারণ হতে পারে, একটা কারণ হল মেরির ফ্ল্যাটে তোমাদের এজেন্টকে খুন করাটা মেরি ভালভাবে নিতে পারে নি, সে জন্যে মেরি বোধহয় আর সহযোগিতা করছিল না। আর দ্বিতীয় কারণ হল মেরি যে একটা স্পাই রিং-এর সঙ্গে যুক্ত এটা জাপান সিক্রেট সারভিস জানতে পেরেছে এ খবর ইয়াম কোনো সূত্র থেকে

জানতে পেরেছিল বোধহয়। ইয়াম শংকিত হয়, মেরি যদি ফাঁস করে দেয়, এইজন্যেই মেরিকে মরতে হল।

লোটাস বলল, মেয়েটা তোমার স্ত্রী সেজে তোমার সঙ্গে শুধু প্রেমের অভিনয়ই করে নি। স্ত্রীর অংশটুকুও আদায় করে নিয়েছিল।

আদায় করতে গিয়েই ত বিপদে পড়ল। আজও ত ঢলানিগিরি করছিল। প্রচুর মদ খেয়ে প্রায় মাতলামি করছিল আর সেই সময়ে ইয়াম এল হুইস্কি ধার করতে। মেরি তাকে নিয়ে কিচেনে ঢুকল। আমার তখন মেরিকে ভাল লাগছিল না, ভাবলুম এই সুযোগে তোমার সঙ্গে দেখা করে আসি আর সেই ফাঁকে যা ঘটবার তা ঘটে গেল, মেরি কুক খুন হল।

লোটাস একটা দীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করল।

হেনরি বলল, এখনও পর্যন্ত আমি হেরে আছি, ইয়াম আমাকে ধোঁকা দিয়ে ৩ নম্বর ইউ এস নেভি বেসে ঢুকে দারুণ গুপ্ত খবর জেনে গেছে, জানি না সে খবর কোনো রাষ্ট্রকে বিক্রি করেছে কিনা।

কিন্তু হেনরি তুমি যার ওপর ভিত্তি করে এতসব অনুমান করছ সেই মাইক্রোফোন ত কোথাও পেলে না?

আছে, কোথাও না কোথাও আছে তবে এই ফ্ল্যাটে না থাকলেও একরকম খুব সূক্ষ্ম মাইক্রোফোন আছে যা ওপরের ঘরের মেঝেতে রেখে দিলে নিচের ঘরের কথা শোনা যায়। এই বাড়ির ঘরের মেঝে ত কাঠের, এমনি কান পাতলেও নিচের তলার কথা শোনা যায় তা সেই মাইক্রোফোন ফাঁকেফোকরে কোথাও নিশ্চয় লুকানো আছে।

ওপরের কথাগুলো হেনরি লোটাসের কানের কাছে মুখ নিয়ে খুব আস্তে বলল। লোটাসও হেনরির কানে মুখ ঠেকিয়ে বলল, তা যদি সত্যি হয় তাহলে তুমি এতক্ষণ যা বললে সে সবই ত ইয়াম শুনেছে এবং এতক্ষণে পালিয়ে গেল কি না কে জানে?

হেনরি কিন্তু কি মনে করে ওপরের দিকে মুখ করে বেশ জোরে বলল, লোটাস তুমি আর দেরি কোরোনা, গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়,

সোজা যাও কর্ণেল ইকেদার কাছে তাকে বল বেশ কয়েকজন বাঘা বাঘা লোক পাঠাতে……

ওপরে ইয়ামের ফ্ল্যাটে কিছু আওয়াজ শোনা গেল।

লোটাস উঠে দাঁড়াল। বেরোবার জন্যে প্রস্তুত কিন্তু হেনরি ইসারা করে তাকে অপেক্ষা করতে বলল তারপর আবার বেশ জোরে বলল, এই কাগজটা ভুলে যেও না যেন, বলে মুচকি হাসল অর্থাৎ ধাপ্পা, ইয়ামকে ধোঁকা দেওয়ার মতলব।

বাইরে বেরোবার জন্যে লোটাস দরজা খুলল। তার জন্যে বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। সামনে দাঁড়িয়ে ফু তাক ইয়াম তার হাতে একটি অটোম্যাটিক কোল্ট রিভলভার। স্পষ্ট ইংরেজিতে বলল,

মাথার ওপর দু'হাত তোলো স্পাই মেয়ে, ঘরের ভেতরে ঢোকো।

লোটাস ইয়ামের আদেশ পালন করল, ইয়াম দরজা বন্ধ করে দিল। হেনরিও ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে কিন্তু সে কিছু করতে পারছে না কারণ ইয়াম লোকটা নিষ্ঠুর, দু'দুটো খুন ত এই ফ্ল্যাটেই করেছে, সে কিছু করতে গেলে হয়ত লোটাসকে গুলি করবে।

সে শুধু বলল, আরে আরে মিঃ ইয়াম যে, আসুন আসুন এই যে এখানে বসুন। বেশ লোটাস তুমি না হয় আমাদের বন্ধু মিঃ ইয়ামের সামনেই বোসো, আমি অবশ্যই আপনাকে আশা করছিলুম।

ইয়াম লোটাসকে আড়াল করে বসল। কে জানে হেনরি যদি গুলি করে। কে জানে অ্যামেরিকানটার মতলব কি? ভুরু কুঁচকে বলল, হাত তোলো হেনরি পিয়ার্স, তোমার বন্ধু নচেৎ মরবে, আমি তোমাদের বিশ্বাস করি না।

হেনরি হো হো করে হেসে উঠল। বলল, তা তুমি হয়ত একজন নিরস্ত্র মেয়েকে মারতে পার তবে ভাই ইয়াম আমার কাছে এখন একটা পেনসিল কাটা ছুরিও নেই, এই দেখ আমার দু হাত, এই দেখ পকেট উলটে দেখাচ্ছি, আর বেল্ট আলগা করেও দেখাচ্ছি।

দেখলে ত আমি নিরস্ত্র, এখন অমন আড়ষ্ট না হয়ে সহজ হয়ে বোসো, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

ইয়াম ধোঁকায় পড়ল কিন্তু ভয় কি, হাতে ত দারুণ একটা অস্ত্র আছে শোনাই যাক না লোকটা কি বলে ?

হেনরি তখন ককটেল টেবিল সাজাচ্ছে আর বলছে, যদিও অসময় তবুও তুমি যখন আমাদের ঘরে এলে তখন একটু কিছু ড্রিংক করতেই হবে। মেরি থাকলে সেই সব ব্যবস্থা করত কিন্তু বেচারী এখন হাসপাতালের এমারজেন্সি ওয়ার্ডে।

ইয়াম মনে মনে চমকে উঠল, তবে কি মেরি মরে নি নাকি ? বেঁচে উঠলে ত তার সর্বনাশ হবে। অবিশ্যি সে দেখেছে পুলিসের অ্যামবুল্যান্স তাকে নিয়ে গেছে তবে হাসপাতালের এমারজেন্সিতে না মর্গে তা সে জানবে কি করে ?

হেনরি আড় চোখে একবার দেখে নিল, ধাপ্পায় কাজ হয়েছে। হেনরি আরও লক্ষ্য করল যে ইয়াম তার রিভলভারের সেফটিক্যাচ খোলেনি সেটা বন্ধ আছে অতএব ফায়ার করতে দু সেকেণ্ড দেরি ত হবেই। আর রিভলভারটা বেশ মজবুত করেও ধরা নেই।

লোটাস জিজ্ঞাসা করল, হাত নামাতে পারি মিঃ পার্ক ইল স্থন ?

পার্ক ইল স্থন কাকে বলছ লোটাস ? হেনরি জিজ্ঞাসা করল।

লোটাস বলল, তুমি যাকে মিঃ ফু তাক ইয়াম বলে জান আমরা তাঁকে মিঃ পার্ক ইল স্থন বলে জানি, উনি ত নর্থ কোরিয়ান, জাপানী নন।

তাই বুঝি ? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে হেনরি ইয়ামের দিকে চাইল।

ইয়াম বলল, বাজে কথা তবে মিস তুমি হাত নামাতে পার।

এই নাও ভাই ইয়াম, একটু ড্রিংক কর, আমিও একটু করি, লোটাস তুমি ?

মিঃ স্থন আদেশ করলে গেলাসটা নিতে পারি।

ইয়াম ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিল। তার গেলাসটা সে বাঁ হাতে নিয়ে গেলাসে চুমুক দিল।

হেনরি গেলাসে চুমুক দিয়ে বলল, ইয়াম তুমি ত ওপরে তোমার ঘরে বসে আমার সব কথা শুনেছ, তোমার কি মনে হয়, আমি ঠিক অনুমান করেছি।

প্রায় ঠিক তবে তোমাদের আমি বেশি সময় দিতে পারব না।

হেনরি ওর কথায় যেন কর্ণপাত করল না, বলল, তুমি ত বেশ ভাল ইংরেজি জান তবে ব্রাদার একজন সম-পেশাদারীর সঙ্গে ছলনা করতে কেন?

ইয়াম বলল, আমি অনেক দিন অ্যামেরিকান আর্মিতে ছিলুম! আমি কোরিয়ান।

তাহলে ত এই লোককেই রিচার্ড নরিস, কর্ণেল তাকেশি ইকেদা এবং সে নিজে খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং লোটাসও তাকে চিনতে পেরেছে।

ইয়াম যেন একটু হালকা হয়েছে, মুখের কাঠিন্য অনেকটা সরল হয়েছে তবে সে হেনরির মতলব ধরতে পারছে না। মনে মনে চিন্তা করছে কি করবে।

হেনরি বলল, আমার স্বীকার করতে লজ্জা নেই ইয়াম তুমি আমার চেয়ে অনেক চতুর। তুমি আমাকে বোকা বানাতে পেরেছিলে। লোটাস তুমি অত ভয় পাচ্ছ কেন? আলগা হয়ে বোসো। ভয় নেই ইয়াম আমরা দু'জনেই তোমার কোল্টের সামনেই আছি।

ইয়াম কিছু বলল না।

হেনরি বলল, এবার আসল কথায় আসা যাক ইয়াম, আমার একটা প্রস্তাব আছে, তোমার বুদ্ধি আছে, তুমি ক্ষিপ্র ও চতুর, কল্পনা-শক্তিরও অভাব নেই কিন্তু স্পাই রিং সম্বন্ধে তোমার বিশেষ ধারণা নেই। সে ধারণা, জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা যাই বল আমার প্রচুর আছে। আমি সারা পৃথিবী ঘুরেছি, বহু বিদেশী এজেন্টের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আমরা দু'জনে বিখ্যাত গেলেন সারভিসের মতো এসপিওনের সারভিস চালাতে পারি, গুপ্ত খবর সংগ্রহ করে

চড়া দামে বেচবো, স্বাধীনভাবে কাজ করব, আমি বলছি কোনো বিপদ নেই। নিউক্লিয়ার রকেট ফিট করা অ্যামেরিকান সাবমেরিনের খবরটা কতয় বেচলে? সত্যি কথা বল।

এখনও যোগাযোগ হয়নি। কিন্তু ইয়াম এ কি শুনছে? সে নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছে না। হেনরিও মনে মনে আশ্বস্ত হল যে তাদের নেভি বেসের খবর এখনও বেহাত হয় নি। সে বলল, ব্রাদার ইয়াম তুমি যদি আমার সঙ্গে হাত মেলাও তাহলে আমি বলছি কোনো ঝুঁকি ত নেইই উল্টে কোটিপতি হতে আমাদের দেরি হবে না। এইধর না, এই সাবমেরিনের খবরটা তুমি ত কে.জি বি কেই দেবে, তারা তোমাকে কি দেবে? ঐ মাসে মাসে যা দেয় তার ওপর হয় ত আর পঞ্চাশ রুবল।

আমাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছ না ত হেনরি?

মোটেই না, আমি এখনি তোমাকে প্রমাণ দিতে পারি। আমি ঐ পর্দার আড়ালে একজন পুলিসম্যানকে বন্দী করে রেখেছি, তুমি যদি বল তাহলে তাকে আমি এখনই তোমার সামনে মেরে ফেলতে পারি। তুমি এই খুনের সাক্ষী থাকবে এবং ইচ্ছে করলে ভবিষ্যতে আমাকে বিপদে ফেলতে পারবে, তাই নয় কি?

ইয়াম অবিশ্বাসের হাসি হাসল কিন্তু তবুও বলল,

বেশ আমি দেখতে চাই, তুমি তাকে আমার সামনে খুন কর তারপর আমি তোমার সঙ্গে হাত মেলাব।

তাহলে আমার সঙ্গে এদিকে এস।

ইয়াম নিজে তখন উত্তেজিত। অ্যামেরিকানটা সত্যিই একজন পুলিসকে খুন করবে নাকি? লোটাসের দিক থেকে তার নজর বিক্ষিপ্ত হয়েছিল আর সেই সময়টুকুর মধ্যে হেনরি লোটাসকে কি ইসারা করল।

ইয়াম হাতে রিভলভার নিয়ে হেনরিকে অনুসরণ করল।

হেনরি পর্দা সরাল। পুলিসম্যান ঘাড় নিচু করে হাত পা ও

মুখ বাঁধা অবস্থায় বসে আছে। হেনরি সেই পুলিসম্যানের ঘাড়ে একটা জায়গায় হাত রেখে বলল, দেখ আমি এইখানটায় জোরে ঘুঁসি মারব আর ও সঙ্গে সঙ্গে মরবে।

হাত পা বাঁধা পুলিসম্যান সেই কথা শুনে করুণদৃষ্টিতে হেনরির দিকে চাইল। হেনরি পুলিসম্যানের জামার গলার বোতাম খুলে ঘাড় থেকে জামা নামিয়ে একটা জায়গায় হাত দিয়ে টিপে দেখে নিল। তারপর ঘুঁসি তুলে সজোরে আঘাত করলো, পুলিসম্যানকে নয়, ইয়ামের ডান দিকের কাঁধে, তার হাত থেকে রিভলভারটা ছিটকে পড়ে গেল। ইয়ামও দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নিল। কিন্তু ততক্ষণে লোটাস তার রিভলভার বার করে ফেলেছে।

হ্যাণ্ডস আপ পার্ক ইল স্থুন।

হেনরিও চক্ষের নিমেষে কোথা থেকে পুলিসম্যানের সেই রিভলভার বার করেছে।

ইয়াম হাত তোলবার সময় তার পকেট থেকে দ্রুত কি একটা বার করে মুখে পুরে দিল। তীব্র বিষ পটাসিয়াম সায়ানাইডের ক্যাপস্থুল।

হেনরি ছুটে এল, মুখ টিপে ধরল, কিন্তু বৃথা। বিষের কাজ আরম্ভ হয়েছে। অস্ফুট একটা আওয়াজ করে ইয়াম মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তার চোখ উলটে গেল। হেনরি বা লোটাস কিছু করবার আগেই তার মৃত্যু হল।

একটা জলজ্যান্ত মানুষ তাদের চোখের সামনে মরে গেল। লোটাস নারভাস হয়ে গেল। হেনরি কিন্তু এসব অনেক দেখেছে তাই তার কোনো ভাবান্তর হল না।

পুলিসম্যানের অবস্থা কাহিল। সে নিজে মরতে যাচ্ছিল কিন্তু তার বদলে মরল আর একজন। হেনরি দ্রুত তার সমস্ত বাঁধন খুলে দিয়ে তার হাতে তার রিভলভার ধরিয়ে দিল।

পুলিসম্যান তখনও সহজ হতে পারে নি। হেনরি খানিকটা ব্র্যাণ্ডি এনে তাকে ও লোটাসকে খাইয়ে দিল।

পুলিসম্যানকে বলল, তুমি ওপরের ফ্ল্যাটে যাও। যদি একজন মহিলাকে দেখতে পাও ত তাকে আটকাবে এবং ঘরের সামনে পাহারা দিতে থাকবে। আমি টেলিফোন করে সকলকে জানিয়ে দিচ্ছি।

প্রথমে রিচার্ড নরিস পরে কর্ণেল ইকেদা এবং শেষে পুলিস হেড-কোয়ার্টারে টেলিফোন করে হেনরি সকলকে আসতে বলল।

ইয়ামের ঘরে কোনো মহিলা ছিল না তবে মাইক্রোফোন, ট্রান্স-মিটার এবং একখানা কোডবুক পাওয়া গিয়েছিল।